

# কুমুদিনী ।



কুমুদিনী সাধ্বী সতী পতি সোহাগিনী ।  
বিমল মানস-সবে প্রফুল্ল নলিনী ॥  
লভিতে বিমল স্বৰ্গ যদি সাধমনে ।  
কথোপকথন কর কুমুদিনী সনে ॥



আপ.র.ভোষা স্বত্বাং ন সাধুনো প্রয়োবিজ্ঞানম্ ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় দ্বাৰা  
প্রণীত এবং প্রকাশিত ।  
আশে-শাল ।



## কলিকাতা ।

৩৭৭ নং আপাব চিংপুর রোড, বোডিসাঁকে  
আর্ট ইউনিয়ন প্রেসে  
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ।



সন ১২৯৫ সাল, অগ্রহায়ণ ।

## বিজ্ঞাপন ।

বর্তমান সময় এই সাহিত্য সংসারে নাটক নাভেলের আভাস নাই। কত কত মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া কত শত সরস শিক্ষণীয় অবতারণা দ্বারা পাঠক মহাশয়গণকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহা দেখিয়াও যে আমি সাহিত্য সংসারের পাদবিক্ষেপ করিলাম সেইটাই আমাব মহদোষ, অপিচ বহু-রাজী মধ্যস্থ শ্রুত যেমন রহস্যকলনে আবশ্যক হয়, অতি মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণেও পূর্ব যেমন সংজ্ঞেই অন্তরসে প্রবৃত্তি জন্মে আমার এ প্রত্যেক সেইরূপ বিবেচনা করিয়া সচ্ছন্দ্য দয়ালু পাঠক মহাশয়গণ ইহার প্রতি স্বধাকালে এক একবার নয়ন-নিক্ষেপ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

আমার কুহদিনী নিতান্তই পতিপ্রাণা, সাল ফলসা, ধর্ম্মপরায়ণা, স্ততঃ পত্নী সংজ্ঞেই পতিপথায়ণী কলকামিনীগণের প্রিয়সঙ্গিনী হইবার একান্তই উপায়া, আমি এই ভরসাতেই ইহাকে জনসমাজে বাহির করিলাম।

যদিও আমি আমার সামান্যজ্ঞানে এই স্বর্ণীয়া ভাবপূর্ণা সলসা সশীতল ইহার উপযুক্ত বস্ত্র ভূষণে (ইহাকে) সাজাইতে পারি নাট সত্য, কিন্তু আশাকরি আমার পাঠক পাঠিকাগণ, ইহার বিমলস্বভাবে বিশেষ প্রীতিলাভে সমর্থ হইবেন।

পুরিবেশে বিনয়-বচনে নিবেদন এই, আমি বিবেশত ব্যক্তি, হৃদ্য-কলকালে নিকটে থাকিয়া ইহার যতদূর সংশোধন করিতে পারি নাই। প্রবন্ধ-প্রত্যক্ষ-নিবন্ধন, চানে স্তানে দুইএকটি ত্রুটি এবং অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকালে সেই সেই অংশ সংশোধন করিয়া লক্ষ্য-বেন পক্ষাৎ ভগবান, কখন যদি সুদিন দেয় তবে পুনরাক্ষর কালে সংশোধন করিয়া দি। ইতি সম ১২৩৫ সাল অশ্বিনাষ্ম

দেহতঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন গোস্বামী

অমেনসোলে।

## সমালোচনা ।

আমি কালীবাবুর এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে পাঠ করিয়া দেখিবাছি,  
এখানি স্ত্রীপাঠ্য মনোহর গ্রন্থ, পাঠকালে স্থানে স্থানে অক্ষ সম্বরণ  
করা যায় না। ইহাতে অপরিহার্য গন্ধ মাত্র নাই। নির্ভয়ে মাতা  
এবং ভগিনীগণের হস্তে অর্পণ করা যায়।

সংগ্রহ বাসিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রী ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য

ক'সকাতা নর্থ্যালস্কুল।

## উৎসর্গপত্র ।

বন্ধু ববাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষবন্ধুমাঝ সবকার

মহাশয় মাদ্রাজজন সহায়েষু ।

প্রিয় অক্ষয়বাবু !

জগতে বন্ধু অমূল্য বস্তু, তাঁহার কার্য্য অমুপমেয় এবং তাঁহার ঋণ অপরিমোধ্য, আমি আপনার বন্ধুত্ব ঋণ শতজন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। সর্ব্বদা মনে হইবে, মনোমত বস্তু প্রদান কবিয়া আপনার প্রীতি সম্বন্ধন কবি। কিন্তু জগতে এমন কোন বস্তু দেখিতে পাইনা, যাহা দিয়া বন্ধুত্বের পরিচয় দিই। বিশেষতঃ আমি অকিঞ্চন, অকিঞ্চনের মনোবাসনা মনেই বিলীন হইয়া যায়। বন্ধো! বন্ধুদত্ত কোন বস্তুই বন্ধুর ন্যম্নে অশ্রীতকর হয় না, আমি এই বিশ্বাসেব বশবর্ত্তী হইয়া, শিল্পী যেমন দত্তাব জাত সুন্দর সুগন্ধ কুস্তম্বেব অমুকবর্ণ বাসনায কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত কবিয়া কৃত্রিম কুস্তম প্রস্তুত কবত জনগণের প্রীতি সম্পাদনের বাসনা করে, আমিও সেইরূপ কতকগুলি আমার নিরস কুস্তম্বে বন্ধুতে এই একগাছি গন্ধহীন মালা গ্রহণ কবিয়া আপনার প্রীতি সম্বন্ধনার্থে নিকটে উপস্থিত হইলাম। মিত্রবর। একবার পবিত্র প্রণয় চক্ষে নিরীক্ষণ কাত, হৃদয় দেশে ধারণ কবিয়া আমার কৃতার্থ করুন। মাধবী আমার সবলা বর্ম্মণী, সতীকুল গৌরব পালিকা, নিজ স্বর্ণে নববিকসিত মনোজ্ঞ নলিনী। আমি ইহাকে ইহার উপযুক্ত বসন ভূষণে সাজাইতে নিতান্ত অক্ষম, মাহাত্ম্যপরিজ্ঞানে অশক্ত এবং গুণ বর্ণনে অপারগ হইয়া আপনার চিরপবিত্র কোমলকরে অর্পণ কবিলাম। আপনি ইহার যথার্থই উপযুক্ত বৃক্ষক এবং গুণজ্ঞ, মাধবী আমার চিবুঃসিনী, বোদন পর্বাযণী, দেবিবেন আর যেন, ইহার চক্ষেব জ্বলে বস্মমতী অভিষিক্তা না হন। আমি ইহাকে ভবদীয় সহবাসে সত্যত হাস্যমুখী দর্শন করিলে কৃতার্থ হইব বিস্তরেণালমিতি।

অভিব্রজদয়

শ্রীকালীপ্রসন্ন গাঙ্গুলীপ্রসাদ

সাং কাঁচড়াপড়া



# কুমুদিনী ।

## প্রস্তাবনা ।

### স্বরেজ্জনাথ ।

১১৩০ সালের বৈশাখ মাসেয় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন যুবা, একাকী সূর্য্য গ্রামে কোন বিষয় কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে চলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে একখানি কক্ষবর্ণ মেঘ পশ্চিমাচলে উঠিতে দেখিয়া ভীত হইলেন। পবে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান ববিতে করিতে সম্মুখ একখানি বিপণি দৃষ্টগোচর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখনঃ কালধর্ম্মে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। বিপণিদ্বারী এই ঘটনায় দৃষ্টে, অভিযম্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাব দোকানের কাপ বন্ধ করত তিমিবাবৃত, গৃহমধ্যে একটি প্রদীপ জালিয়া অন্ধকার নাশ করিল। তৎপবে যুবককে কহিল মহাশয়। আপনি এই স্থানে উপবেশন করুন, এই বলিয়া একটি পুতান বালাদার মাদুর বিছাইয়া দিল। যুবা তাহাতে উপবেশন করিয়া গৃহের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন গৃহের স্থানে স্থানে মূষিকে গর্ত্ত করিয়া রাশি রাশি মাটী ভুলিয়াছে। সম্মুখে একহস্ত পরিমাণ উচ্চ একটি মাচা, তত্পরি কতকগুলিন কাঁকায়, মসকলাই চাউল মহরি, ময়না আছে, এবং অন্য এক মৃগ্য পাত্র লবণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দোকানের সম্মুখে ২৩ কৈদি কলা ঝুলিতেছে। আগন্তুক যুবক, একে একে এইরূপে গৃহের অবস্থা দেখি ৩ ছন, এমন সময়ে বৃদ্ধ নোকানি এক কলিকা

তামাকু সাজিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় । আপনি তামাক ইচ্ছা করিয়া থাকেন ? যুবা কহিলেন ইয়া, ত্রাঙ্কণের হাঁকা আছে ? দোকানি ঐবৎ হাসিয়া কহিল মহাশয় । আমি এই সামান্য ব্যবসা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া ত্রাঙ্কণ, শূত্র সকলেই আমার এই সামান্য দোকানে আসিয়া থাকেন । সুতরাং আমাদিগের এ সকল আয়োজন করিয়া রাখিতে হয় । এই বলিয়া হাঁকা আনিল । যুবা দোকানদারের হস্ত হইতে হাঁকাটি লইলেন । দোকানি এক চিল্তা কলা পাতা দিল । তিনি একটি নল করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন । বুদ্ধ তাঁহার নিবাস জিজ্ঞাসা করিল । যুবক তাহাকে কহিলেন আমার নিবাস বলরামপুর, শ্রবণ গ্রামে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় অন্য রাত্রে, যে রূপেই হউক যাইতে হইবে । দোকানি কহিল ঐ স্থানেই শ্রবণ গ্রামের জমিদার মহাশয়ের বাটী, মহাশয়ের বাটী তাঁহাদের বাটী হইতে কতদূর হইবে ? যুবা কহিলেন আমি তাঁহারি বাটীতে থাকি । ইহা শুনিয়া বুদ্ধ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল মহাশয় । আমি অতি গবির, আপনাব বসিবার বড় কষ্ট হইতেছে, যদি অনুমতি করেন তবে পার্শ্বের ঘর হইতে আপনাকে একখানি চৌকি আনিয়া দেই । যুবা কহিলেন, না বাপু, আমার আর চৌকির প্রয়োজন নাই । আমি বেস আছি । তবে যদি আমাকে শ্রবণ গ্রামে যাইবার জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকৃত হই । আর দেখ দেখি, আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে কিনা ? দোকানি আস্তে আস্তে একখানি সীপ খুলিয়া কহিল আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে । যুবা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পূর্বদিকে চন্দ্র উঠিয়া শুধায় এক অনির্বচনীয় শোভা সম্বর্জন কবিতেছে । আকাশ নিম্নল হইয়াছে । মৃদু মন্দ মণবানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে । এবং নিকটস্থ বিপিনে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহার মধুর সৌরভে চতুর্দিক আধো-মিষ্ট হইতেছে । মধ্যে মধ্যে নববধুব বিরল বাক্যের স্রায় কোকিল বধূর এক

আমি কুহরবণে কর্ণ-বিম্বের প্রবেশ করিতেছি। দোকানি কহিল মহাশয়! আকাশ পরিষ্কার হইয়া জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আর ভয় নাই। আপনি এই স্থানে কণকাল অবস্থিতি করুন। আমি গঙ্গা তীরে যাইয়া আপনার নিমিত্ত একখানি নৌকা স্থির করিয়া মাজিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি। জাহ্নবীকূল এখান হইতে বড় অধিক দূর নহে। আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিতেছি। যদি ভিতরে বসিতে কষ্ট বোধ হয়, তবে এই বাহিরে একটু পাইচারি করুন। ক্রান্তি বোধ হইলে চৌকিতে উপবেশন করিবেন। এই বলিয়া পার্শ্বের দর হইতে একখানি চৌকি আনিয়া দিয়া, বৃদ্ধ নৌকানুসঙ্গানে গমন করিল। সুবা দোকানি এই সৌজন্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং চৌকিতে উপবেশন করিয়া মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলেন যে এই ব্যক্তি আমার নিবাস জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু সবিশেষ কিছু পরিচয় না পাইয়াও আমাকে সুবর্ণ গ্রামের জমিদার ভাবিয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই যাদ্বিনীতে একাকী জাহ্নবী তীরে নৌকানুসঙ্গানে গমন করিল। এতক্ষণ আমিও ইহার গৃহে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু ইহার কিছুই পরিচয় লইলাম না। এ কার্যটি আমার অন্যান্য হইয়াছে। এই সমস্ত ভাবিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! একাকী বসিয়া আছেন? দাশুঘোষ এখনও ফেরে নাই? (পাঠক মহাশয়!) যুবক এখন জানিতে পারিলেন যে দোকানির নাম দাশরথিঘোষ; তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? আমি এখানে আসিয়াছি, ইহা আপনি কি রূপে জানিতে পারিলেন? আগন্তুক কহিল মহাশয়! আমি এখানকার একজন দোকানদার; আমার নাম ভবানন্দ পাল, আমি কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকি, দাশু ঘোষ এই কতকক্ষণ আমার দোকানে যাইয়া কহিল, সুবর্ণ গ্রামের জমিদার মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি অদ্যরাত্রেই যাইবেন, আমি তাঁহার নিমিত্ত একখানি নৌকার অনুসঙ্গানে যাইতেছি। তাঁহার

বসিবার বড় কষ্ট হইতেছে, তোমার চৌকিখানি দাও, এই বলিয়া আপনার বসিবার জন্য “ঘোষজা” এই চৌকিখানি আমার দোকান হইতে আনিয়া নৌকা দেখিতে গিয়াছে। আমি তাহার নিকটে মহাশয়ের আগমন বার্তা প্রবণ করিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিল। পরে কহিল, মহাশয়। রাত্রি প্রায় ৮।৯টা হইয়াছে, হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া শ্রান্তিদূর করুন। যুবা কহিলেন, বাপু! আমাব শ্রান্তি দূর হইয়াছে। তবে যদি তুমি ক্ষুধা হও, সেই কারণে বলিতেছি, এক গেলাস জল আর একটি পান দাও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে। তুমি আমার নিমিত্ত কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হইও না। পরে আনন্তক জল ও পান আনিল। যুবা মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ কবিত্তে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন “দাণ্ডঘোষের” নিবাস কোথায় ? এবং লোকটি কি রকম ? ভবানন্দ কহিল মহাশয় ! তাহার নিবাস এই ষড় বাটীতে, “ঘোষজা” একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বিধাতা উহার প্রতি বিষম ; বিশেষ কমলা অতি চঞ্চলা, তিনি একস্থানে কখন অবস্থিতি করিতে পারেন না। কখন বা দরিদ্রের গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া তাহাকে আকাশের চাঁদ হাতে দিতেছেন। আবার কখন বা কাহারও প্রতি বিষম হইয়া তাহার কষ্টেব একশেষ করিতেছেন। মহাশয় ! বলিতে কি, “ঘোষজা” পরম ধার্মিক, কিন্তু কমলা উহার প্রতি নিতান্তই বাম, প্রায় ১০ বৎসর হইল “ঘোষজা” এই ব্যবসা করিতেছেন। প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা জানেন না। পূর্বে ১০।১২ হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে “উহার দোকানের উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া আপনি ঘোষজার সকলি অনুভব করিতে পারিতেছেন।

আহা। ঘোষজার অনেক গুলি পুণ্য, আর এই অজ্ঞ আরে চলে না, বড়ই কষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের যে কি বিচার, তাহা আমি এই সামান্য বুজিতে কিছুই স্থির বলিতে পারি না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কখন বিবেচনা হয়, তিনি অবিচার করিতেছেন। আবার ভাবি তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা যুগ্ম; পূর্ব্বে অশ্রম কর্ম্মানুসারে এ জন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হয়, সেই কারণ কেহবা বর্শপথে থাকিয়াও বৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে, আবার কেহবা অশ্রমপথে থাকিয়াও বিপুল সুখভোগ করিতেছে। মহাশয়! আমাদিগের সাধারণ হৃদয়, এনিমিত্ত কষ্টে পড়িলেই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি। এক 'হা ভগবান্ তোমার মনে এই ছিল' বলিয়া আত্মনন্দ করিয়া থাকি। পরে স্বপ্নের সময়ে তাঁহাকে একবারে ভুলিয়া বাই। কলে দান্তবোধের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হয়। এব্যক্তি নিরীহ ভাল মানুষ; ইহার যে এত দৈন্যদশা কেন হইতেছে তাহা ঈশ্বরই জানেন। প্রতিবেশী ব্যক্তি যুবার নিকট বসিয়া বসিয়া এই সকল কথা কহিতেছে এমন সময় দান্তবোধ চারিজন লাটিয়াল সঙ্গে যুবার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহাশয়ের একখানি নৌকা সুবর্ণ গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং দেওয়ান জি এই চারিজন পাইক পাঠাইয়াছেন। আমি নৌকার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই না পাওয়াতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম, তাঁরে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেওয়ান জি আপনার মিস্ত্র সুবর্ণ গ্রাম হইতে নৌকা এবং চারি জন পাইক পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। যুবা পাইকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন, যুবার হস্তে একখানি পত্রদিল। পরে সকল ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। যুবা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুকদয়াল আসে নাই কেন? তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল আজ্ঞা না; অদ্য প্রায় চারি দিবস হইল তাহার অর হইয়াছে। সেই কারণ সে আসিতে পারে নাই। প্রায় ত্রিমাस হইল দেওয়ান জি আমাদের এই চারিজনকে নৃতন বাহাল করিয়াছেন। যুবা তাহাদের এই কথা শুনিয়া পৃথমে বাইয়া দেওয়ান জির পত্রখানি পাঠ করিয়া

কিছু বিমর্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন। যুবা যখন পুত্রখানি পাঠ করেন, দাণ্ডবোষ তখন তাঁহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বাহিরে আসিলে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মহাশয়। সম্মাদ সমস্ত ভাল ত ? যুবা কহিলেন হ্যাঁ সমস্ত মঙ্গল, পরে যুবক কহিলেন আমি বড় ব্যস্ত; অতএব এখন সূর্য গ্রামে যাত্রা কবি, তুমি আমার নিমিত্ত বড় কষ্ট সহ্য করিষাছ, এই বলিয়া পকেট হইতে চাবিটী মুদ্রা বাহির কবিয়া তাহার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন যদি তুমি ইহা গ্রহণ না কব, তাহা হইলে আমি বড় হুঃখিত হইব। কাজেই দম্পতি আর দ্বিকল্পিত কবিতেন না পারিয়া মস্তক অবনত কবিল। যুবা, পাইকসমভিব্যাহারে মৌকাভি-মুখে গমন কবিলেন। পাঠক মহাশয়। যুবা যে সূর্য গ্রামের জমিদার তাহা স্পষ্টই অবগত হইলেন। এক্ষণে ইহাব আরও পবিচয়ের আবশ্যক করে। ইনি কাকশালার অন্তর্গত বলরাম পুন্ড্র সতীশচন্দ্র বায় বাহাদুরের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বায় বাহাদুর, বয়ঃক্রম ২৮।২৯ বৎসর দেখিতে সুপুরুষ; বং গোবর্গ, নামিকা দীর্ঘ, চক্ষু উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত, দেখিলে বোধ হয় যেন, দয়া ইহাব অন্তঃকরণে বিবাজমানা বহিরাগতেন। ইনি ধীর প্রকৃতি; আশ্তে আশ্তে কথা কন। তাহা শুনিতে অতি সুমধুর, এই কুলতিলক অল্পবয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যেব অধিকারী হইয়া সূর্যগ্রাম পূর্ব্বক বিষয় কার্য্য নির্বাহ করিতেছেন। প্রজাদিগকে মধুর বাক্যে ভূষিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কব আদায় করিষা থাকেন। গ্রামে দ্বিজদিগের নিমিত্ত একটি অস্তিথিশালা আছে। প্রত্যহ অসংখ্য দীন ভূখি আসিয়া জঠরানল নির্বাপন কবিয়া থাকে। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিদিন মধ্যাহ্নে, তথায় উপস্থিত থাকিষা অনাস্তত ব্যক্তি দিগকে সমাদরে সন্তুষ্ট করিষা পবিত্রাষ পূর্ব্বক ভোজন কবাইষা, সকলকে কিছু কিছু অর্থ দান কবিষা থাকেন। সুরেন্দ্রনাথের এইকণ সৃজনতায় নিকটস্থ এবং দূরস্থ গ্রাম নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহার ঋণাত্মককীর্তন কবেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতার দুই বৎসব হইল মৃত্যু

হইয়াছে। মাতাও অল্পদিন হইল মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।  
 বাটীতে পরিবাসের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, দুইটি সধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ;  
 বাবুর পাঁচ বৎসরের এক পুত্র এবং দুই বৎসরের এক কন্যা, পুত্রের  
 নাম নন্দলাল ; তাঁহার মাতা আদর কবিতা তাহাকে নেন্নু বলিয়া ডাকেন।  
 পাচক পাচিকা, দাস দাসীতে, বাড়ীটি পরিপূর্ণ। এ ছাড়া বাবু স্ত্রীর  
 একজন সহচরী আছে। সে অতিশয় মিষ্টভাষিনী এবং কৌতুকপ্রিয় ;  
 বয়সও প্রায় ২৩ ২৪ বৎসর হইবে, রং হুদে আলতায় গোলা, মুখশ্রী  
 পরিষ্কার, সদাই হাস্য বদন দেখিলেই বোধ হয় যেন বিধাতা তাহাকে  
 বমলীকুলের আদর্শ স্বরূপা কবিতা স্বজন কবিতাছেন। বাবু তাহাকে  
 অতিশয় স্নেহ করেন। সে যখন যাহা আবদার করে, বাবু তাহাই  
 দেন। বাবুর স্ত্রী এবং ভগ্নীদ্বয়, তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন।  
 তাহার নাম মাধবী, মাধবী কায়স্থের কন্যা, বাল্যকালে বিধবা হই-  
 যাছে। তাহার বাটী চন্দ্রহাটি, এই গ্রামেই বাবু বিবাহ করিয়াছেন।  
 মাধবীর পিতার সহিত তাঁহার স্বস্তুরের অতিশয় প্রণয় ছিল। মাধবীর  
 পিতা-মাতার কাল হইলে, বাবুর স্বস্তুর তাহাকে আপনার বাটীতে  
 আনিয়া বাসেন। কিছুদিন অতীত হইলে তাহাকে কন্যার নিকট  
 পাঠাইয়া দেন। সেই অবধি মাধবী বলবামপূর্বে অবস্থিতি করিতেছে।  
 সে কখন কখন বাবুর স্ত্রীকে বৌ বলিয়া সম্বোধন করে। আবাব  
 মৈথ্য মধ্যে বসন্তকুমারী বলিয়া ডাকে। বাল্যকালের সহচরী যাহা  
 বলে তাহাই শোভা পায়। বিশেষতঃ মাধবীর কথা গুলি বড় মিষ্ট,  
 সে কাহাকেও বাগ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহাও স্নমধুর বলিয়া  
 বোধ হয়। মাধবী অনেকদিন বাবুর ধর্ম্মীতে রহিয়াছে। তাহার  
 গুণে সকলেই বশীভূত, সকলেই তাহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান  
 করে। সুরেন্দ্রনাথ জানেন, মাধবী বিধবা কিন্তু বসন্তকুমারী তাহাকে  
 বিধবার বেশে থাকিতে দেন না। হাতে স্ফপাক মোটা মোটা বালা,  
 কর্ণে স্ন বর্ণ মাকড়ি এবং গলায় একগাছি হেলেহাব, ইহাতেই মাধবীর

রূপের ছটার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। সুরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি কখন প্রবাসে যান নাই। কিন্তু অদ্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্তবর্ণ গ্রামে যাইতে হইবে। মন অতিশয় চঞ্চল ; বেলাও প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বাহিরের বাটী হইতে অন্তঃপুরে গমন করিয়া বসন্তকুমারীর নিকট হাস্যমুখে বিদায় চাহিলেন। বসন্তকুমারী মুখ অবনত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কবে ফিরিব ?

সু। বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিব।

বস। না যাইলে কি চলিবেনা ?

সু। না, আমার অদ্যরাত্রি যে কপেই হউক তথায় পৌঁছিতে হইবে। লাটের দিন ধাৰ্য্য হইয়াছে। দেওয়ান জি পত্র লিখিয়াছেন, এবাব প্রজাদিগের নিকট আদায় তোসিল বড় অল্প ; যাই, একবার দেখিয়া আসি, গতক টা কি। বসন্ত কুমারী ইহা শুনিয়া মুখ অবনত কবিলেন এবং বাম পদের বৃত্তাঙ্গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা নাড়িতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র নাথ প্রবাসে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বিদায় চাহিতেছেন ইহা ভাবিয়া তাঁহার সেই কুরঙ্গ-নবন সলিলে পরিপূর্ণ হইল। সুরেন্দ্র নাথ পাছে তাহা দেখিতে পান, এই ভাবিয়া, চক্ষের জল চক্ষে মিশাইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যস্তথাকাপ্রযুক্ত বসন্তুর সেই ভাব দেখিতে পাইলেন না। স্তবরাং তিনি সরল-প্রাণে বসন্তকুমারীর নিকট বিদায় লইয়া বাটীতে পুনরাগমন কবিলেন। এবং সম্মুখে সরকার কে দেখিয়া কহিলেন, কোচম্যানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে বল। কোচম্যান সেই খানেই উপস্থিত ছিল, ইহা দেখিয়া তিনি স্বয়ংই বলিলেন মহম্মদ। গাড়ী প্রস্তুত কর। আমি এখান হইতে পলাসীর গোপাল বাবুর বাটীতে যাইব। তথায় আমায় পৌঁছিয়া দিয়া গাড়ী বাটীতে লইয়া আসিবে। সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন তাব পব ও টুকু পথ কি করিয়া যাইবেন ? সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন ওটুকু হাঁটিয়া যাইব। সরকার ইহা শুনিয়া চুপ



করিয়া রহিল। বাবু কহিলেন, সবকার মহাশয়। যদি সামান্য পথ হাঁটিতে কষ্ট বোধ হয়, তবে এ দেহ ধারণ কবা বুখা ; সবকার, বাবুব মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই আব কোন কথা না কহিয়া নীরব হইল। কিন্তু বাবু তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সরকার তাঁহার কথা শুনিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। ভাবিল কি আশ্চর্য্য বাবু এত ধনাঢ্য হইয়াও নিজের গাড়ীতে চড়িয়া বাইতে লজ্জা বোধ করেন। ভাই, পরিচ্ছদেব অভাব নাই কিন্তু তাহাও পরেন না। সেদিন বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বাটীতে নাচ হইল। কত বড় মানুষ, কত বকম পোষাক করিয়া আসিল। বাবু আমাদিগের এক খানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়াই রহিলেন। কি আশ্চর্য্য ভগবান ইহাঁকে সকল বস্তুই প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, কিন্তু বাবু তাহা ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন না। সেদিন মেদো চাকর, বাবুকে এই কথা বলাতে বাবু বলিলেন দেখে মাধব। আমার কোন পোষাক পরিতে ইচ্ছা হয় না। তোব যদি পবুতে ইচ্ছা হয়, তবে আর, আমি তোকে একটা পোষাক দিতেছি। এই বলিয়া বাবু বাটীর ভিতর ঘাইয়া মেদোকে ২৩ শত টাকার একটা পোষাক দান করিলেন। আর সব চাকরেরা এই দেখে, মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। বাবু তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলকে সেই রকম এক একটা পোষাক দান কবিলেন। আমি তাই দেখে ষাড় হেঁট ক'বে বসিয়া আছি মনের ভিতর কত আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় বাবু আমার দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া পুনর্বার বাটীর ভিতর গমন করিলেন এবং ক্রণেক পবে একজোড়া ভাল কাশ্মীরি শাল আনিয়া আমাকে বলিলেন—তোমাং শীতবস্ত্র নাই, এই শাল ষোড়াটা তুমি লও। আমি কিছু বলিতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। তৎপরে বাবু শাল ষোড়াটী আমাব হাতে দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি তাহা পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এবং ভাবিলাম, ইহা বাবুরই উপ-

যুক্ত ; আমি ইহা লইয়া ক্রিপে ব্যবহার করিব । চাকর বেটীরা শু  
পোষাক গুলো পাইয়া বিক্রয় কবিয়া টাকা কবিবে । আমাব এ যে সাপে  
ছুঁচো ধবা হইয়াছে । এমন সকেব জিনিষটে বেচতেও পারিব না ।  
আবার গায়ে দিতেও লজ্জা হইবেক । আমি এখন কি করি ; আমি  
এই ভাবিতেছি, বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন সবকার মহাশয় ।  
রাখিয়া দাও, বালকেবা ব্যবহার করিবে । আমাববাবু, সেই বাবু তো ।  
আহা । ভগবান ইহাকে সব বিষয়ে সুখী ককন । সরকার এসমস্ত  
ভাবিতেছে ইত্যবসরে বাবু এক তাড়া কুড়ি টাকার নোট চেষ্টা হইতে  
বাহির করিয়া সরকারকে দিলেন এবং কহিলেন এই পাঁচশত টাকা  
নাও । আবশ্যকমত খবচ পত্র কবিবে এবং সাবধানে থাকিবে । তৎপরে  
চাকর এবং দ্বারবানদিগকে কহিলেন খুব ছ সিমার থাকিবে, আমি  
স্বর্ণ গ্রামে যাত্রা কবিতেছি, দুই এক দিনেব মধ্যে ফিরিব । এই  
বলিয়া গাড়ী চড়িয়া উদ্দেশ্য স্থানে গমন কবিলেন ।

বাবু গমন কবিলে পব মেধে আসিয়া সবকার মহাশয়কে অভি  
আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল সবকার মহাশয় । বাবু কখন বাড়ীব বাব  
হন না, হঠাৎ আজ তিনি স্বর্ণ গ্রামে একা যাইলেন কেন ? কাহাকেও  
সঙ্গে লইলেন না, ইহারই বা ভাব কি ? এমন গুপ্তভাবে যাইবারই বা  
কারণ কি ? সবকার কহিলেন, দুব বেটা । এতদিন বাবুব নিকট চাকুরী  
করিতেছি, তাহার স্বভাব বুঝতে পারি না । বাবু কোথাও জাঁক  
জমক ক'রে যেতে ভাল বাসেন না । স্বর্ণ গ্রামের দেওয়ান জি অদ্য  
পত্র লিখিয়াছেন লাটের দিন নিকটবর্তী এবং এবাব আদায় তৌশিল  
ভাল হয় নাই । সেই জন্য নিজে জমীদারী দেখিতে যাইতেছেন ।  
বোধ করি দেওয়ান জি সেখান হইতে নৌকা পাঠাইয়া দিবেন । পাঠক  
মহাশয় । বাস্তবিক সবেস্তবাবু বড় অমায়িক, তিনি তাহার পরিচয়  
দিতে লোকের নিকট বড় কুণ্ঠিত হন এবং সেই কাবণেই দাপ্তর্যের  
দোকানে তিনি তাহার ভালকপ পরিচয় দেন নাই । এক্ষণে আমি

ইহার পরিচয় দিলাম । এই মহাত্মাই সেই সুবর্ণ গ্রামের জমীদার, নান  
সুরেন্দ্রনাথ রায় বাঁহিয়া বাহাদুর ।

### বসন্তে-বসন্তে ।

অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা, রাত্রি প্রায় চারি ঘণ্টা হইয়াছে । সুধাকর-  
কবে, যামিনী ঘন শুভ্র রূপ পরিধান করিয়া হাসিতেছেন । গগন-  
মণ্ডলে নক্ষত্রগণ জ্যোতির্হীন হইয়া মিট মিট করিতেছে । বদ্যোতেরা  
অভিমাণে কোথায় যে লুকাইয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই । তমো-  
রাশি সভয়ে বড় বড় বৃক্ষের ঝোপের ভিতর বাইয়া আশ্রয় লইয়াছে ।  
হৃৎকোষে শুক্ল নিশায় অতীষ্ট সিদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া  
বসিয়া আছে । মন্দ মন্দ সমীরণে বৃক্ষের শাখা সকল হুলিতেছে ।  
পাপিয়া এবং কোকিলকুল তহুপরি বসিয়া প্রফুল্লমনে পঞ্চমুখের গান  
করিতেছে । জুঁই, বেল, মল্লিকা, সেঁউতী, গোলাপ প্রভৃতি নানা-  
জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছে । বৃক্ষ সমূহের  
নব-পল্লব, সুধাকর-করে রঞ্জিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে । সম্মুখে  
এক বৃহৎ অটালিকা, তহুপরি চন্দ্রালোক পতিত হওয়াতে চতুর্দিক,  
বুন আবো অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে । এমন সময়ে প্রাসাদের  
উপর একটা প্যাঁচা আসিয়া বসিল এবং ক্ষণকাল গভীরভাবে অব-  
স্থিতি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল । তাহার মনের ভাব কে  
বুঝিতে পারে ? সে কি এই অটালিকার এবং উদ্যানের শোভা  
দেখিতে আসিয়াছিল ? না, আমার বো' হয় তাহা নহে । সে  
সমস্ত দিনের পর যামিনীতে আহার অবশেষে আগমন করিয়াছিল ।

\* দশম পৃষ্ঠার ৮ম পংক্তিতে “ এক ভাড়া পাঁচশত টাকার নোট চেষ্টা হইবে ”  
ইহার পরিবর্তে “ পাঁচশত টাকার একটা ভোটা সিদ্ধ হইবে ” এইরূপ পাঠ  
করিতে হইবে ।

কিন্তু এই শুভময়ী বজ্রনৌকে দেখিয়া, দিবা ভ্রমে তথা হইতে পলায়ন করিল। বাটীর সম্মুখ একটি উদ্যান, তাহার মধ্যে নানা জাতি বৃক্ষ শোভা পাউতেছে। তন্মধ্যে একটি বৃক্ষ সম্মুখে বসে, এখানে নিশানখের ভাগমানে সর্বোত্তম সুন্দরাসীনা কুমুদিনী প্রজ্জ্বলিত হইয়া আসিতেছে, এবং মনে মনে ভাবিতেছে, এমন দিন আর হইবে না। নিশানখও তাহার হাসা দেখিয়া (আব উজ্জ্বল থাকিয়া তৃপ্তি বোধ না হওয়াতে) সবসীর প্রচ্ছ বাহির মধ্যে আগমন করিয়া প্রণয়নের সুখ শয্যা উপবেশন করিলেন। পবন তাহার এই সুখ দর্শনে স্রব্ধাপন্ন বশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে জ্বলন্ত সফাগনে প্রবৃত্ত হইলে, কুমুদিনী নাথক ভগবানচন্দ্র, অসখা মৃতি ধাবণ পূর্বক ভয়ানক বেগে অস্থির হওত যেন, সমরকাণ্ডে নীরত হইয়া তন্মধ্যে দোড়া দোড়ি করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী উদ্ভাসিত চিত্তে, হেলিয়া ছলিয়া তাহার অন্তঃকরণে হইয়া সর্বোত্তম অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়। এই অটালিকা এবং উদ্যান যাহা দেখিতেছেন, তাহা সুরেন্দ্র নাথের, সুরেন্দ্রনাথ অন্য বৈকালে সূর্য্য গ্রামে যাত্রা করিয়াছেন। আগে যদি জানিতেন যে, অদ্য যামিনী শুভবস্ত্র পরিধান করিয়া বসন্তসেনা সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন তাহা হইলে তিনি কখনই বাটীর বাহির হইতেন না। এদিকে বসন্তকুমারী অবশিষ্ট বেসাটিক সামাবিক কার্যে অতিবাহিত করিলেন। এবং সন্ধ্যার পূর্বে মনটা অতিশয় চঞ্চল হওয়াতে কাপুটে হুনেতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে একটা যুতন পাটেক্ট আনিয়া দিয়া ছিলেন। তিনি তাহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই যে গদ্যটি চিত্রিত রহিয়াছে, আর ইহার পার্শ্বে একটি ভ্রমর উড়িতেছে। ইহা না হইয়া যদি কমণ্ডির উপর ভ্রমরটি চিত্রিত থাকিত, তাহা হইলে দেখিতেও ভাল হইত এবং পদ্মিনীর আশঙ্ক নিবৃত্ত হইত।

এই ভাবিয়া তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । আবার ভাবিলেন একি ! আজ আমার মনেব ভাব একপ হইল কেন ? যেদিন প্রাণনাথ এই চিত্র খানি আনিয়া আমার হস্তে দিলেন, সেদিন আমি ইহার কত শোভাই দেখেছিলাম, তবে আজি কেন আমি ইহার দোষ বাহির করিতেছি ?

চিত্রিত কমলে ভ্রমরটি চিত্রিত নাই তাহাব জন্য আমার এত মাথা ব্যথা কেন ? যাক্ ওসব আর দেখ্‌বো না ; এই বলিয়া তাহা বাজের ভিতর রক্ত করিয়া রাখিলেন এবং গৃহেব বাহিবে আসিয়া দেখিলেন আকাশ নির্মল, গগনমণ্ডলে পূর্ণিমা চন্দ্রোদয় হইয়া, সুধা বৃষ্টি করিতেছেন । বারাগুণ ধারে ধাবে টেবের উপর বজ্রনীলকান্ত প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদু মন্দ সমীরণেব সহিত খেলা কবিতেছে এবং তাহার গন্ধে চতুর্দিক আয়োদিত করিতেছে । বসন্ত কুমারী এই সকল দেখিয়া ভাবিলেন অদ্যকাব নিশি আমার এমন বিষম বোধ হইতেছে কেন ? জন্মাবধি কখন আমার মনের ভাব একপ হয় নাই, তবে আজি কেন এমন হইতেছে ? যাই, যবেব ভিতর যাই, আর আমার এস্থান ভাল লাগিতেছে না । বসন্ত কুমারী এই বলিয়া গৃহাত্যন্তরে যাইয়া, পর্য্যঙ্কোপরি শুইয়া এবং সম্মুখের খুঁড়ি খুলিয়া দিয়া গগন মণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । সুরেন্দ্রনাথ আগামী কল্য না হয় পবিত্র দিবস বাড়ী আসিবেন । আবার ভাবিলেন যদি কার্য্যের ঝঞ্জাট বশতঃ দশ দিন দেরি হয় তবে কি হইবে ? বসন্ত কুমারীর কল্পনা ইহার উত্তর দিতে পারিল না, সুতরাং তিনি এখন গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ।

বসন্ত কুমারী এইকপ চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আছেন, এমন সময় মাধবী গৃহের ভিতর আসিয়া দেখিল কাহারও সাদা শব্দ নাই । বসন্ত কুমারী অলিত বসনা এবং আল্লাষিত কেশা হইয়া শয্যা শয়ন করিয়া আছেন । মাধবী তাহার ভাব দেখিয়া বুকিতে পারিল বসন্ত কুমারী

পতি-চিন্তায়-মগ্না, মনে মনে ভাবিল কি আশ্চর্য্য । একেই বলে “পলকে প্রলয়” আমি এব কিছুই বুঝিনে, তা কি কবেই বা বুঝবো, ভগবান ছেলে বেলাই পোড়া কপাল পুড়িয়েচেন, বিচ্ছেদ আর বিবহ কাহাকে বলে, তা কি কবেই বা জানবো । লোকে বলে বসন্তের মলয়, কোকিলের স্বর, আর সুধাকবেব কর, বিবহিণীদের পক্ষে অতি ভয়ানক, কৈ আমি তো এব কিছুই বুঝতে পারিনে । তবে কি আমি বিবহিণী নই ? নই বা কেন, যখন ঘোঁষনে পতিহীনা, তখন আমিও বিবহিণী, চির বিবহিণী, এইরূপে তাহার বিরহিণীর প্রমাণ হইলে আপন মনেই কহিতে লাগিল আ মরি ! পোড়া কপাল আর কি । আমি এইসকল যত ভাবচি, আমার ততই হাসি পাচ্ছে, আর দেক দেকি বসন্তকুমারী চূপ কোঁবে কেমন শুয়ে রয়েছে । ওর তো আমার মত হাসি পাচ্ছে না, তা পাবে কেন, ও স্বার্থ পতি চিন্তায় মগ্ন, আর আমি পতি চিন্তা কস্তে গেলে হাত্ ড়ে মরি । ঐ যে কথাষ বলে “মাথা নেই তার মাথা বেতা” আমি ভাববো কাকে ? যোমকে ? কিন্তু তাও বলি, এক একবার প্রাণটার ভিতর যেন হাঁচড পাঁচড কোরে ওঠে, আবাব কান্না পাষ, সেইটি কি বিবহ । কে যানে, এবার কাহাকেও জিজ্ঞাসা কোঁবে দেখবো, বিবহ কাকে বলে । মাধবী এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চক হইল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কবিতে লাগিল । পাঠক মহাশয় । একবার ইহাদের উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, বসন্ত কুমারী শয্যা’পরি শ্লিত বসনা প্রায়, আর মাধবী মেজের উপব অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিয়া বহিয়াছে ! উভয়ে এখন অকুল পাখাবে ভাসিতেছে । বসন্ত কুমারী ভাবিতেছেন, সুরেন্দ্রনাথ কবে আসিবেন । মাধবী ভাবিতেছে, আমি অনাধিনী, বিচ্ছেদ জ্বালা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পাবিলাম না । এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় একজন রাত ভিখারির কর্ণধনি শুনা বাইল । সে গাইতেছে, “মনুয়ারে সীতারাম ভজন্ করালি যো” ইহা শুনিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি খড় খড়িরধারে বাইয়া বসিল এবং

গানটি শুনিয়া তাহার প্রাণের ভিতর কেমন কবিতা লাগিল। আর একা থাকিতে না পাবিয়া বসন্ত কুমারীর গাত্র স্পর্শ কবিতা ডাকিল বোঁ । ও বোঁ । বসন্ত কুমারী অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বীপ অঙ্গেব বসন আবৃত করিয়া বসিলেন । এবং মাধবীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, মাধবি । তিনি কি ঘরে এসেছিলেন ? মাধবী হাসিয়া কহিল তা কি তুমি টের পাওনি । বসন্ত কুমারীর অমনি শ্রবণ হইল অদ্য তাঁহার প্রাণেশ্বর গৃহে নাই । কাজেই কিছু লজ্জিত হইলেন এবং সে কথা চাপিয়া মাধবীকে বলিলেন তাই তো ভাই । আজ আমার এত ঘুগ পাচ্ছে কেন ? মাধবী একটু মুচকে হেসে বলিল ঘুমের আব অপরাধ কি, কাল সাবাবাত্রি হুজনে গ'ড়ে মশা তাড়িয়েছ ।

বসন্ত । পোড়া কপাল আব কি । মোশা তাড়াতে যাব কেন মাধবী । তবে শব্দ হচ্ছিল কিসেব ?

বসন্ত । বুকি পাশের ঘবে বেড়াল ঢুকে ছিল ।

মাধবী । সে ঘরের ছুধের বাটী ছিল না ।

বসন্ত কুমারী মাধবীর এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, মাধবী কত ছলে কত কথা কয় ; সামূলানো ভার ! এর কাছে কিছু এড়াবার যো নাই , একটা না একটা ছল ধববেই ধববে । ভাল মাধবীকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এর সঙ্গে কথা কহিলেও মনটা ভাল থাকে এই ভাবিয়া বসন্ত কুমারী কহিলেন মাধবি । তোব ভাই মুখটি আজ এত শুক্ল শুক্ল দেখছি কেন ?

মাধবী । প্রেমের ঢেউ দেখে—( দাঁড়ায় ভয়ে )

বসন্ত । প্রেমের ঢেউ কোথায় পেলি ?

মাধবী । এই ঘরে ব'সে ব'সে ।

বসন্ত । তাব ভিতরপড়ে, হাবু ডুবু খামনি ত ?

মাধবী । খেয়েচি কিন্তু অত নয় ।

বসন্ত । অত নয় কি ?

মাধবী । তাই ত ! কিছুই জানেন না । ঐ যে কথাষ বলে 'বুক ফেটে যাগ তাও সব, মুখ ফুটে না প্রকাশিব' তুমি আমায় বলবে কেন, তোমার বড় লজ্জা, কিন্তু ভাই আমার সব উন্টো, আমার মনের কথা বলতে মুখ ফোটে তবু বুক ফাটে না । প্রথমে বলতে বাদও বাদও কস্তো কিন্তু এখন দেখি মুখ ফুটলে বুক ফাটে না, বব' চাণ্ডা হস ।

বসন্ত । মাধবীর এই কথা শুনে ভাবিলেন মাধবী যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, হৃৎথেব কথা আস্ত বজ্র নিকট ব্যক্ত করিলে মনেব ক্রেশ অনেক লাঘব হয় । এই ভাবিয়া বসন্ত কুমারী মাধবীকে একটু ঠেস দিয়া বলিলেন তোব ভাই বেশি চাড তাই তুই মুখ ফুটে বলতে পারিস, আমার ত অত চাড নেই ।

মাধবী । তোব চ'ডেব ক'ডব টা কি ? এক দিনেই যে সব্বে চল দেচ্চিস্ ।

বসন্ত কুমারী মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, তুই ভাই ঠিক বলচিস, মনের কথা আত্মীয় জনেব নিকট বুললে প্রাণটা অনেক ভাল থাকে ।

মাধবী । ই্যা এখন পথে এসো, তবে এত বাক্য কথা বল'ছিলি কেন ?

বসন্ত । দেখ'ছিলাম তুই কি বলিস ।

মাধবী । বল'বো আব কি, উনুনেব ছাই ।

বসন্ত । দেখ' মাধবি । 'তোব' সঙ্গে কথা কৈলে মনটা বড় ভাল থাকে । আচ্ছা ভাই । বল দেখি এখন কি ভাল লাগে ?

মাধবী । কোকিলেব স্বব, সুধাকবেব কব, মলয় পবন, আব পাশের বালিশ ।

( বসন্ত কুমারী হাস্য করিয়া বলিল ) হুব পোড়াব মুখী, বালিশ বই আর কিছু পেলিনি ।



মাধবী । আবাব কি পাবো । আমায় যা ভাল লাগলো তাই বললুম ।

বসন্ত । কেন, একগাছি দড়ি ভাল লাগে না কি ?

মাধবী । তা হ'লে আবাব একটি কলসী চাই ।

বসন্ত । বালাই, ওসব কথা ভাই ছেড়ে দে, কোথ্ থেকে কি কথা, নিষে এলি দেখে দেখি ।

মাধবী । আব বালাই ॥ (মাধবী এই কথা বলিয়া একটি গান আবৃত্ত্য করিল।)

কাঁদিয়ে কাঁদি , বজনী জাগিয়ে, হনু সখি । জ্বালাতন ।

কেন তাঁর ০ ০ মিছে হুখে ভুগি, পাই না তো দবশন ।

গেঁথে ছিনু মালা, শুকাইয়ে গেল, দাকণ তপন-তাপে ।

শুন লো বজনী, দিবস যামিনী, উঠিছে হৃদয় কঁপে ।

মলয়া অনিল, বহে স্নানীতল, আমি তাহে স্থি নই ।

অবলা পাইয়া, হানে স্রব শব, দহে দেহ পিকু অই (ত্রৈ) ।

পতি মোহাগিনী, লয়ে প্রাণ পতি সদা থাকে মন স্থখে ।

আমি অভাগিনী, হাবায়ে নাথেবে ভাসিতেছি মন হুখে ।

মাধবী গানটী গাইয়া নিস্তব্ধ হইল । বসন্ত কুমারী মাধবীর গানে মোহিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি । তুই এ গানটি কোথায় শিখিলি ?

মাধবী । ঠাট্টা করিও কেনে ভাই ॥

বসন্ত । মাইরি ঠাট্টা করিনে, গানটি বড় মিষ্টি লাগলো ।

মাধবী । নাও যেনে, আর জ্বালাস নে । আমি এখান থেকে চল্লুম, এই বলিয়া মাধবী গৃহ হইতে প্রস্থান করিল । বসন্ত কুমারী আব গৃহে একা থাকিতে না—পারিয়া তাহার অনুগামিনী হইলেন ।

## এ আবার কি ?

পাঠক মহাশয়। চলুন একবার সুবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ কবিষা আসি। তিনি এই বঙ্গনীতে দামু ঘোষের নিকট হইতে বিদায় হইয়া (দাশরথির অপব) নাম দামোদর) বসন্ত কুমাবীর বিচ্ছেদে কি কবিত্তেছেন, একবার তাহা দেখা আবশ্যক, যদি বলেন তথ্য যাইতে নন তবে না। মাধবীর গানটী বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। আর একটি শুনিয়া যাইব। না, তা আর হইবে না, আমি আর আপনাকে এখানে থাকিতে দিব না। চলুন সুবেন্দ্রনাথকে একবার দেখিয়া আসি। সেস্থান ভাল না লাগে, তবে গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কবিবেন। দেখুন অদ্যকার যামিনীতে জাহ্নবী শাস্তমুর্তি ধারণ কবিয়া বঙ্কোপরি উন্মিমালা পবিধান কবিয়া কেমন এক অনির্দ্বন্দ্বীয় শোভা সম্পাদন কবিয়াছেন ॥ মনমোহিনী নিশীথিনী। কাহাবও সাড়া শব্দ নাই কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগালেবা নির্ভয় চিত্তে, তটিনীতটে বিকট শব্দ কবিয়া ভ্রমণ কবিত্তেছে। বড় বড় নৌকা সকল জাহ্নবীর বঙ্কোপরি স্থির হইয়া তাঁহার হাস। বদন নিবীক্ষণ কবিত্তেছে নাথিকোবা সকলেই স্তম্ভিত; কাহাবও সাড়াশব্দ নাই। কেবল একখানি ক্ষুদ্র তরঙ্গী বুলেব সমীপ-বর্তী হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। তন্মধ্যে সুবেন্দ্রনাথ, একটি তাকিয়া ঠেস্ দিয়া কপোলে কবিনির্যাসপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত কবিয়া বসন্ত কুমাবীর সেই সুধাংশুবদন নিরীক্ষণ কবিত্তেছেন, এবং ভাবিত্তেছেন আমি কি কঠিন। প্রিয়াকে সকল কথা গোপন কবিয়া এই গভীর যামিনীতে নৌকারোহণে সুবর্ণ গ্রামে গমন কবিত্তেছি। এক্ষণে অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে? যদি দুর-দৃষ্টবশতঃ কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া জীবনান্ত হয়, তবে বসন্তকুমাবীর নিকট চির দিনেব নিমিত্ত প্রবঞ্চক বলিয়া পবিচিত থাকিব। আমি কি অন্যান্য কাণ্ড কবিয়াছি, প্রিয়াব নিকট এ সকল কথা গোপন বাধা উচিত হয় নাই। স্ত্রীলোকের মন সদাই সন্দিক্ধ, যদি এই সকল বিষয় আমার প্রত্যা-

গমনেব পূর্বে অক্ষুশে জানিতে পাবে, তাহা হইলে আমাব মনোগত ভাবনা বুঝিয়া অনর্থপাত কবিবে। তাহাব আর কোন সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল ভাবিতেছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ এক আত্ম-নাদ তাঁহাব কণ কূহবে প্রবেশ কবিল। তিনি ক্ষণকাল সেই ধ্বনি শ্রবণ কবিয়া বিষয়াপন্ন হইলেন, এবং নাবিককে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মাকি। দেখেদিগি ঐ হৃদয় বিদাবক কণ্ঠস্ব কোথা হইতে আসি তেছে? মাকি বাবুব এই কথা শুনিয়া দাঁড়িদিগকে ক্ষেপণী বন্ধ কবিতে কহিল। তাহাবা এক মনে বাহিয়া যাইতেছে, মাকিব কথা শুনিতে পাইল না। মাকি পুনৰাষ কহিল ওবে দাঁড় বন্ধ কব্। এবাবও মাকিব আদেশ বাক্য তাহাদেব ক্ষেপণীব শব্দেব সহিত মিশাইয়া গেল, সুরবাং শুনিতে পাইল না। তাহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ এবং মাকি দুজনেই এক সঙ্গে উঠেঃসবে বলিলেন দাঁড় বন্ধ কব্, ক্ষেপণী বাহকেরা হঠাৎ তাহাদিগেব এই আদেশ শুনিয়া দাঁড় বন্ধ কবিয়া সতর্ঘচিত্তে পুতলিকাবং আড়ষ্ট হইয়া রহিল। আব কাহাবও মুখে কথা নাই। মুহূর্ত্তকাল তাহাবা এই ভাবে থাকিয়া পরে মাকিকে জিজ্ঞাসা কবিল কি হইয়াছে? মাকি কহিল ঐ শোন্ একটা কি শব্দ হইতেছে। তাহাবা ভীত হইয়া সকলেই একমনে সেই শব্দ শুনিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পাবিল না। মাকি কহিল মহা-শয। এ শব্দ অনেক দূবে হইতেছে, ইহাতে কোন ভষ নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সেই মর্ম্মভেদী স্বব শ্রবণাবধি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কাহার যে কি মর্ম্মনাশ হইয়াছে, তাহা বলিতে পাৰি না। মা ভাগীবধি। তোমাব হৃদয় কি কঠিন। জনক জননী, মৃত পুত্র ক্রোড়ে কবিয়া, তোমাব তটে বসিয়া, অবিশ্রান্ত বোদন কবিতেছে। পতিপ্রাণা সতী, প্রাণপতিব মৃতদেহ চিতাব উপব দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তোমাব কূলে বসিয়া নবনজলে লুকুণ ভাসাইতেছে, সূদীনা কন্যা তোমাব তটে জনকজননীব মৃতদেহ অবলোকন কবিয়া মৃতিকায় গড়াগড়ি

দিতেছে, কেহবা প্রণয়িনীকে তোমার গর্ভে বিসর্জন দিয়া ক্রিপ্তপ্রায় হইয়া চুর্দিকে দৌড়ানোড়ি কবিতোছে, আব হুগি এই সকল স্থিতি নত্রে দেখিতেছ তবু জুদয়ে কাণামা বও দয়াব সন্ধ্যা হইতেছে না। ঐ যে দূবে রোদন ধনি শোনা যাইতেছে, উহাও তোমার অবিদিত নাই। হাষ। কাহাকে যে কি বিপদগ্রস্তকবিয়া রুদ্ধদেখিতেছ, তাহা তুমিই জান। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল আন্দোলন কবিতোছেন এবং জাহ্নবীর বন্ধোপবি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন, তবঙ্গমালা উঠিতেছে এবং তাহা নৌকায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ক্ষেপণী বাহকেবা অবিবাহ বাহিতোছে। মাঝি নিস্তকে হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। পাইকেবা জাহ্নবীর স্তনীতল বাতাস পাইয়া স্নেহে নিদ্রা যাইতেছে। কহাবও মাডা শব্দ নাই, সুরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিতেছেন এবং মনে মনে যে কত চিন্তা কবিতোছেন, তাহাব শেষ নাই। একবার ভাবিতোছেন, বসন্তকুমারী এখন কি কবিতোছেন, আবাব ভাবিতোছেন দেওয়ান জি যে কুমুদিনীর বিষয় লিখিয়াছেন তাহা কি শোচনীয় ব্যাপাব। এই সকল বিষয় চিন্তা কবাতে নিদ্রাদেবী তাঁহাকে ত্যাগ কবিয়াছেন। এই সময় পাইকদিগেব মধ্যে এক জন স্বপ্ন দেখিয়া গোঁ গোঁ কবিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথেব কণে হটাৎ এই শব্দ প্রবেশ কবিমাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। পবে জানিতে পাবিলেন, পাইকদেব মধ্যে এক জন স্বপ্ন দেখিয়া একপ শব্দ কবিতোছে। তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহাবনিদ্রা ভঙ্গ হইল না। ইহাদেখিয়া এক জন দাঁড়িকে আদেশ কবিলেন উহাকে উঠাইয়া দাও, দাঁড়ি তাঁহাব গাত্রে হাত দিয়া ঠেলিতে লাগিল। তবুও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। বং পূর্বাপেক্ষা অধিক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল ইহা দেখিয়া আব একজন দাঁড়ি তাহাব হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া বসাইতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং সে ক্ষণকাল নিস্তক থাকিয়া বলিল “রাম” কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন কি স্বপ্ন দেখছিলি? সে তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া

মাজিকে জিজ্ঞাসিল, মাজি, আমাদের নৌকা কতদূর আসিযাছে ? মাজি কহিল এই শ্রীপূব চাড়াইলাম । ইহাব পব মসনেব জঙ্গল ; পাইক কহিল “বাৰা” এই জঙ্গলেই আমাব প্রাণটা বেরিষেছিল আব কি, তংপবে কহিল বাবু । আপনি আমাকে স্বপ্নেব কথা যা জিজ্ঞাসা কবিত্তে- ছিলেন তাহা বলিতে আগাব গা কেঁপে উঠছে । ঐযেহুযে জঙ্গল দেখিতেছেন, উহা ভযানক স্থান, উহাব পাশে প্রায় ২০ ক্রোশ অবদি মানুষেব বসবাস নাই এমনকি দিনমানে কেহই ওখানে যাইতে পাবে না । উহার মধ্যে একটি অনেক কালের পুৰোব মন্দিব তাছে । তাহাব ভিতব এক ভযামক ঠাকুর আছেন, তাঁহাব নাম ছিন্নমস্তা, সে মূৰ্ত্তি দেখিবামাত্র গা কাঁপিযা উঠে । স্তনিত পাই পতীব বাত্বিতে এক ভৈববী আসিযা তাঁহাকে পূজা কবেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাগ নাই এবং মাব নিকট মধ্যে মধ্যে নববলিও হইযা থাকে । স্তবেলনাথ ইহা শুনিযা কহিল তাব পব ? তাব পব ? পাইক বলিল তাব পব মহাশয় । আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যেন ঐ ধানে একটি স্ত্রীলোক ত্রিশূল হাতে, গেফযা বসন পবা, এলো চল, ভযানক মূৰ্ত্তি, আমাব নিকটে এসে হাত ধবে টানাটানি কন্তে লাগলো । আমি তাঁর হাত ছাড়াযে পালাবার অনেক চেষ্টা কন্তে লাগলাম । তাই দেখে সেই ভৈববী আমাব চুল মুট কবে ধবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জঙ্গল মধ্যে নিধে গ্যাল । আমি যাতনায এবং ভয়ে চ্যাচাতে লাগলাম । তিনি আমাব এইকপ অবস্থা দেখে বিকট মূৰ্ত্তিতে আমাব দিকে চেযে বগ্নেন, পাষণ্ড জানিস না, শৃগাল হইযা সিংহেব অবমাননা করিস, আমি তোরে এখন যমালযে পাঠাইব, এই বলিয়া তিনি আমাব বুকেব উপর হাঁটু দিযে ত্রিশূল মারিতে উদ্যত হইলেন । আমি তাই দেখে প্রাণভযে চ্যাচাতে লাগলাম এমন শময আমার ঘুম ভাঙ্গিল কিন্তু এখনও আমাব বুক টিপ্ টিপ্ কছে ।

ক্ষেপণী বাহকেরা তাহাব এই কথা শুনে হেঁসে উঠলো । একজন পাইক তাদের উপব বিরক্তভাব প্রকাশ কবিযা কহিল, থাম্ থাম্,

হাঁসিসনে, ও যা বলচে মিথ্যা নয়। ওখানে এক ভয়ানক দেবতা আছেন। তিনি জাগ্রত, তাঁব সঙ্গে ঠাট্টা নয়। সে দিন রাত্রে ঐখানেদে একখানা নৌকা বাইতেছিল। তাব মধ্যে একজন চড়নদার মদ খেখে চোঁচিয়ে বলতে লাগলো, কোথায় তোব ছিন্নমস্তা, কোথায় তোব ভৈববী, আমুক দেখি, আমি তাদের মদেব সঙ্গে চাট কব্বো। এই কথা ব্যামন বলা, অগ্নি নৌকা খানি ভুস ক'রে ডুবে গেলো। সুবেন্দ্রনাথ পাইকের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাজি। এ বলে কি ? সত্য নাকি ? মাজি বাবুর উত্তর দিতে না দিতে সুপ্তোখিত পাইক কহিল হেঁ বাবু, এ সত্য ; শুনতে পাই, সেই নৌকায এক দল ডাকাতি ছিল। তারা সকলেই ডুবে ম'রেছে।

সুবেন্দ্র । তুই কোথায় শুনলি।

পাইক । আজ্ঞা তার পর দিন আমি বাজারে এই গুজব শুনলাম।

সুবেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময় মাজি বলিল বাবু দেখুন জঙ্গলেব ভিতর একটা ভয়ানক আশুগ্ন জলিতেছে। সুবেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া মাজিকে কহিলেন তাই তো, মাজি তুমি এইখানে নৌকা লাগাও। উহা কি, তাহা আমাষ দেখিতে হইবে। মাজি বাবুর এই কথা শুনিয়া ভীত হইল এক কহিল না বাবু এমন কাজ করিবেন না। ইহাতে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা, সুবেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন না না তুমি এখানে নৌকা লাগাও।

সুবেন্দ্রনাথের এই আদেশ শুনিয়া পাইক কাঁপিতে লাগিল। আব ভাবিল যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি তাই বুঝি ঘটিল। আমি তো প্রাণ থাকিতে নৌকা হইতে উঠিব না। ইহাতে আমার চাকরি থাকু আর থাকু। নাবিক, বাবুর হুকুম পাইয়া তীবে নৌকা লাগাইল। সুবেন্দ্রনাথ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তটের উপর অণেক কাল দাঁড়াইয়া ভাবিলেন,

এখন কি করি, কোন্ পথ দিয়া যাইলে সুবিধা হইবে, এই চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতমধ্যে নাবিক আব আর পাইকদিগের নিদ্রা ভঙ্গ কবাইয়া কহিল ওরে তোরা কি করিতেছিস, শীঘ্র উঠ, দেখ বাবুর কি দুর্করুদ্ভি ঘটয়াছে। তিনি এই বাত্রে একা জঙ্গলের ভিতবে যাইতেছেন। পাইকেরা তাডাতাড়ি উঠিয়া, দেখিয়া বলিল, তাইত, বাবু কোথায় যাচ্ছেন। এই বলে তাহা-দেব মধ্যে দুইজন বলবান ও সাহসী, বাবুব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। সুবেন্দ্রনাথের আশ্রয়কার সম্বন্ধে মধ্যে হস্তে একগাছি ষষ্টি ভিন্ন আব কিছুই ছিলনা। পাইকদিগেবও হস্তে দুই গাছি লাঠি মাত্র ভরসা। সুবেন্দ্রনাথ নির্ভয় চিত্তে ক্রমশঃ কূলের উপর উঠিয়া দেখিলেন, অগ্নি জলিতেছে। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা তাহার তেজ অনেক হ্রাস হইয়াছে। তিনি ঐ অগ্নিব প্রতি লক্ষ করিয়া সেই ভয়ানক বন অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সন্মুখ দিয়া এক একটা বন্য জন্তু দৌড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার লক্ষ্যেপ নাই। সুবেন্দ্রনাথ এখন তাঁহার চিত্ত হইতে বসন্তকুমারীর চিত্রখানি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। যদি সেই মায়া মুক্তিখানি তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই এক ষষ্টি সম্বলে এই গভীর নিশিতে গহন কানন মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তিনি এখন বীৰ পুরুষের মত যেন অঙ্গীকার প্রতিপালনে স্থির সঙ্কল্প করিয়া দর্পের সহিত পদ-সঞ্চালন করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন যদি কুমুদিনীর চক্কর জল নিবারণ করিতে না পারি তবে আমার জীবনই বুখা, দৈবে কিনা হয়। মা ছিন্নমস্তা এবং ভৈরবীর মাহাত্ম্য-যেকর্প শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।

এই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ অগ্নির নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন তথায় কেহ নাই, কেবল একখানি কুশাসন বিস্তৃত রহিয়াছে এবং দগ্ধ ঘূতের গন্ধে বন আমোদিত করিতেছে। অগ্নি প্রায় নির্বাপ, কেবল

ভূমিস্থ অঙ্গারের ভিতর হইতে এক একটি শিখা উঠিতেছে এবং সেই আলোকে তথায় মনুষ্যের পৰ্চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিয়া ভাবিলেন এ স্থান কখনই জনশূন্য নহে। যখন হোমের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে তখন অবশ্যই এখানে কোন মহাপুরুষের আশ্রয় থাকিবে তাহাব আশ সন্দেহ নাই। মনে মনে এই স্থির কবিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ ফিবিয়া দেখিলেন অনতিদূরে দুইটি মনুষ্য বৃহৎ বৃষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি দ্রুতপদে তাহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে ? তাহারা কহিল আজ্ঞা আমরা।

সুরেন্দ্র। তোমাদিগের নিবাস কোথা ?

তাহারা কহিল আজ্ঞা আমরা মহাশয়ের ভৃত্য, আপনি একা এই বনে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি। সুরেন্দ্রনাথ তাহাদের কথাষ কিছু ক্রোধের সহিত বলিলেন কে তোমাদের আমার সঙ্গে আসিতে হুকুম দিয়াছে ? যাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। বাবু এইকপ আদেশ শুনিয়া তাহারা ধীরে ধীরে তথা হইতে নৌকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

উভয়ে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এই পবামর্শ কবিল যে, বাবুকে একপ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া উচিত নয়, চল আমরা জঙ্গলের এক স্থানে থাকিয়া লুকাইয়া দেখি, বাবু কি করেন এবং কোথায় যান। যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় সেই সময় উদ্ধার করিবাব চেষ্টা করিব। আমরা চাকর, বাবুর নিমক খাইয়া থাকি, বিপদে মুনীরেব ঘণাসাধ্য উপকার করা উচিত। বাবু যেন এখন পাগলের মত বলিলেন তোরা এখান হইতে চলিয়া যা, আমার সঙ্গে আসিতে হইবে না, কিন্তু আমাদের তো ভাবা উচিত যে বাবুকে এ অবস্থায় কি কবে ফেলে যাই। তাহারা এই যুক্তি স্থির করিয়া নিকটস্থ এক জঙ্গলে প্রবেশ



করত বাবু প্রাণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুবেন্দ্রনাথ দেখিলেন পাই-  
কেবা অদৃশ্য হইয়াছে। এখন এই পদ-চিহ্ন-জাত-পথ অবলম্বন কবিয়া  
আশ্রমের পথ অনুসন্ধান করি। মনে মনে এইরূপ স্থির কবিয়া  
পকেট হইতে একখানি ক্রমাল বাহিব কবিলেন, এবং একটি পাত্রে  
হোমাবিশিষ্ট ঘৃত দেখিয়া তাহাতে ক্রমালখানি সিক্ত করিয়া অগ্নিতে  
প্রজ্জ্বলিত কবিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে এক অক্ষুট বোদনধ্বনি  
তাঁহাব কর্ণে প্রবেশ কবিল। কে যেন কাতর হইয়া বলিতেছে জননি।  
আমাষ ছাড়িয়া দেন। আমি জাহ্নবীর জলে জীবন ত্যাগ করিয়া এই  
হৃঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। মা। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।  
আর কেন আমাষ বাধা দেন। আমার ইহ সংসারের সুখ-চন্দ্রমা একবাবে  
চিব অস্তাচলে গমন করিয়াছে। আমাষ ছাড়িয়াদেন, নচেৎ ঐ অসিতে  
আমার মস্তক-ক্ষেদন করিয়া মা-ছিন্নমস্তাব পূজা করুন। সুবেন্দ্রনাথ  
এই সুদীর্ঘ উক্তি শ্রবণ কবিয়া কাতবাস্তঃকরণে ভাবিতে লাগিলেন, এ  
ব্যক্তি কে? ইহাব কি হইয়াছে? বলিতেছে “আমাষ সুখচন্দ্রমা অস্তা-  
চলে গিয়াছে”, হায। বোধকবি, ইহা আব কিছুই নয়, নিদারুণ শোক।।  
তাহার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বোদন কবিতেছে এবং আপন জীবন  
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে সুবেন্দ্রনাথ  
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় পুনর্বার আব একটি  
সব তাঁহাব কর্ণে প্রবেশ কবিল। তিনি এই স্তম্ভুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া  
আব পদবিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সেই স্থানেই পুতলিবৎ দণ্ডমান  
হইয়া বহিলেন। আবাব শুনিলেন, কে যেন বলিতেছেন, বৎস। কাতর  
হইও না। সংসারের গতি চিবকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে।  
অতএব কেন তুমি এই অনিত্য সংসারের মায়াজালে পতিত হইয়া  
অবিশ্রামে রোদন কবিতেছ? সকলেই আপন আপন অদৃষ্টের ফলাফল  
ভোগ করিয়া থাকে, যদি ইহা মান্য কর, তবে রোদনে ফল কি?  
আবও দেখ, যদি চক্রেব জলে দুবদন্ত বিধৌত হইত তাহা হইলে এ

জগতে কেহই অশুখী থাকিত না। তুমি আগন্তু হও, অশুমান দ্বারা যে আশঙ্কা কবিতেছে, “তাহাব ভয় নাই”। আমি অচিবাং তোমাব মনস্কামনা সিদ্ধ কবিব। দেখ বংস। আত্ম হত্যা মহা পাপ, ও কথা আব মুখে আনিও না। উহা মনে কবিলেও পাপেব সন্কার হয়।

যে মনুষ্য এ সংসাবে থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করতঃ কালে না অকালে ঐশ্বর-নিয়মে মানবলীলা সম্বরণ করে, তাহাকে আব ইহ জন্মেব সপ্তিত অবশিষ্ট দুঃখতিব দণ্ড পুনর্জন্মে ভোগ কবিতৈ হয় না। কিন্তু আত্ম হত্যা করিলে ইহ জন্মেব ভোগ, পুনর্জন্মে দ্বিগুণতবরূপে ভোগ কবিতৈ হয়। এই নিমিত্ত আত্ম হত্যা মহা পাপ বলিয়া পব-গণিত হইয়াছে। অতএব বংস! ক্ষান্ত হও। আব ও কথা মুখে আনিও না। সুবেন্দনাথ এই শাস্ত সঙ্গত কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতৈ লাগিলেন, সামান্য ব্যক্তিব রসনা হইতে একপ উপদেশ বাক, নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, যেকপ স্মরণ্য স্বব শুনলাম, তাহাতে ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। বোধকবি কোন দেবতা এই তপোবনে অবস্থিত কবিয়া থাকেন। এক্ষণে কিরূপে তাঁহাব শ্রীচরণ দর্শন কবি, ইহা চিন্তা কবিতৈ কবিতৈ সুবেন্দনাথ সেই ঘৃতসিদ্ধ কমাল, প্রজ্জ্বলিত কবিয়া হস্তেধাবণপূর্বক অগ্রসব হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃহৎ পুৰাতন মন্দির, তত্ৰপবি একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, তাহাব অসংখ্য সুবি নাম্বিয়া ভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এবং তাহাদেব মধ্যে দুইটি, মন্দিবেব উভয় পার্শ্বে পতিত হওয়াতে, এক মনোহর শোভা ধাবণ কবিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন মন্দিরকে ক্রোড়ে লইবাব জগুই বৃক্ষ। ঐশ্বর্যত হইয়া হস্ত প্রসাবণ কবিয়াছে। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহব অতীত, চন্দ্রমা পশ্চিমাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সুবেন্দনাথেব কবস্থিত আলোকটি নিরূপ হইল। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া দেখিলেন স্থানটি অন্ধকাবময়, এমন পূর্ণিমাব নিশিতেও স্থানটি অন্ধকাবময়, উজ্জ্বল হইতে কেবল নিশানাথেব একএকটি বশ্মি মধ্যে মধ্যে বট পত্রেব ভিতর হইতে

দেখা যাইতেছে। কিন্তু সে আলোক সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষেব  
মেষাবৃত বজ্রনৌব বিজলীসম বোধ হইতে লাগিল। সূত্রাং সুরেন্দ্র-  
নাথ, পদ সঞ্চালনে অক্ষম হইয়া তথায় দণ্ডায়মান বহিলেন।

সময় পাইয়া বাহুড় এবং পেচকেবা ভীষণ বব কবত তাহাকে  
ভষ দেখাইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতেও, কিঞ্চিৎ ভীত না হইয়া  
যষ্টব উপব ভব দিয়া মন্দিবাভিমুখে অন্ধের মত গমন কবিতে লাগি-  
লেন। কিয়দূর যাইয়া দেখিলেন মন্দিবেবগবাক্ষ দিয়া একটি আলোক  
বাহিব হইতেছে। ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মন স্থির হইল এবং  
তাহাব সঙ্গে সঙ্গে একটি আশাবও সঞ্চাব হইল। ভাবিলেন যখন  
ভিতবে আলো জ্বলিতেছে, তখন অবশ্যই ইহাব মধ্যে মনুষ্য আছে।  
এই ভাবিয়া তিনি মন্দিবেব উপব উঠিবাব চেষ্টাব পথ অনুসন্ধান কবিতে  
লাগিলেন। সম্মুখে সোপান দৃষ্ট হওয়াতে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চাবে তাহাব  
উপব উঠিয়া মন্দিবেব দ্বাব অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। দেখিলেন  
মনুষ্য পরিমাণ উর্দ্ধেব উপব দুইটি গবাক্ষ, তাহার মধ্যে একটি উদ্ঘা-  
টিত ও অপবটি আবৃত বহিয়াছে। তাহাব মধ্যস্থলে প্রস্তব নির্মিত  
এক ক্ষুদ্র দ্বাব তাহাও কদ্ব বহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ দ্বাবে এক  
কবাঘাত কবিলেন কিন্তু কাহাবো সাড়া শব্দ পাইলেন না। ভাবিলেন  
তবে কোথার সেই স্তম্ভব কর্ণধ্বনি হইতেছিল। এমত সময়ে  
শুনিলেন, কে যেন তাহাব মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিয়া কহিল,  
জননি। আপনি যাহু বলিতেছেন, তাহা সকলি সত্য, কিন্তু আমাব  
মন ত প্রবোধ মানিতেছে না। ইহাব পব, লাবাব সেই স্তম্ভব কর্ণে কে  
যেন বলিল, বৎস। স্থিব হও, কাল্পনিক শোকানল উদ্দীপন কবিয়া  
মনকে এত কষ্ট দিতেছ কেন? দেখ। দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ বাক্য প্রদান  
দ্বাবা শোকার্ন্ত ব্যক্তিদিগকে সন্তোষেব পথ প্রদর্শন করা যায় সত্য, কিন্তু  
আপনাব চিন্তকে আপনি স্থিব কবিতে না পাবিলে শান্তিলাভ হয় না।  
বিপদে ধৈর্য্য এবং শোকে বিষ্মৃতি, এই সকল জ্ঞানি ব্যক্তিবই কার্য্য।

তুমি অজ্ঞ নও, তবে কেন বিস্মৃতির আশ্রয় অবলম্বন না কবিয়া বালকেব মত বোদন কবিতেছ ? আমি বলিতেছি তোমার কোন চিন্তা নাই। গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ একপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আবার কালক্রমে তাহার শাস্তি হইয়া সকল দুঃখ দূৰ হইবে। কালের বিচিত্র গতি। অদ্য যাহাকে হাসিতে দেখিতেছ, কল্য হস ত তাহাকে কাদিতে দেখিবে। অতএব আমাৰ যখন কালের বশবর্তী, তখন কোন কার্যে উতল হইতে নাই। কালই বিপদগ্রস্ত কবিয়াছে। আবার কালই তাহা হইতে উদ্ধার কবিবে। এফণে বৈৰ্য্যেব আশ্রয় গ্রহণ কৰ। বৃথা বোদন কবিয়া মনকে কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই। স্ববেন্দ্রনাথ একাগ্রচিত্তে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল উপদেশবাচ্য শ্রবণ কবিয়া পুনর্দ্বার দ্বাবে কবাঘাত কবাতে দ্বাব মুক্ত হইল। তদুদ্য হইতে এক মহা তেজস্বিনী ভৈরবী মূৰ্ত্তি বাহিব হইয়া দ্বাববন্ধ কবত মন্দির হইতে অবতরণপূৰ্ব্বক কিয়দূরে যাইয়া দণ্ডায়মান বহিলেন। স্ববেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া তাহার নিকট যাইয়া প্রণামকবতঃ কবপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ভৈরবী তদর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, কেও সুরেন্দ্রনাথ ! বৎস ! এ নিশিতে একাকী এখানে কেন আসিয়াছ ?

সুরেন্দ্র। মাতঃ। আপনাব অবিদিত কিছুই নাই, আপনি যোগ বলে সকলি ত জানিতে পাবিয়াছেন ?

ভৈরবী ইহা শুনিয়া একটি দীৰ্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ পূৰ্ব্বক কহিলেন বৎস। তুমি আর এখানে তিলার্দ অবস্থিতি কবিও না। শীঘ্র প্রস্থান কব। পক্ষান্তে আসিয়া আমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিও। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

## গুপ্ত কথা ।

পাঠক মহাশয় । আমাকে ক্রমা ককন, আপনিএই পাগলের কথা শুনিয়া, সুবেন্দ্র নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিত্তে আসিয়া, যৎপবোনাস্তি কষ্ট পাইলেন । মাধবীৰ গানটী বড় মিষ্টি লাগিয়াছিল । আব একটি গান শুনিবাব আশায় বসিয়াছিলেন । কিন্তু আমিই আপনাকে সেই আশা হইতে বঞ্চিত কবিয়া এই নিবিড় জঙ্গলে লইয়া আসিয়াছি । চলুন আব এখানে থাকিবাব প্রয়োজন নাই । সুবেন্দ্রনাথ নিজের কার্য সাধনের জন্য অপেক্ষা কবিত্তেছেন, আমরা আব এখানে থাকিয়া কি কবির চলুন গৃহে প্রত্যাগমন কবি । আপনাকে আমি যেখন হইতে আনিয়াছি সেইখানে রাখিয়া আসি । যদি মাধবীৰ আব একটি গান শুনিতে ইচ্ছা হয় তাহাবও চেষ্টা কবিয়া দেখিব । ঐ দেখুন নিশানাথ মলিন হইয়া আসিতেছেন । বোধ হয় আব বাত্ৰি অধিক নাই । চন্দ্রকে পশ্চিমাচলে গমন কবিত্তে দেখিয়া কমলিনী মৃদু মন্দ সমীপে হেলিতে হসিতে কমুদিনীৰ গাত্রে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িত্তেছেন । স্বাকব উজ্জ্বল হইতে এই সকল ব্যাপাব দেখিয়া পদ্মিনীকে দাদাব ভয়ে কিছুই বলিতে পারিত্তেছেন না । স্তবায় প্রিয়ার লাঞ্ছনা দেখিয়া মনের হুংখে তাঁহাব মৃথ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া যাইতেছে । বিহঙ্গেরা কমলিনীৰ এইরূপ ব্যবহাব দেখিয়া ছি । ছি । কবিয়া উঠিল । কিন্তু কমলিনী ভাবিলেন, বাত্ৰি নাই, প্রভাত হইয়াছে, তাই বিহঙ্গেরা আমাব নিকট বধুব আগমন বার্তা প্রচাব কবিত্তেছে । ঔদিকে সুখতাৰা পদ্মিনীৰ মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে লাগিল । আব ভাবিল ছুঁ ডী কি বেহায়া, বিহঙ্গেরা উহাব আচরণ দেখিয়া ছি, ছি, কবিয়া উঠিল, আব ও কিনা ভাবিল আমাব বধুব আগমন বার্তা প্রচাব কবিত্তেছে । ছি । এত বেহায়া ॥ ঠা হবে না কেন, দিনমানে যে পতি লইয়া বিহাব করিতে পাবে তাব আবাব লজ্জা কি ? আহা । দেখ দেখি, কমুদিনী কি লজ্জানীলা । এত মনঃকষ্ট পাইয়াও

আপন কাষদাটুকু ভোলে নাই । পতির জ্যেষ্ঠব আগমন দেখিয়া লজ্জায় ঘোমটা টে ন বুখণী অবনত কবিতোছে ।

পাঠক মহাশয় । চলুন আব এখানে থাকা হইবে না । এখনি একটা বিবাদ উপস্থিত হইবে । ঐ দেখুন সম্মুখের অটালিকায দ্বিতল গৃহেব বাতায়নপথে একাকিনী কে বসিয়া রহিয়াছে । ও কে । মাধবী । না, সে তো কখন ভোবে ওঠে না ! তাব এই ভোবেব নিদ্রা টুকু বড় সুখ জনক , সে এসময় প্রাণান্তে ওঠে না । এমন কি একদিন ভোবে বসন্তকুমারী এবং তাঁহার ননদিনী গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গান্নানে ঘাই-বাব নিমিত্ত মাধবীকে কত ডাকাডাকি কবিলেন, “বলিলেন মাধবী ওঠ,” চল, গ্রহণের দিনে গঙ্গান্নান কোবে আসি । মাধবী তাঁহাদের বেসি পীড়া-পীড়ি দেখে বলিল, গঙ্গা আমাব মাথায় থাক্ । আমাব তাই । শরীণ কেমন কোচ্ছে । আমি যেতে পাব্বে না । মাধবীব এই ছল, বসন্ত কুমারী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তাই বল্ না আমি যাব না, ভোব বেলায় মিছে কথা কোচ্চিস কেন ? তুই ঘুনো, খুব আবেস কোবে বেলা পর্যন্ত ঘুনো, আমরা চোলাম্, এই বোলে তাঁবা চোলে গেলেন । মাধবীব সেই মধুব ঘুম টুকুও তাঁদেব সঙ্গে সঙ্গে চ’লে গেল । সুতরাং সে আর শয্যায থাকিতে না পারিয়া সেই একদিন ভোবে উঠিয়া বাতায়নপথে বসিয়া ছিল । এতদিন সে আব কখন ভোবে উঠে নাই । তবে এ কে বসিয়া বহিষাছে ? বসন্তকুমারী । হ্যাঁ !! তাই ত বটে ? সুবেন্দনাথেব বিচ্ছেদে বসন্তকুমারীব নিদ্রা নাই । সুতবাং একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন, আজ আমাব এ কি হলো ॥ সমস্ত বাত্ৰিটা ব’সে ব’সে কাটালাম । পোড়া চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্রও নাই । এত চেষ্টা ক’বে দেখলাম, কিছুতেই নিদ্রা হোলোনা । অন্য দিন এক ঘূমেই বাত্ৰি প্রভাত হয় । আজকেব রাত্ৰ প্রভাত হোতে চায় না । পোন্ডা পাখীগুলোবও আজ কি হ’য়েছে । তাবাও সমস্ত বাত্ৰি ডেকে মোচ্ছে । আব মাধবীব কি ঘুম । সেই পোড়েছে এখনও সাড়া শব্দ নাই । ওকে কোথায় যবে ডেকে নিয়ে এলুম, বলি আমাব

কাছে শোবে আব দুই চাবিটা গল্প ক'বে। তা ও আমায় খুব গল্প শোনালে ! দাঁড়া তো, ওব গায়ে জল ঢেলে দিই। এই ভাবিয়া বসন্ত-কুমারী তথা হইতে উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, ওব ভোরের ঘুমটুকু ভাঙ্গালে বড় রাগ কবে। যদি গায়ে জল দিই, তাহলেই প্রমাদ ঘটবে। না, তবে জল দিবে কাজ নাই। শুদ্ধই ডেকে দেখি। বসন্ত-কুমারী মনে মনে এই স্থির কবিয়া মাধবীকে ডাকিলেন। মাধবি ! মাধবি ! মাধবী উত্তর দিল না। পুনর্বার ডাকিলেন মাধবি। মাধবী চম্ভু হৃদিত কবিয়া বলিল ক্যানীলা, বসন্তকুমারী ভাবিলেন এখন কি বলি, যদি বলি উঠ তাহলে ও কিছুতেই উঠবে না। দাঁড়াও আব একটা মজা করি। এই ভাবিয়া ফেব ডাকিলেন মাধবি ! মাধবী কিছু বিবক্ত হইয়া বলিল কি— লা ?

বসন্ত । তোব কাছে ও মিন্‌সে শুয়ে কে ?

মাধবী এই কথা শুনিবামাত্র, মার্গো। কোথা গো বলিতে বলিতে ধচ্‌মড ক'বে শয্যা হইতে উঠিয়া বসন্তকুমারীকে জড়ায়ে ধবিল। বসন্তকুমারী তাহাব বকম দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন মাধবি। ভয় নাই, ভয় নাই, আমাব বলবার ভুল হ'য়েচে। ওটা মানুষ নব, একটা বেবাল, মাধবী ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারীকে বলিল তাই বল, তোব কথা শুনে আমার প্রাণটা বেবিষেগিয়েছিল। না দেখে, না শুনে, একটা যা না হয তাই বয়েই হ'লো। দেখ্‌দেখি, এখন পর্য্যন্ত আমাব বুকের ভিতর ঢিপ্‌ঢিপ কোচ্ছে। দুর্গা। দুর্গা। কোথায় বাম বাজা হবে, না বনে গমন। মাধবী এই বলিয়া পুনর্বার শয্যা ধাইয়া শয়ন কবিল। বসন্তকুমারী তাহাব এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন ওব মানে কি মাধবী ?

মাধবী। মানে আব কি, মুখেব গ্রাস কেড়ে নিলি।

বসন্ত। বাম ! বাম ! ভোরবেলায় তোব এত পেটের জ্বালা ধ'রেছে ?

মাধবী । শুহু পেটেব নয় ।

বসন্ত । আবার কিসেব ?

মাধবী । গায়েব ।

বসন্ত । তবে একঘটী জল দেবো নাকি ?

মাধবী । জল নিষে কি কোববো ?

বসন্ত । গায়ে ঢেলে ছালা নিবারণ কববি ।

মাধবী । ঢাল তে দিলি কৈ ।

বসন্ত । কেন ঢালবাব কি সময় হয়নি ?

মাধবী । নে ভাই । তোব তাম'সা আমার এখন ভাল লাগে না ।

আমাব যে স্বপ্নটী ভাবিয়েচিদ্ ।

বসন্ত । কি স্বপ্ন ? বলনা ভাই ।

মাধবী । সে এখনকার কথা নয়, এক সময় বলবো ।

বসন্ত । ভাল স্বপ্ন তো ?

মাধবী । ভাল, খুব ভাল ।

ঠাহাদিগেব এই সকল কথোপকথন হইতেছে এমন সময় বাটীৰ একটি পোষা কোকিল ডাকিবা উঠিল । মাধবী তাহা শুনিয়া বসন্ত-কুমারীকে কহিল, ঐ শোন বাবুব সখের পাখী ডাকিল । আর বাত্নি নাই, প্রভাত হইয়াছে । এই বলিয়া তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল । মাধবী বসন্তকুমারীর মুখেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া বলিল বৌ । তোব কি হয়েছে ? চোক মুখ যে একেবারে শুক্বে গেচে ? বসন্তকুমারী তাহাব কঁথাব উত্তর না দিয়া বলিলেন, মাধবি । দেখ্ দেখ্‌কি, ঠাফুবুঝি উঠেছে কি না । যদি না উঠে থাকে তবে, তাকে তুলে নেমু আর বুড়ীকে আমার নিকট নিয়ে আয় । মাধবী হুই চাৰি পা ষাইতে না ষাইতে দেখিল, বুড়ী ও নেমু ঠাহাদিগেব পিসী-মা-র সঙ্গে আসিতেছে । নেমু চক্ষু বগ্‌ডাতে বগ্‌ডাতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল মা ! আমার সেই পুতুলটী দাও ।



বুড়ী মাতাকে দেখিয়া অক্ষুণ্ণ স্ববে বলিল মা । নুহু-দা-ঐ ঐ . বসন্ত-  
কুমারী তাহাব মধুমাখা কথা শুনিয়া, মুখ চুম্বন কবিয়া ক্রোড়ে কবি-  
লেন । এবং তাহাদিগকে গৃহেব ভিতব লইয়া গিয়া পুত্রের হস্তে  
খাবাব দিলেন । আব বুড়ীর মুখে একটু সন্দেশ ভাসিয়া প্রদান করি-  
লেন । বুড়ী থু থু কবিয়া ফেলিয়া দিল । ইহা দেখিয়া বসন্তকুমারী  
তথায় উপবেশন কবিয়া বুড়ীকে স্তন পান কবাইতে লাগিলেন । ক্ষণেক  
পরে নেন্নব পিসীমা তথায় আসিয়া বলিলেন, নেন্নু তোমাবতো খাওয়া  
হযেচে ? তবে এখন কাপড় পোবে, ঠৈখানি নিষে, মাষ্টাবের নিকট  
পড়িতে যাও ।

নেন্নু ইহা শুনিয়া বিবসবদনে মাতাব মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত  
কবিল । ভাবিল, মা যদি তাহাকে দয়া কবিয়া থাকিতে বলেন । কিন্তু  
নেন্নুব সে আশাও বিফল হইল । মাতাও তাহাকে বলিলেন যাও বাবা ।  
যাও, একবার পোডে এসে খেলা ক'বো । স্নতবাং নেন্নু মুখটি চুন  
কবিয়া, তথায় দাঁড়াইয়া বহিল । ইহা দেখিয়া পিসীমা তাহাব হস্তে  
একখানি ছবি দিয়া বলিলেন, এই ছবিখানি নিষে যাও বাবা ! নেন্নু  
অগত্যা তাহাতেই সীকৃত হইল এবং ছবিখানি পাইয়া নৃত্য করিতে  
করিতে বাটীর বুড়ো ঝিৰ সঙ্গে বহিব'টিতে মাষ্টাবের নিকট পড়িতে  
গেল ।

বসন্তকুমারী পুত্রকে মাষ্টাবের নিকট পাঠাইয়া মনে মনে ভাবিতে  
লাগিলেন, নেন্নু আব বুড়ী ঠাকুরঝিৰ কি নেওটো হযেছে ॥ সমস্ত  
দিন বাস্তব মধ্যে একদণ্ডও তাহাব কাচু ছাড়া হয় না । ঠাকুরঝিও  
খুব্ ছেলে ভুলিষে রাখতে পারে । বুড়ীর কি অভ্যাস হোযেচে, সমস্ত  
বাত্রি বাছা আমার মুখটি বুজিয়া থাকে । বসন্তকুমারী তথায় উপবেশন  
করিয়া এই সকল ভাবিতেছেন । ক্রোড়স্থ কন্যাটি মাব স্তনপান  
করিতে কবিতে, গৃহ মধ্যস্থ ছবিগুলিৰ প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত  
করিতেছে । পরে উদর পরিপূর্ণ হইলে, মাতাব মুখের প্রতি হাস্য

বদনে দৃষ্টিপাত কবিতা অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলিল মা । ও—বা—ও—বা । বসন্তকুমারী দেখিলেন, সে সুব্রহ্মনাথের আলেখ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিতাই ঐ কথা বলিতেছে । ইহা শুনিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মা । ও কে ? বুড়ী আবার বলিল উ—বা—বা , বসন্তকুমারী বলিলেন, না, ও জুজু । বুড়ী, মার কথা শুনিয়া পুনর্বার বলিল ও জু—জু ।

বসন্ত । ইয়া ও জুজু ।

বসন্তকুমারী কন্যাকে লইয়া গৃহমধ্যে 'এইরূপ বহস্য কবিতা'র, এমন সময় মাধবী আসিয়া বলিল, বসন্ত । তুই বুড়ীকে আমার কাছে দিয়া শুন কবিতা যা । বেলা হইতেছে । বুড়ী মাধবীকে দেখিয়া তাহার ক্রোড়ে ঘাইবার নিমিত্ত হস্ত প্রসাবণ করিল । মাধবী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিল । বুড়ী পুনর্বার আলেখ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিতা বলিল, মা ও—জু—জু , মাধবী বুঝিতে পারিল, বুড়ী সুব্রহ্মনাথের চিত্র দেখিয়া ঐ কথা বলিতেছে । এবং বুঝিল বসন্তই তাহাকে ইহা শিখাইয়া দিয়াছে ।

সে তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্রোড়স্থ কন্যাকে বলিল না মা । ও জুজু নয়, ও বাবা , বসন্তকুমারী ইহা শুনিয়া একটু মুচকে হাসিল । তখন মাধবী বসন্তকুমারীকে বলিল, বুড়ীকে যবে ব'সে ব'সে বুঝি বাবুর ছবি খানিকে জুজু বলে দেখান হইছিল ? বাহোবা । বসকে । তাই বলনা কেন যে, ও, আমার জুজু , ওকে ওকথা শোকাচ্চিস কেন ? মাধবী এই কথা শুনিয়া বসন্তকুমারী হাসিয়া উঠিলেন । মাতাকে হাসিতে দেখিয়া সেই সঙ্গে বুড়ীও একটী ক্ষুদ্র হাস্যের লহরী তুলিল । মাধবী ইহা দেখিয়া ক্রোড়স্থ কন্যাটিকে বলিল তাইত বুড়ু, মা তোব ক্ষেপেচে । চল আমরা এখান থেকে যাই । তোব মা ঐ খানে ব'সে ব'সে জুজু দেখুগ, এই কথা বলিয়া মাধবী কন্যাকে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিল ।

ফুণেক পরে, বসন্তকুমারী স্নানাদি সমাপন করিলেন। পবে একখানি শাস্তিপুবে দ্বীতি পবিধান করিয়া, আল্লাযিতকেশে গজেন্দ্রগমনে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মন অতিশয় চঞ্চল সুবেন্দ্রনাথ বাটীতে নাই। সেই জন্য তাঁহাব মন অতিশয় চঞ্চল, তাহাতে আবাব সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়াতে সেই কুবঙ্গনেত্র নিদ্রাষ ঢুলু ঢুলু কবিতেকে। সম্মুখে বৌচের উপব একখানি পুস্তক পতিত বহিয়াছে, দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এবং তত্পবি উপবেশন কবিয়া পুস্তকখানি পাঠ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু সুবেন্দ্র নাথের চিন্তাষ তাঁহাব মন ব্যাকুল থাকায় অধিকক্ষণ পাঠ কবিতে পাবিলেন না। স্তববাং সেই নিবিড কক্ষবর্ণ চুলের গুচ্ছ গুলি কৌচের পার্শ্বে বিস্তৃত কবিয়া তত্পবি শয়ন করিলেন। এবং কবস্থিত পুস্তকমধ্যে একটি অঙ্গুলি সংস্থাপিত কবিয়া একদৃষ্টে সুবেন্দ্রনাথের সেই আলোপ্যব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য। প্রিয়জনের অদর্শনে পলকে প্রলয় বোধ হয়। কল্যা প্রাণনাথ সুবর্ণগ্রামে গিয়াছেন। কিন্তু আমাব যেন কত দিন বোধ হইতেছে। মাধবী যা-বলে তা মিথ্যা নয়। ও দেখুচি, না প'ড়ে পণ্ডিত, আগে মনে মনে কবিতাম মাধবী মনে দুঃখে কত হাউ চাউ ক'বে বকে। কিন্তু এখন তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, মাধবী কথ্য সত্য, আহা। মাধবী ক কষ্ট। ওব কথা মনে হলে প্রাণটা যেন কেটে যায়। ও তো আব বুড়ো মাগীনয়, আমাতে ওতে এক বয়সী; যে বংসব আমাব বিবাহ হয়, সেই বংসব মাধবীরও বিবাহ হইয়াছিল। আহা মাধবী, ওব বাপ মাব কত আদবেব মেয়ে ছিল। ভগবান্ পোড়া ঐপাল পোড়ালেন। তাব আর কি হবে। বিয়ে হোলো। সে গেল। তাব পব দুই তিন মাসেব মধ্যে বাপ গেল। মা গেল। এখন অনাথিনী, পথেব ভিখাবিণী বলিলেও হয়। যে স্ত্রীলোকেব সান্নী নাই, তাব আব এ জগতে কিছুই নাই। আহা। বাবাব সঙ্গে, মাধবীর বাবাব হরিহব আত্মা ছিল। বাবা

মাধবীকে ছেলে বেলা কত ভালবাসতেন। ছেলে বেলায় কেন, এখনও কত ভালবাসেন। মাধবী সেই সৰ্ব্বনাশের পূর্ব, তিনি একে বাটীতে আনিয়া কন্যার মত বেধেছিলেন। তাব পূর্ব আমার নিকটে আনিয়া রাখিলেন। মাধবী সেই অবধি এখানে আছে। আমি ওকে যথার্থ কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত ভালবাসি। উঃ! ওর কি অদৃষ্ট! ওর কথা মনে হলে চোক ফেটে জল আসে। সে বাব বাপের বাড়ী গিয়ে মার কাছে বা শুনলান, তা কি আশ্চর্য। মা আমার মাধবীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, এমন সময় বাবা এসে মাকে জিজ্ঞাসা কোলেন, তোমাদের কিশোরী কথায় হচ্চে? মা বলেন মাধবীর খবর নিক্তি। সে কেমন আছে। বাবা ইহা শুনে মাকে চোক টিপে যেন কি ইঙ্গিত কোলেন। আমি তা দেখিতে পাইলাম। পূর্বে বাবা সেখান থেকে গেলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা কোলাম, মা। মা। বাবা তোমায় চোক টিপে কি ইঙ্গিত কোলেন? মা বলেন তোব সে কথা শুনে কাজ নেই। আমি ভাবলাম তবে বুঝি মাধবীর এখানে কোন দোষ ঘটেছিল। তাই বাবা আমাকে সেই কথা বোলতে নিষেধ ক'বে গেলেন।

আমি তাই ভেবে মাকে বোললাম, আচ্ছা মা, তুমি আমার বোলেনা, কিন্তু আমি সব বুঝেছি। এবাব বলবামপুরে গিয়ে মাধবীকে দূর কবে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো। মা আমার এই কথা শুনে বোলেন ছি। মা। এমন কথা মুখে এনো-না। মাধবী বড় ভাল মেয়ে, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, তবু আমার মাধবীতে কলঙ্ক নাই। ইহা শুনে আমি মাকে পুনর্বার বোললাম, তবে বাবা তোমায় কি ইঙ্গিত কবে গ্যালেন তা বল। মা বোলেন বাছা সেটি বড় গুপ্তকথা, যদি তুমি মাধবীর নিকট প্রকাশ না কব, তাহা হইলে আমি তোমায় সব বলি। আমি মার এই কথা শুনে বোললাম, মা। তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিকি কোচ্চি, আমি এ কথা কাহাকেও বোলবো না। মা বলেন, দেখো বাছা। একথা প্রকাশ হলে আর কিছুই হবে না। তবে যদি মাধবী শোনে, তা

হ'লে সে উন্মাদিনী হ'য়ে পথে পথে বৌদে ব্যাডাবে। এই কথা শুনে আমার গা কঁপে উঠলো। তার পর মাকে বিনয় কোবে বললাম, মা! তোমার পাশে পড়ি, মাধবীকে গুপ্তকথা আমায় খুলে বল, তাতে তোমার কোন চিন্তা নাই। মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্র্যাপ কবিশ্য বলিলেন, দেখে বাছা। মাধবীর পিতা বোগাক্রান্ত হইয়া, একদিন কর্তাকে ডেকে পাঠান। তিনি মাকে গভীর ভাবে নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ করেন। মাধবীর পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিলেন দেখে মুখজ্যে সখ্য। আমি এ যাত্রা বক্ষা পাইব না। তোমার মাধবীর আর কেহ নাই। অতএব তাহাকে আমি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। এই বলিয়া তিনি অবিব্রাহে বোদন করিতে লাগিলেন। কর্তা তাহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন আপনার ভয় কি, পীড়া হইয়াছে আবোগা হইবেন। তাহার জন্য চিন্তা নাই। তিনি কহিলেন না ভাই। আমার আর একদণ্ডও বাচিতে ইচ্ছা নাই। এক্ষণে মৃত্যু হইলে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। দেখুন, এই অল্প দিনের মধ্যে আমার যে সর্পিনাশ হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। মাধবীর গর্ভ-ধাবিণী গত হইয়াছে। তাহাতে আমার তত দুঃখ হয় নাই। কিন্তু জামাতাটি নষ্ট হওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। মাধবী যদিও বালিকা, কিন্তু তাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে এবং এই নিদাকরণ শোকে তাহাকেও অবিভূত কবিশ্যছে। আমি সেই নিমিত্ত তাহার মুখেবদিকে দৃষ্টপাত্ত করিতে পারি না। যদি কখন মাধবীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, সে আমার মুখের দিকে না চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া কথার উত্তর দেয় এবং আমি বাটী হইতে স্থানান্তর গমন করিলে সে গৃহমধ্যে একাকিনী বসিয়া বোদন করে। আমার আমাকে বাটীতে আসিতে দেখিলে তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি সাংসারিক কার্যে ব্যস্ত হয়। হা-ভগবন! তোমার মনে কি এই ছিল। ইহা বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কর্তা তাহাকে পুনর্ব্বার বোদন করিতে দেখিয়া

বলিলেন, আপনি ক্ষান্ত হউন। অসুস্থ শরীরে আর বোদন করিবেন না। যাহা হইবাব তাহা হইয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া মাধবীৰ পিতা চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন, মুখ্যজ্যে মহাশয়। আপনি আমার পবন বন্ধু এবং আমি আপনার অনেক ভবসা কবিয়া থাকি। সেই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি কোন কথা গোপন কবি না। আমি জামাতা-সংক্রান্ত একটি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিন্তু ইহা কাহাবও নিকট প্রকাশ কবিবেন না। জামাতাটি বিমাতার কুহকে নষ্ট হইয়াছে। শুনিলাম বৈবাহিক মহাশয় কোন কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন কবিয়াছিলেন। সেই অবসবে একদিন সন্ধ্যাব পব নবকুমারেব বিমাতা গৃহে বসিয়া বোদন করিতে-ছিলেন। এমন সময় জামাতাটি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, মা। তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি কাতর হইয়া বলিলেন বান। দুঃখেব কথা আর কি বলিব, বৈকালে চন্দ্রহাটী হইতে একজন লোক আসিয়াছিল। সে বলিল আজ চারি দিন হইল বোঁ মা সর্পাঘাতে মাঝা পড়িয়াছে। জামাতা এই কথা শুনিয়া মনের দুঃখে দুই দিন বাটী আসে নাই। ইতঃ-মধ্যে বৈবাহিক মহাশয় বাটী আসিলে ব্যান্ তাঁহাকে বলিলেন, চন্দ্র-হাটী হইতে একজন লোক আসিয়াছিল, সে বলিয়া গেল, আজ পাঁচ দিন হইল বোঁমা সর্পাঘাতে মাঝা পড়িয়াছেন। নবকুমার তাহা শুনে আগাব বাক্স থেকে টাকা চুরি ক'বে আজ দুই দিন যে কোথায় গেছে, তাহাব আর দেখা নাই। বৈবাহিক মহাশয় পুত্রবধূ মারা পড়িয়াছে শুনিয়া দুঃখ করা দূরে থাক, নবকুমার বাক্স ভেঙ্গে টাকা লইয়া পলাইয়াছে, এই কথাষ ক্রোধাক্ত হইয়া বাহিরের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন, নবকুমার বাটীব ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। তখন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড; তিনি তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীব ভিতর আসিলেন এবং নবকুমারকে দেখে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া ইঠাৎ ক্রোধে তাহার গালে, সজোরে এক চপেটাঘাত করেন। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এই উপস্থিত বিপদ

হইতে মুক্তিলাভ লালসায় তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে মৃত পুত্রকে স্বল্পে লইয়া সেই বাত্রেই চুপি চুপি পত্রায় জলে ভাসাইয়া দেন । আমি ইহা শুনিয়া ধাত্রীগ্রামে গিয়াছিলাম । কিন্তু গ্রামস্থ সকল ভদ্রলোকেই বলিল, নব-কুমার মনের দুঃখে আত্ম হত্যা করিয়াছে । তাহার মৃতদেহ পুষ্করিণীতে পাপ্রিয়া গিয়াছিল । কিন্তু তদন্তে বিষ খাওয়া প্রমাণ হইয়াছে । ইহাব মধ্যে বখাৰ্খ ঘটনা কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নবকুমারের আত্ম হত্যার কাৰণ কি ?

বৈবাহিক । আপনার কন্যার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, সে বিষ খাইয়াছিল ।

আমি তখন সকলকে সাক্ষাতে বলিলাম আমার কন্যার-সর্পা-ঘাতে মৃত্যু হয় নাই । সে যে এখনও জীবিতা বহিয়াছে । তবে এ মিথ্যা সংবাদ এখানে আসিয়া কে প্রচার করিল ? এক্ষণে এই হত্যার বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে । সকল ভদ্রলোক আমার এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলেন এবং কহিলেন মহাশয় ! আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । ইহাব মধ্যে কোন নিশ্চয় সন্দেহ আছে । বাটীর ভিতর জিজ্ঞাসা কবাতে বান্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, একজন জীলোক আসিয়া ঐ সংবাদ তাঁহার নিকট দিয়া যায় । আমি তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া বলিলাম, সকলই বিধাতার বিড়ম্বনা । বাহা ঘটবার তাহা ঘটিয়াছে আব এ সকল লইয়া গোলযোগ করিবার আবশ্যক নাই । এই বলিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে বিদায় হইয়া গৃহে আসিলাম । ক্রমশঃ জামাতার মৃত্যুসংবাদ এখানেও প্রকাশ হইল । তার পর অদ্য এক সপ্তাহ হইল আমি ক্রন্দনগবে গিয়াছিলাম । তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালীন পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয় । তাঁহার ভদ্রানক মূর্তি । মস্তকে দীর্ঘ জট, হস্তে ত্রিশূল, পরিধান গেরুয়া বসন,—হঠাৎ তিনি আমার নোপনে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন দেখ বৎস । তোমার কন্যাটি বিধবা হয় নাই । তাহার স্বামী জীবিত আছেন ।

কিছুকাল বিলম্বে তোমার কন্যাব সহিত তাহার পুনর্মিলন হইবে। সাবধান। আমি তোমায এই সংবাদ দিলাম। তুমি অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। যদি কোনরূপে ইহা তোমাব কন্যা শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে উদ্ভাদিনী হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে।

আমি সন্ন্যাসী এই কথা শুনিবামাত্র অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। তাহার পর কে যে আমায বাটী পাঠাইয়া দিল এবং কি অবস্থায় যে আমিলম তাহার কিছুই অবগ হই না। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সমস্ত আমার ভ্রম, কেবল এইবশতঃ আমাব এই তাপিত প্রাণ, ত্রুটিত মূগেব ন্যায় বারিলম্বে মবীচিকায পতিত হই-  
 যাচ্ছে। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিস্তদ্ধ হইলেন এবং ঘন ঘন শ্বাস্যাদন করিতে লাগিলেন। বক্তা এত দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অমন করিতেছেন কেন ? জল খাবেন ? তিনি আব উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একজন চিকিৎসক আনাইলেন। কবিবাজ হাত দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী নাই। বাকুবোধ হইয়াছে। এষাত্র আব বক্ষা পাই-  
 বেন না। এই বলিয়া যেমন তিনি বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। অমনি তাঁহার প্রাণ বাহির হইল। বক্তা ইহা দেখিয়া মাধবীকে কিছু না বলিয়া, সেই বাত্রে তাহাকে আশ্রমের বাটীতে আনিলেন। মাধবী সেই অবধি আমাব নিকটেই ছিল। তাব পর সে সোমোত্ত হ'লে এখানকার লোকেবা তাব শ্বদ দেখে এই সকল কথা পথে ঘাটে বলাবলি কল্পে-  
 লাগলো। আমাব তাহা জানতে পেবে ভাবলাম, পাছে মাধবী সেই শ্রুত কথা কাহারও নিকট শুনতে পায়, তাহা হইলে সর্বনাশ হইবে। এই ভয়ে তাকে তোমাব নিকট পাঠয়ে দিলাম। বাছা। এই কথা কর্তা তোমাব নিকট গোপন করিতে ইচ্ছিত ক'বে গেলেন। এখন আমি তো তোমাব কাছে প্রকাশ করলাম। কিন্তু দেখ মা ! মাধবী যেন ইহা শুনতে না পায়। আমি মা-ব কাছে এই কথা শুনে অবাক হ'য়ে রহিলাম।



বসন্তকুমারী এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সহসা কোচ হইতে উঠিয়া বসিলেন। এমন সময় মাধবী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, বেলা যে দশটা বেজে গেছে। খাওয়া দাওয়া কি কতে হবে না ? সকলে তোরা জন্যে ব'সে আছে। বসন্তকুমারী হঠাৎ মাধবীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন তুই কি শুনিচি ? মাধবী তাহার এই কথা শুনিয়া বলিল বা। এই যে বাতিকেব পূর্ব লক্ষণ হ'য়েচে। বসন্তকুমারী তখন ভাবিলেন উঃ আমার কি বিষম ভ্রম হযেছিল !! এখনও মনে হ'লে যেন মাধবীর কথা গুলি যবে বসে কাহার কাছে গল্প কচ্ছিলাম। বসন্তকুমারীর এই ভ্রম দূর হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে মাধবীকে বলিলেন, তাইত ভাই ! আমি ঘুমের ঘোরে কি বলতে কি বলেছি। চ এখন যাই চল্। নেহু কি পাঠশালে গেছে ? বুড়ী কোথায় ? মাধবী বলিল, বুড়ীকে তাব পিসী-মা দুধ খাইয়ে ঘুমপাঃয়েচে। আর নেহু খেয়েদেখে অনেকক্ষণ পাঠশালে গেছে। বসন্ত কুমারী এই সমাচার লইয়া মাধবীর সঙ্গে গমন করিলেন।

### কৌরকে কীট আশ্রয় ।

বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, মাধবী বসন্তকুমারী এবং তাহার ননদিনীদ্বয় এক কক্ষে পৃথক পৃথক স্থানে উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেছেন। মাধবীর ভোজনে বড় বিলম্ব হয় না। স্নাতবাং অদ্য সে সুকলেব অগ্রে তাহার কবিষা বাস হস্তটি মেজের উপর সম্ভা-গিত কবত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক তথায় উপবেশন কবিষা এক একটি কথার টিপ্সনী কাটিতেছে। মাধবীর কথায় ও তাহার বঙ্গ দেখিয়া সকলেই হাস্য করিতেছেন। আর হাস্য সম্বরণ কবিষা ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই সময় বসন্তকুমারীর একটি কথা মনে পড়িল। প্রথমে ভাবিলেন প্রকাশ করিব না। কিন্তু তাহা এমন মজ্জলসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বসন্তকুমারী বলিলেন ঠাকুর ঝি। মাধবীকে এক বার জিজ্ঞাসা কব, কাল রাত্রে ওব কাছে কে শুয়েছিল। তাহার ননন্দা এই কথা জিজ্ঞাসা কবিতেনা কবিতেনা মাধবী নিজেই বলিল দেখ্ ভাই! ওর যেমন কাণ্ড, কাল সমস্ত রাত্রি তো চক্ষের পাতা বোজেনি, তার পর, ভোর বেলা আমি একটু ঘুমচ্চি, ও আমার ডাকাডাকি কত্তে লাগলো। আমি শুয়ে শুয়ে উত্তর দিলাম। কিন্তু বিছানা থেকে উঠলাম না। এমন সময় ও কিনা ব'লে "মাধবি। তোব কাছে ও এক মিনুসে শুয়ে কে" ৭ এই কথায় ভাই! কে না আঁতকে ওটে। আমি তাই শুনে ভয়ে আঁউ, মাউ, ক'বে উঠলাম। তখন কিনা হাস্তে হাস্তে বল্লে, না বে। ভয় নেই, ভয় নেই, ওটা মানুষ নয়, একটা বেরাল। দেখ দেখি ভাই। ঘুমন্ত মানুষকে কি এমন করে ভয় দেখাতে আছে।

বসন্ত। বটে। মানুষ বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উদ্ভব দেখ ৭ তাই বলনা কেন আমার হডকো বোগ আছে।

মাধবী। আ-ম'বেষাই। কি বুদ্ধি দেখ। এমন তব ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় দেখালে তাকেও হডকো বোগে ধবে।

বসন্ত। ভয় দেখালে ভয় দেখ'বো কেন।

মাধবী। তোব ভাই সাহস আছে, তাই ভয় দেখেও ভয় হয় না।

বসন্ত। তবে আমার সাহসটি তুই নেনা কেন ৭

মাধবী। পরেব সাহস নিতে যে দিন সাহস হবে, সে, দিন নিজের খলায় স্কুব বুলোবো।

বসন্ত। তোব স্কুর বোলাতে যদি এত সাহস হয়ে থাকে, তবে আমার কাছে আস্তে পারিস্ নে, আমি তোর গলা ছেড়ে, মাথার পর্যন্ত বুল'য়ে দিতে পারি।

মাধবী। যদি আমার জন্যে এত কষ্টই কন্তে পার, তবে আর ধোঁচু ধাঁচু টুকু কোথাও বাকি রেখনা। মাধবীর এই কথা শুনিয়া

সকলে হাস্য করিতে করিতে ভোজন গৃহ হইতে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

বসন্তকুমারী আপন কক্ষে গমন কবিয়া একটি মচলন্দর মাতুর উপর উপবেশন কবিয়া তাম্বুল চর্ষণ কবিতে করিতে মনে মনে কত কি চিন্তা কবিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ তাহা প্রবল হওয়াতে মন অস্থির হইয়া উঠিল । সুতরাং তদুপবে শয়ন কবিলেন । এবং বাহর উপবি মস্তক সংস্থাপিত কবতঃ চক্ষু মুদ্রিয়া একমনে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাষ নিমগ্ন হইলেন । ক্ষণকাল এইরূপে থাকিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি কবিতেছি একাকিনী গৃহ মধ্যে থাকিয়া মনকে চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন কবিতেছি । প্রাণবল্লভ বাইবার সময় বলিয়া যাইলেন, দুই দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন কবিব । তাহা ত এখনও অতীত হয় নাই । তবে কেন আমি যথা চিন্তা কবিয়া মনকে কষ্ট দিতেছি । যাক্ ওসব আব ভাববো না । একা থাকিলে মনটা বড় ধারাপ হয় । মাধবী গেল কোথা, সে নিকটে থাকিলেও, কথা বার্তাষ তবু প্রাণটা ভাল থাকে । এই ভাবিয়া বসন্তকুমারী মাধবীকে ডাকিলেন । মাধবি ও মাধবি । মাধবী সেই সময় বসন্তকুমারীর গৃহে আগমন কবিতেছিল । হঠাৎ তাহার কণ্ঠ স্বর শুনিয়া দ্রুতপদে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল কি হুকুম মহারাজ । বসন্তকুমারী তাহার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হেসে বলিলেন বৃন্দাবন থেকে যে শস্য চুরি এসেচে তাকে গাবদে লে যাও ।

মাধবী । জি । বাই শাব্ ।

বসন্ত । মুখে আগুণ । তুই আবার যে ভিত্তি থেকে আরম্ভ করি ।

মাধবী । এবাব বিদ্যাসুন্দরের পালা ধবেচি ।

বসন্ত । তবে আর, আগে ভোব্ গালে, চুপ্ কালী, দিবে, রাখি ।

মাধবী । ভাই তো ! গাচে না উঠতেই এক কাঁদি !! তবে এই ভিত্তি পর্যন্তই থাক্ ।

এই বলিয়া মাধবী বসন্তকুমারীর নিকট উপবেশন করিল। বসন্তকুমারী মাধবীকে নির্জনে পাইয়া কিছু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন। হে ভাই। বেস কথাটি মনে পড়েছে। তুই সেই স্বপ্নের কথাটি বলনা ? মাধবী বলিল পোড়া কপাল আব কি, তুই বুঝি সে কথাটি এখনও ভুলিদ্নি। সে সব মিছে কথা, বসন্তকুমারী ভাবিল তা হবে। মাধবীর ছল বোকা ভাব। হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে ঐ এক ছল কবেছিল। এই ভেবে তিনি পাশ দিদিয়া শয়ন করিলেন। মাধবী সমস্ত দিন কথা বাতায় স্পন্ন বিবরণ বিস্তৃত হইয়া ছল। পুনর্বার বসন্তকুমারী তাহাকে সন্ধ্যা বিবরণ দেওয়াতে মাধবীর সেই হাস্যবদন ত্রমে মলিন হইয়া আসিল। এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করতঃ বসন্তকুমারীর এক শুষ্ক কেশ ঘাইয়া বিনাইতে প্রবৃত্ত হইল। এবং মধ্যে মধ্যে ভাবিতে লাগিল। আজ আমি কি করিলাম। এত দিনের পূর্ব বসন্তকুমারীর নিকট মিথ্যা কথা কহিলাম। বসন্তত আমার পূর্ব নয়, আমার ও মাঝ পেটেব বোনের মত ভাল বাসে। ও আমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী, তবে কেন আমি ওকে স্বপ্নের কথা গোপন কলাম। তবে ? না, তা নয়, লজ্জায় ? না তাও নয়, তবে কেন ? মাধবীর এই প্রশ্নের উত্তর নাই। স্মরণ্য সে ক্ষণেকবাল নিস্তরু হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কারণ কি কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এমন সময় তাহার মন বলিল, লজ্জায়ও নয়, ভয়েও নয়, যে কথা স্মরণ হইলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে সে কি আমার কখন কাহার নিকট ব্যক্ত করা যায়। মাধবীর মন এই কথা বলিয়া নিস্তরু হইলে, তাহার সেই পদ্ম চক্ষু দুটী জলে টল টল করিতে লাগিল। পাছে বসন্ত তাহা দেখিতে পায় এই লজ্জায় মাধবী তাহা অঞ্চল দিয়া নিবারণ করিল। এ দিকে বসন্তকুমারী এতক্ষণ এক ধানী তালবৃক্ষ লইয়া ব্যজন করিতে করিতে কি ভাবিতেছিলেন,

তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু হঠাৎ সেই খানী মাধবীর গাত্রে লাগাতে পাখা খানী ভূমে স্পর্শ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন মাধবী জাহ্নব উপর চিবুক রাখিয়া মুখ অবনত কবতঃ এক মনে কি ভাবিতেছে। বসন্তকুমারী অনিমিষলোচনে দেখিলেন মাধবীর সেই শাস্ত্র মুখ ধানি গন্তীবভাব ধারণ কবিয়াছে। চক্ষের পল্লব পড়িতেছে না। ইহা দেখিয়া বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা কবিলেন, মাধবি। তোব কি হুয়েচে? অমন ক'বে ব'সে আছিস কেন? মাধবীর অমনি সংজ্ঞা হইল। এবং মনের ভাব গোপন কবিয়া বলিল কৈ? আমার ত কিছুই হয়নি।

বসন্ত। তবে অমন ক'বে ব'সে ভাবচিস কি?

মাধবী। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল।

বসন্ত। ভাব পব।

মাধবী। তাব পব দক্ষিণাব।

মাধবীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে এমন সময় বাটীর প্রাঙ্গনে একটি কণ্ঠস্বব শুনা যাইল। কে এক জন গাহিতেছে।

## গীত।

ভাসিল তরণী অকূল পাথারে, নাহিক কাণ্ডারী তায়।

দেখিয়া তরঙ্গ, মনেতে আতঙ্গ, ভাবিয়া পরাণ যায় ॥

আয়লো স্বজনী, ধরিয়া তরণী, আনিয়া কূলের ধারে।

ধরিয়া তাহারে, রাখিবে কিনাবে, ভাসিতে দিবনা তাবে ॥

বলিব বুঝায়ে, কি ছার ভাসিয়ে, থাকিতে আশার আশে।

আসিয়ে কাণ্ডারী, ভাসাবে এ তরী, হৃদয়-বারিধি পাশে ॥

বসন্তকুমারী এই গানটি শুনে মাধবীকে কহিল, কে ভাই। এমন সময়ে বাটীর ভিতর এসে গান গাচ্ছে?

মাধবী । তাইত, গানটির তাই । কেমন ভাব দক্চ ।

এই বলিয়া বসন্তকুমারী এবং মাধবী তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় ঘাইয়া উকি মেবে দেখিলেন, একটি অপবিচিত্র স্ত্রীলোক, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩০।৩২ বৎসর, দেখিতে গৌর বর্ণ, স্বর্ষাকৃতি, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, মাসিকা ধারাল, গালে একটি কাল আঁচিল, কক্ষকেশ, সীতেশ্বর সিন্দূর, একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধানা, হস্তে এবং গলায় কতকগুলি নেকড়াব ফালি বাঁধা, দক্ষিণ করে একটি ভাঙ্গা মালমা, উপবেশ দিকে ফ্যাল ফ্যাল কবে চাহিয়া কি বিড় বিড় কোবে বকিতেছে । বসন্তকুমারী তাহার মূর্তি দেখিয়া ভয়ে মাগো । মাগো । বলিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নন্দীর গৃহে প্রবেশ করিল । বসন্তকুমারীর পদ শব্দ পাইয়া নেনুব পিসীর স্বেদা ভঙ্গ হইল । তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বো । কি হ'য়েচে ? বসন্তকুমারী সভ্যস্তে বলিলেন দেখ ভাই । বাটীর শক্তির উটনে একটা পাগলী এসেচে । ইহা শুনিয়া নেনুব পিসী বলিল পাগলী এসেচে, তার আঁচ ভয় কি, চল দেখিগে ।

বসন্ত । না ভাই । আমি যাব না । তুই যা । তাহার মূর্তি দেখিলে ভয় হয় । কিন্তু ভাই । কি মিষ্টি গলা । মাগীর গানে শুনেইতো তাড়া তাড়ি দেকতে গেলাম । শেষে তার মূর্তি দেকেই অবাক । উপবেশ দিকে তাকিয়ে কি বিড় বিড় কোবে বোকে : নেনুব পিসী, বসন্ত কুমারীর নিকট তাহার পরিচয় পাইয়া বারাণ্ডায় ঘাইতে সাহস করিলেন না । গৃহের দ্বার হইতে উকি মারিয়া দেখিলেন, মাধবী বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তাহাকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছে । তিনি মাধবীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাধবি । পাগলী কি কচ্ছে ? মাধবী উত্তর দিল না । পুনর্বার বলিলেন মাধবি । ও মাধবি ! মাগী কি কোচ্ছে ? মাধবী এবার তাঁহার কথা শুনে পেয়ে গৃহের দিকে চাহিয়া বাম হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ডাকিল । এমন সময় পাগলী পূর্ব্বের সুরে আর একটি গান গাহিল ।

## গীত ।

‘করিয়া কৌশল, পেতেছিঁ কল, ধরিবারে মনচোরে,  
ভাঙ্গিল সে-কল, হইল বিফল, কাঁদিতে হইল মোরে ॥  
হোয়ে অনাথিনী, দিবস রজনী, করিতেছি হায় হায় !  
পরের ছেলেরে, ভাসায়ে পাথাবে, আপনি পড়িঁ দায় ॥  
তার প্রতিফল, এইতো কেবল, জ্বলিল সাঁজের বাতী ।  
রাখিয়া এ হালে, কাল পেয়ে কালে করিছে কত  
দুর্গতি ॥”

বসন্তকুমারী এবং নেমুব পিসী এই গান শুনিয়া, মোহিত হইয়া  
বলাবলি কবিত্তে লাগিলেন, এতো ভাই সামান্য পাগলী নয় । একে  
কেউ পাগলী কবেচে । কিম্বা কাহাবো জন্যে পাগল হোয়েচে । চল  
এক জিজ্ঞাসা কবে দোকি । এই বলিয়া তাঁহারা দুইজনে গৃহ হইতে  
বাবাণ্ডার আসিয়া দেখিলেন, পাগলী বাম হস্ত উন্মোচন করিয়া নৃত্য  
করিতেছে । বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা কবিলেন ও পাগলি । তোব বাঁড়ী  
কোথা ? পাগলী উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া  
উঠিল । বসন্তকুমারী আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন, পাগলি । তোব  
বাঁড়ী কোথা ? পাগলী এবার মুখব্যাধন কবিয়া বিকট মূর্তিতে ভয়  
দেখাইল । সেই সময় বাটীর বুড়ো কি, অস্ত্রপূর্ব মধ্যে প্রবেশ করি-  
তেছিল । সে হঠাৎ পাগলীকে সেই অবস্থায় সম্মুখে দেখিতে পাইয়া,  
মাগো ! গেলাম গো ! ব’লে চীৎকার কবিয়া পলাইল । পাগলীও  
তাহার সঙ্গে এক বিকট চীৎকার কবিয়া প্রস্থান কবিল । বসন্তকুমারী ও  
তাহার মনদী এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট ; ও দিকে মাধবী বাবা-  
ণ্ডার অবাধ হোয়ে দাঁড়িবে আছে । তাঁহার মুখ গম্ভীর ; দেখিবামাত্র  
বোধ হয় যেন, কোনও বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন , বাস্তবিক মাধবী এখন

বিষম চিন্তায় মগ্ন, সে ভাবিতেছে পাগলীর মুখ দেখে আমার মনের ভাব একপ হইল কেন ? ইচ্ছা হইতেছে খানিক চীৎকার করিয়া কাঁদি। আবার ভাবিল, পোড়া কপাল আব কি, ওব জন্য কাঁদিব কেন ? ও আমার কে ? মা গেল, বাপ গেল, একে একে সব গেল। তা সহ্য কোবে, বসন্তকুমারীৰ পুত্র কন্যা লইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়াছি। শেষে কিনা পোড়া মন ঐ পাগলীর জন্য কাঁদিত উদাত, কেন ? ওকি আব জন্মে আমার কেউ ছিল ? তা থাকলুই বা, এখন তাব কি ? ছায়াব ভাবিল, না তা নয়। পাগলীকে দেখিবারাত্র যেন চেনা চেনা বোধ হোলো। তা হ'লই-বা, তবে কান্না পাড়ে কেন ? স্বপ্ন "। স্বপ্ন কি কখন সত্য হয় ? তা হোক বা নাই হোক। এতদিনেব পব আমি এমন স্বপ্ন দেখিলাম কেন ? উঃ ননে হ'লে প্রাণ ফেটে যায়। ঠিক সেই মাগুষ। সেই নাক, সেই মুখ সেই চোখ, সেই হাসি, যেন সজল নখনে আমায় বল্লেন। প্রিয়ে। কমা কব। কেবল আমি অদৃষ্টেব দোষে এত দিন তোমাধনে বঞ্চিত ছিলাম। আমি সেই সব কথা শুনিয়া লজ্জায় মুখ হেঁট কৰিয়া বহিলাম। কোন কথাব উত্তর দিতে পার্লাম না। তিনি তাই দেখে পুনৰাব আমার হাত ধৰিয়া বলিলেন, প্রিয়ে। কথা কও। আমার কোন দোষ নাই। তবু আমি তাঁহাব সহিত লজ্জায় কথা কহিতে পারিলাম না। হাস্য নাথ। তুমি কোথায় ? আমি অভাগিনী চিব-তুখিনী, আমার কেহই নাই। ভগবান্ আমার জন্মাবধি দুঃখসাগৰে নিমগ্ন করিয়া কেবল রঙ্গ দেখিতেছেন। হাঃ। আমি কি পাপে যে, তোমা-ধনে বঞ্চিত হইলাম, তাহা তিনিই জানেন। নাথ। এত দিনেব পব তুমি কি আমার স্বপ্নে দেখা দিয়া নিৰ্ব্বাণ অগ্নি জ্বলাইতে এলে ? নিৰ্ব্বাণ অগ্নি কি ॥ এ আগুণ কি নিবিবার ? না। এ অগ্নি হৃদয় মধ্যে এ জন্মেব ব্রত আগ্রহ লইয়া, তুষানলেব ন্যায গুমে গুমে পুড়িতেছে। কিন্তু এ পাষণ্ড প্রাণ, তবুও বহির্গত হইতেছে না। নাথ। এ হতভাগিনীকে ডাকিয়া লও। তোমাব সাধের মাধবীকে ডাকিয়া লও। আমার এ



বসন্ত সহ্য হই না। তুমি যেখানে আছ আমার সেইখানে ডাকিয়া  
লও। আমি পক্ষী তুমি পতি, তোমার এ ধর্ম নয়।

এই ভাবিতে ভাবিতে মাধবী কাদিল। চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুজল  
বিগলিত হইতে লাগিল। তাহাতেও তাহাব সংস্কা নাই। সে এক  
স্থানেই পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া কাদিতে লাগিল। বসন্তকুমারী  
দর্শ্য মাধবীকে কাদিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাব নিকট যাইয়া ডাকি-  
লেন, মাধবি। মাধবী উত্তরপাইলেন না। ইহা দেখিয়া বসন্তকুমারী  
তাহাব হাত ধরিয়া জিহ্বাসা কবিশেন মাধবি। তুই অমনকোরে দাঁড়িয়ে  
দাঁড়িয়ে কাদিস কেন? মাধবী তখন সংস্কা হইল। সে লজ্জায় অকল  
দিয়া চক্ষু মুছিয়া গদ্ গদ্ স্ববে বলিল কৈ—না?

বসন্ত। না আবার কেন? এই আমি দেখিলাম তুই কাদছিলি।  
বলনা তই? নোর কি হয়েছে?

মাধবী বসন্তকুমারীর এই কথা শুনিয়া অমনি মস্তক হেঁট করিল  
এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাহিত এখন আমি কি কবি? বসন্ত-  
কুমারীকে কি রূপের কপা বলিব? ভোবে মবা মানুষকে রূপে দেখিচি,  
কৈদেচি, লজ্জায় তাহাব কথাব উত্তর দিতে পাবিনি। কত সাধসাধি  
কোয়েন, তবুও কথা কহিতে পাবিলাম না। সেই জুখে এখন কাদচি,  
এ কথা বসন্তব নিকট কেমন কবে বোলবো; ইহা শুনে লোকে  
হাসবে। লোক হাব কে? লোকেব মধ্যে বসন্ত; তা ও হাসলেই  
বা, তাতে আমার ক্ষতি কি? তবে বলি। এই ভাবিয়া, মাধবী  
যেমন বলিবার উদ্যোগ করিল, অমনি তাহাব কর্ণবোধ হইয়া আসিল।  
পুনর্বার বলিবার চেষ্টা করিল, তবু তাহার মুখ কুটিল না। বসন্ত-  
কুমারী মাধবীকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনর্বার বলিলেন, চুপক'রে রইলি  
যে? বলনা কাদছিলি কেন?

মাধবী বসন্তকুমারীর এই অনুবোধ বক্ষা কবিত্তে পাবিল না।  
সুতরাং সে, সেই অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া আবার কাদিতে লাগিল।

বসন্তকুমারী তাহাকে পুনর্বার বোদন করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, কি সন্দেহ নাহি। ইষ্ঠাং আজ মাধবীর মনের ভাব একপ হ'ল কেন? পাগলী কি ওকে কিছু ব'লে গেল নাকি। বসন্তকুমারী বড় ভয়, পাছে মাধবী সেই গুপ্ত কথা শুনিতে পায়। এই ভাবিষা তাঁহার মন চঞ্চল হইল এবং অদ্যকাল উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া তাঁহার মনে আবণ্ড সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, হয়ত মাধবী কাহাবও নিকট কিছু শুনিয়াছে। এই চিন্তায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মাধবীর ক্রন্দন নিবারণ জন্য আপন অঞ্চল দিয়া বাব-হাব তাহার মথ মুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে আশা তাঁহার বিফল হইল। বসন্তকুমারী যত তাহাকে সান্ত্বনা কবিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মাধবীর শোকসাগর ততই উথলিয়া উঠিল। এই ব্যাপার দর্শনে বসন্তকুমারী ভাবিলেন যে, এত দিনের পর বুনি আমার প্রাণের মাধবীকে হারাইলাম। এই ভয়ে তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর মাধবী বোদন সম্বরণ কবিয়া দেখিল, বসন্তকুমারী মুখে অঞ্চল দিয়া বোদন করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, হায়। আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রাণের বসন্তকুমারীকে কাঁদাইলাম। ও যে আমার প্রাণের ভগ্নী, ওর চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বসন্ত আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিতেছে। তবে আব আমি কাঁদিব না। যদি প্রাণ ফেটে যায় তাও সহ্য করিব, তবু বসন্তের সম্মুখে কাঁদিব না।

মাধবী এই দৃঢ় প্রতিক্রিয়া কবিয়া তাহার সবল প্রাণে একটী বাধা স্থাপিল। পাছে আবার শোক সাগর পুনরায় উথলিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তাহার সেই সবল প্রাণে একটী বাধা বসিল। এবং বসন্তকুমারীর হস্ত ধারণ কবিয়া সুমধুবস্ত্রে বলিল, বসন্ত তুই মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিস্ কেন? বসন্তকুমারী নিরুত্তর, ইহা দেখিয়া মাধবী অহস্তে মুখাচ্ছাদিত বসন্ত উন্মোচন করিল। এবং পূর্বের ন্যায় হাস্য বদনে তাহার চিনুক ধারণ করিয়া বলিল, মানমসি—বাধে। আব গান

কোরোনা, ঐ দেখ তোমার কালাচাঁদ ধূলায় প'তে লুটো পুটি ধাচ্ছে ।  
বসন্তকুমারী বাস্তবিক মাধবীর অবস্থা দেখিয়া কাদিতেছিলেন । এতদ্ভিন্ন  
তাহার কাদিবার আর কোন কারণ ছিল না । কিন্তু হঠাৎ মাধবীর  
মনেব ভাব পবিবর্তন হইয়াছে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহার মুখেব  
দিকে চাহিয়া বলিলেন, পোডাব মুখি ! এতক্ষণ তোমাব কি হ'য়ে-  
ছিল ? মাধবী অমনি মনেব কথা গোপন করিয়া বলিল একবার ছল  
ক বে দেখলাম তুই আমায় ভাল বাসিস কি না ।

বসন্ত । ভাল বাসাব ফল যখন পবিগামে কান্নাহাটি তখন আর  
কাটকে ভাল বাসবোনা ।

মাধবী । যাদেব একবার ভাল বেমেচো ?

বসন্ত । 'তাদেব ভাল বাসায় এস্টোবা দিব ।

মাধবী । তবে আমাব দশায় কি হবে ? এই কথা বলবা মাত্র  
মাধবীর সেই শোক সিন্ধুতে একটি তবঙ্গ উঠিয়া তাহার সেই সবল  
প্রাণেব বাধটি ভাঙ্গিয়া দিল । মাধবী আবার কাদিতে লাগিল । বসন্ত-  
কুমারী আবার তাব চক্ষে জল দেখিয়া বলিল পোডাব মুখি । আবার  
কান্না ? মাধবী এই মুক্ তাড়া পাইয়া চক্ষেবজল চক্ষে মিশাইয়া  
বলিল, তুই ভাল বাসবিনে ? বল তুই ভাল বাসবি ?

বসন্ত । তুই আমাব প্রাণেব বোন্, তোকে ভাল, না বেমে কি  
থাকুতে পারি ?

মাধবী । যদি ভাল বাসিস্ তো আর ক'দ্বো না । দেখিস্ ভাই  
যেন ভুলে আমাব প্রতি ভালবাসার এস্টোবা দিসনে ।

মাধবীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে এমন সময় বুডো নি  
হাঁপাতে হাঁপাতে তথায় উপস্থিত হইল । বসন্তকুমারী তাহাকে  
দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ! পাগলী তো  
তোমায় কিছু বলে নি ।

কি । আর বাছা ! "বলে নি !!" ম'বে—হিলাম আর কি ভাগবা

মেদোকে সমুখে দেখতে পেলাম, তাই তাকে আঁকড়ে ধোবে প্রাণটা দাচালান। নৈলে প্রাণটা বেবয়ে ছিল আর কি।

বসন্ত। ষাঁটা ॥ বল কি। তাকে কি আঁকড়ে ধন্তে হলো ?

মিঃ। শুধু তাই কি বাছা। বুড়ো মানুষ, ভয়ে কাপড় চোপড় খুলে গিয়ে ব্যাভ্রম হ'য়ে প'ড়ে ছিলাম। ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারী হাসিতে হাসিতে আব বথা কহিতে পাবিলেন না। মাধবী ভাবিল, কি বুড়ো মানুষ, সকলে হাসিলে দঃখিত হইবে, এই ভাবিয়া মাধবী মুখ টিপে জিজ্ঞাসা কবিল, তাব পব, কি কি হ'লো ?

মিঃ। তাব পব মেদো আমায় বয়ে, ও মিঃ। ভয় নই, ভয় নেই, আমায় ছেড়ে দাও। আমি বাছা। সে সময় কি ছাড়তে পারি ? ভয়ে আবার তাকে আঁকড়ে ধন্তে লাগলাম। শেষে যখন সে ব'ল্ল পাগলী প লয়েচে, তখন আমি মেদোকে ছেড়ে দিলেম। মেদো আমাব হাত ছাড়া গেয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালালো। আমি তাই দেখে, ভাবলাম আবার বুঝি পাগলী আসচে। সেই ভয়ে পনের কাপড় খানা, সেই খানে দেনে, এক দৌড়ে কাছাবি ঘবেষ ভিতর গিবে খিল দিলাম। সে খানে যে পোড়া কপাল পুড্বে, তা জানিনে। সবকাব মশায় সেই ঘবে পাগলীভ ভয়ে লুকুয়েছিলেন। তিনি আমায় দৌড়ে ঘবেষ ভিতর যেতে দেখে চৌচিয়ে উঠলেন। আমি ভাবলাম পাগলী বুঝি এই ঘবে ঢুকেচে। এই মনে ববে আমিও ভেপে চৌচাতে লাগলাম। দোবে খিল দিযেচি। ঘব অন্ধকাব, কোথায় যাই, তা কিছুই ঠাওবাতে পারিনে। শেষে সবকাব মশাইঘেব ষাডে গিয়ে পডলাম। সবকাব মশায় ভয়ে, ও মেদো। গেলাম্ বে, বাবা রে, পাগলী মাগ্লেবে, এই ব'লে আমায় ঠেলে ফেলে দিযে, দবজা খুলে দৌড়; আমি তো তাই দেখে, লজ্জায় ম'বে গেলাম। পনের কাপড় নেই যে, সেখান থেকে পালিয়ে আসি। মাধবী এবং বসন্তকুমারী তাহার এই কথা শুনিয়া হেসে গড়াগড়ি দিতে

লাগিলেন। মাধবী কিকিং হাশ্ব সম্বরণ করিয়া বলিল তাব পব ।  
তার পব ।

ঝি । তার পব আমাব মাতা আব মুণ্ড, মেদো কাপড়খানা কুড়িয়ে  
এনে দরজাব পাশথেকে যবেব ভিতব ছুঁড়ে ফেলে দিলে । আমি  
তাই প'রে লজ্জায় আব ঘরথেকে বেকতে পারিনে । শেষে সাত  
পাচ ভেবে মুখে কাপড় দিয়ে এই বাড়ীর ভিতব আস্চি । বসন্ত-  
কুমারী ও মাধবী ইহা শুনিয়া আব হাসি বাধিতে পারিলেন না । তাঁহাবা  
হাসিতে হাসিতে ভ্রমে লুটো পুটি, বুডো ঝিব মুখে হাসি নাই ।  
তাব সেই ঘটনা গুলি মনে হওয়াতে লজ্জাব মুখ ম্লান হইয়া যাইতেছে ।  
ভাবিতেছে, পোডাকপালী পাগলী এসে, আমাব কি হালটাই না ক'বে-  
গেল । বসন্তকুমারী তাহাব ভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ কবত বলিল, না  
ভাই । আব হাসবো না । অদৃষ্টে কখন কি আছে তা বোলতে পারি  
নাই । মাধবী দেখিল তাঁহাব হাসি আব বন্ধ হয় না । স্তবং সে তথা  
হইতে প্রস্থান কবত গৃহেব মধ্যে প্রবেশ কবিল । বুডো ঝি মুকুটি  
ভার বোবে একগাছি কাঁটা নিয়ে কাঁটা দিতে প্রবৃত্ত হইল, এমন সময়  
মেদো বাটীর ভিতব আসিয়া বলিল মা ঠাক্কন্ । কোথা গা । বুডো  
ঝি মেদোব স্বব শুনিয়া গৃহেব ভিতর প্রবেশ কবিল । মাধবী ঝিকে  
জিজ্ঞাসা কবিল ও কে ডাকচে ঝি ? ঝি বলিল মেদো, গিরিকে ডাকচে,  
মাধবী ইহা শুনিয়া গৃহেব বাহিবে আসিল । বসন্তকুমারী বাবাণ্ডায  
থাইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, কি মাধব ?

মেদো । আজ্ঞা একখানি চিটি ।•

চিটী । কোথেকে এলো ?

মেদো । যহুবাটী থেকে একজন দোকানদার এনেছে । সে বোলে  
বাবু কাল সন্ধ্যার পব, এই চিটীখানি দেওয়ানজিব নিকট থেকে  
পেয়েছিলেন । তারপব চিটীখানি পোড়ে ভুলে দোকানে ফেলে যান সে  
তাই আজ সকালে পেয়ে, এখন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেচে ।

বসন্ত । দেওয়ানজি সুবর্ণগ্রাম থেকে লোক পাঠিয়ে ছিলেন ?  
মেদো । আজ্ঞা হ্যাঁ, চারিজন পাক্ আব এবখানি নোকা পাঠিয়ে  
ছিলেন ।

বসন্ত । তাবপর ?  
মেদো । তাবপর তিনি সেই নৌকাতেই গিয়াছেন ।  
বসন্ত । তখন মেঘ ছেড়েছিল তো ?  
মেদো । হ্যাঁ, তিনি বোলেন আকাশ পবিস্কাব হোলে তবে বাদু  
নৌকাষ উঠেছিলেন ।

বসন্ত । চিটখানা উপবে এসে দিযে যাও । আব সেই লোকটাকে,  
কিছু জল টল খাবাব দাওগে ।

মেদো । আজ্ঞা তা দেওয়া হোযেচে, তিনি এখনি যাবেন ।  
বসন্ত । লোকটা কি ভদ্র লোক ?  
মেদো । সেই বকম তো দেকাচ্ছে ।  
বসন্ত । তবে দেকিস, তাঁহাব ঘেন যত্নেব ত্রুটি হয় না ।  
মেদো । আজ্ঞা না, এই বোলে মেদো উপবে এসে, বসন্তকুমারী  
হাতে পত্র দিযে চ'লে গেল । মাধবী তাঁহাব নিকটে আসিযা  
জিজ্ঞাসা কবিল, কিসেব পত্র ভাই ?

বসন্ত । কি জানি, এখনি পড়লে জান্তে পাববো । বসন্তকুমারী  
পত্র খুলিয়া পাঠ কবিলেন, কিন্তু তাঁহাব ভাব অর্থ কিছুই বুঝিতে না  
পারিযা, পুনর্বার পাঠ কবিলেন । তোবু ও, কিছুই বুঝিতে পারিলেন  
না । সুতবাং বিষয়-বদনে পত্র খুলিব এ পিট, ও পিট, দেখিতে  
লাগিলেন । যুখে বাক্য নাই । মাধবী তাঁহাব এই ভাব দেখিযা  
ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল সংবাদ ভাল তো ?

বসন্তকুমারী কিছু অন্যমনা হইযা বলিলেন পত্রেব ভাব তো  
আমি কিছুই বুঝতে পারিনে ।

মাধবী । বল কি ? একবার পড় দেখি ত্বনি ।

বসন্ত। তবে শোন।

সুবর্ণ গ্রাম : ৩ বৈশাখ সন ১৩০ সাল।

আজ্ঞাকাবি প্রতিপাল্য শ্রীবরণবিহাবি দাস দাস, মহাশয়ের ১০ই তাবিখেব পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম, আমি কুমুদিনীকে বিশেষ যত্নেব সহিত বাধিয়াছি। এবং মহাশয়ের আদেশ নত তাঁহাব নিমিত্ত দাস, দাসী এবং পাচিকা প্রভৃতি নিমুক্ত কৰিয়াছি। কিন্তু আপনার আসিব বিলম্ব হওয়াতে তিনি অবিব্রামে বোদন কৰিতেছেন। আমি তাঁহাকে অদ্য অনেক আশ্বাস বাক্যেব দ্বাবাধ অপেক্ষাকৃত সান্ত্বনা কৰিয়া মহাশয়ের নিকট চাবি জন পাইক এবং নৌকা পাঠাইতেছি। আপনি শীঘ্র আগমনপূৰ্ব্বক কুমুদিনীৰ চক্ষেব জল নিবারণ কৰিবেন। ইহা শ্রীচরণে কোটা কোটী নিবেদন ইতি।

মাধবী। তাইত। এব মানে কি? কুমুদিনী কে?

বসন্ত। ভগবান জানেন! আর যাব কুমুদিনী তিনি জানেন।

মাধবী। বাবু-মাইবাব'সময়, তোমাকে এ বিষয়, কিছুই বলেন নাই?

বসন্ত। বাবু আমাব নিকট এ কথা বোলবেন কেন?

মাধবী। না-না, তুমি যা ভাবচো তা নয়।

বসন্ত। তা-নয় কেন? “অবিব্রামে বোদন, আশ্বাস বাক্য, “আপনি এসে চক্ষুর জল নিবারণ কৰিবেন”। এব মানে কি? প্রশ্ন না হোলে কি এত দূর হোতে পাবে? দেখ মাধবী। এখন আমি সব বুজতে পাচ্ছি। সে দিনও সুবর্ণ গ্রাম থেকে একখানি পত্র এসেছিল। তিনি তাহা পোড়ে মুকুটী হেঁট কো'রে কি ভাবতে লাগলেন। আমি তাই দেখে জিজ্ঞাসা কোলাম ও কিসেব পত্র? তাহাতে তিনি কথা কৈলেন না। পুনর্বার বোললাম, ও পত্র কোথেকে এলো? তিনি অন্য মনস্ক হোয়ে বোললেন “ইহা”। তার পর

আমাব নিকট একটী পান চাইলেন। আমি তাঁহার হাতে একটী পান দিলাম। অন্ত দিন নবঙ্গটী ফেলে দিবে পানটী খান। সে দিন ভুলে পানটী ফেলে দিবে লবঙ্গটী মুখে দিলেন। আমি তাই দেখে অবাক ! জিজ্ঞাসা ক'লাম আজ তোমাব কি হোষেচে ? অমনি তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লেন, দেখ্ বসি। এই চিটিখানা পোড়ে মনটা বড় উন্মত্ত হালা। দেওয়ানজি লিখেছেন এবাব লাটের টাকাব যোগাড় হবে না। এই বোলে চিটিখানা ফ'র্যাং ফ'র্যাং ক'বে ঠিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম তবে কি হবে ? তিনি বলিলেন, ইয়া তাই হবে। এই বোলে কি ভাবিতে ভাবিতে বা'ব বাড়ীতে গেলেন। তাব পব বাত্রে হবে এসে আমাষ বলিলেন দেখ্ বসন। আমাষ দুই এক দিনেব জনে একবাব সুবর্ণগ্রাম যেতে হবে। আমি তাহাব কথাব উত্তব দিলাম না। তিনিও আমাষ আব কিছু জিজ্ঞাসা ক'বিলেন না। দেখ্ মাধবি। আগুণ কখন কাপড চাপা থাকে না। এখন তাহাব ষড়যন্ত্র, বিদ্যে বুদ্ধি, 'সব প্রকাশ হোলো। পুরুষেব অন্তঃ পাওয়া ভাব। মনে কোবেছিল'ম, তাহাব প্রাণটা সবল, কিন্তু এখন দেক'তে পাচ্ছি, তাঁব সেই সবল প্রাণটা ক্ষম্ভনদীর মত অন্তঃসলিলা, অন্তবে অন্তবে বহিয়া থাকে। বসন্ত-কুমারী এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিলেন। তাহাব মনে যে কত প্রকাব চিন্তা আসিয়া আশ্রয় কবিল, তাহা, কে বলিতে পাবে ? কখন ভাবিতেছেন সুবেন্দ্রনাথ কুমুদিনীকে অনেক দিন অবধি ভাল বাসিয়াছেন। এখন পাছে তাঁর ওপ্ত প্রেম, দেশে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় কুমুদিনীকে সুবর্ণগ্রামে পাঠাইয়াছেন। আবাব ভাবিলেন কুমুদিনী কে ? তাহাব নাম তো ইতিপূর্বে কখন শুনিবাই। যদি এই গ্রামে তাহাব বাড়ী হইত, তাহা হইলে কখনও না কখনও তাহাব নাম শুনিতে পাইতাম। তবে তা নয়, বোধ করি অন্য স্থান হইতে তাহাকে আনিয়াছেন। আচ্ছা, তা—যদি হবে, তবে এত দিন তাহাকে কোথাষ রাখিয়াছিলেন ? তা কে জানে ? ভগবানই জানেন!! আর ধীরে



কুমুদিনী তিনিই জানেন । কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহা ভিন্ন আব কিছুই নয় । উঃ একেই বলে ডুবে ডুবে জল খাওয়া । বসন্তকুমারী এই ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন । কিন্তু তাঁহাব ঘন ঘন নিশ্বাস রূপ ঝটিকা প্রবাহিত হওয়াতে শোক সিঙ্কুতে প্রবল তরঙ্গ টুথিত হইতে লাগিল । স্নতবাঃ আব তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া নক্ষত্র বেগে গৃহ মধ্যে গমন কবিয়া শয্যায শয়ন কবিলেন ।

এই ব্যাপার দেখিয়া, ভবে মাধবীৰ মুখ শুকাইয়া গেল । মাধবী ক্ষণেক কাল তথায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পবে সত্তর গমনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ কবিল । এবং শয্যাব উপর বসন্তকুমারীৰ পার্শ্বে, উপবেশন কবিয়া দেখিল, নয়ন-জলে তাঁহার উপাধান ভাসিয়া মাইতেছে । 'গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘৰ্ম্ম বাবি নির্গত হইয়া সহস্র ধারায় বিছানাব উপর পতিত হইতেছে । মাধবী তাঁহাব এই অবস্থা দেখিয়া ভবে জড় জড় হইল । আব ভাবিতে লাগিল এগন আমি কি কবি । এবং কি বলিয়াই-বা বসন্তকুমারীকে সান্ত্বনা কবি, তাহা ত কিছুই ভাবিয়া স্থির কবিতে পারিতেছি না । সম্মুখে একখানি তালবৃন্ত দেখিয়া ব্যজন কবিতে লাগিল । ক্ষণেক পব বসন্তকুমারী উঠিয়া বসিলেন । এবং মাধবীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, মাধবি । তুই কি বলিস ? অদ্য কি একজন লোক স্তবর্ণব্রাহ্মে পাঠাইয়া দিব ?

মাধবী । না না, লোক পাঠাতে হবে না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যা ভাবিতেছ তা নয় ।

বসন্ত । তবে এখন কি কর্বা উচিত ?

মাধবী । এক খানি পত্র লেখ, তাব উত্তর কি আসে দেখা যাক ।

বসন্ত । আচ্ছা, ত ই ভাল ।

এই বলিয়া বসন্তকুমারী তথা হইতে গাত্রোথান পূৰ্ব্বক স্তরেক-নাথের টেবিল হইতে কাগজ কলম, লইয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মাধবী বলিল তবে তুমি পত্র লেখ আমি শীঘ্র আসিতেছি ।

বসন্ত । আচ্ছা যা, কিন্তু ঠাকুব্বি যেন ইহাব কিছুই জানিতে না পাবে ।

মাধবী । তাব ভয় নেই ।

এই বলিয়া মাধবী গৃহ হইতে প্রস্থান কবিলে, নেনু ছাপাতে ছাপাতে গৃহ মধ্যে আসিয়া বলিল, মা আজ আমাদের পাঠশালা সকাল সকাল বন্দ হইতেছে । বসন্তকুমারী নেনু'র দিকে সম্মুখে ন্যসনে এক বাব দৃষ্টিপাত কবিয়া বলিলেন, আচ্ছা নেনু । বল দেখি কুমুদিনী কে ? নেনু বলিল কুমুদিনী কে, তা আমি জানিনে । এই সোলে বসন্তকুমারী'র নিকট হইতে এক খানি কাগজ লইয়া নেনু তথা হইতে নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে প্রস্থান করিল । বসন্তকুমারী একাকিনী বসিয়া পত্র লেখা মনোপু কবিলেন । এবং তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ কবিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই বাব ধাবুর সহ গুণ প্রকাশ হইলো । এমন সময় মাধবী তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিল পত্র লেখা শেষ হইতেছে ?

বসন্ত । হেঁ—হোয়েছে । আমি পড়ি, দুই শোন ।

মাধবী । আচ্ছা পড় ।

বলবামপুৰ ১৫ই বৈশাখ ৪ সন ১২৩০ সাল ।

প্রাণেশ্বর । অদ্য মাধবীতে আনাতে এক বিষয় তর্ক উপস্থিত, কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি টোলে না থাকায়, তাহাব মীমাংসা হইল না । আপনার প্রধান ছাত্র, নেনু বাবুকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, সেও তাহার প্রচুর অর্থের ব্যাখ্যা কবিত্তে পারিল না । স্তবধাঃ আপনাকে লিখিতে বাধ্য হইতেছি । মাধবী বলিতেছে, কুমুদিনী নিশানাথেব প্রণয়িনী আব আমি বলিতেছি, না তা নয় । সে এখন স্তবধানাথেব মনোমোহিনী, যদি বলেন, কিসে ? তাহাব প্রশ্ন কি ? তবে আপনি দেওয়ানজির দপ্তরখানা অনুসন্ধান কবিয়া দেখিবেন ? তথায় দলিল দস্তাবেজ আছে ।

নাথ । আপনি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এক্ষণে বলুন দেখি, ন্যায্যের

ফাঁকি কত গুলিন্ অভ্যাস আছে ? যদি বসি সংগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, এই কুমুদিনী হইতেই প্রকাশ পাইবে । আব যদি বলেন, মাধবী যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক, আচ্ছা, আমিও তাহাই স্বীকার কবিশ্যাম । তবে সুবেন্দ্রনাথের আদর্শে কুমুদিনী অবিশ্রামে কাঁদিবেন কেন ? দেখ নাথ । আমাব এই তর্ক মনোমধ্যে দিবা-নিশি আন্দোলিত হওয়াতে, চিন্তেব স্থিতি নাই । অতএব যদি আমি আপনাকে কোন অন্যাব প্রঃ কবিশ্য থাকি তবে এ অধীনীকে ক্ষমা কবিবেন । আমি অথলা, আবলাব শত দোষ মার্জনা কবা উচিত । এক্ষণে কুমুদিনী—কে ? এবং সে কাহাব প্রেমাশ্রু ? তাহাব মীমাংসা কবিশ্য শীঘ্র পত্র লিখিবেন । আমাব হৃদয়-কোরকে কীট আশ্রয় কবিশ্য অতিশয় যত্নপা দিতেছে । যদি পত্রব উত্তবে বঞ্চিত হই, তবে এই হত ভাগিনীকে আব দেখিতে পাইবেন না । অধীনীব এই শেষ বিদায় ; ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ।

আপনাব

বসন্ত

মাধবী পত্র খানি গুলিয়া বলিল বেস লেখা হ'য়েচে । কিন্তু ভাই শেষে ঐ নিদাকণ কথাটি লেখা ভাল হয় নাই ।

বসন্ত । কোন কথাটি ?

মাধবী । উত্তবে বঞ্চিত হইলে আব আমায় দেখিতে পাইবেন না । বসন্তকুমারী সজ্জলনেত্রে বলিলেন, তুই বলিস কি মাধবী ! যদি আমি ইহাব উত্তব না পাই, তবে কি এ প্রঃ বাথবো ?

মাধবী । বালাই ও সব কথা মুখে আনিব্নে । দে আমি পত্র খানি ডাকে পাঠয়ে দিই । তার পব যা ভাল হয় তা কবা যাবে । এই বলিয়া মাধবী, বসন্তকুমারীব হস্ত হইতে পত্র খানি লইল এবং বুড়ো ঝি হস্তে দিয়া বলিল, এই পত্র খানি সরকাব মহাশয়ের হাতে দিবে তাঁকে বোলো, যেন আজ অবশ্য অবশ্য ডাকে পাঠাইয়া দেন ।

কিঃ । আচ্ছা ।

এই বলে কি পত্রনিষে সবকাব মহাশযেব নিকট গমন করিল ।

### কুমুদিনী ।

সুবেন্দনাথ নৌকায় যাইতে যাইতে যে আশঙ্কা কবিষাছিলেন, তাহাই ঘটিল । বসন্তকুমারী দেওয়ানজীব পত্রপাইয়া মনে মনে এই শ্রির কবিনেন যে, সুবেন্দনাথ কুমুদিনীর নব প্রেমে আসক্ত হইয়াছেন । সেই নিমিত্ত আমাকে প্রবন্ধনা করি না সুবর্ণ গ্রামে গমন কবিয়াছেন । তাতা যদি না হইবে, তবে এত চাতুরী কবিয়া যাইবার আবশ্যক কি ? আমার নিকট বলিলেন নাটক দিন আগত প্রায়, এবার প্রজাদিগেব নিকট আদায় তহসিল বড় কহু, সেই জন্য তথায় এক বাব যাওয়া বিশেষ আবশ্যক । এ দিকে দেওয়ানজিব পত্রে কুমুদিনীর প্রেমাত্মক ভিন্ন আর ও সবল কোন কথাব উল্লেখ নাই, এস্থলে স্পষ্টই বোঝ হইতেছে যে, সুবেন্দনাথের মনে “অণু কোন অভিজ্ঞাব আছেই আছে”, পার্শ্বক মহাশয় । আপনি কি বলেন ? বসন্তকুমারীর মনে একপ সন্দেহ হইতে পারে কি না ? যদি বলেন না । সুবেন্দনাথের অমন নিশ্চল চবিত্ত ; অথি তাহাব বিশেষ তদন্ত না লইয়া তাহাব প্রতি দোষাবোপ কবা অন্যায । ঠা, তা সত্য, কিহ বলুন দেখি কোন রমণী একপ পত্র পাইয়া নিশ্চিত্ত থাকিতে পাবেন ? অতএব ইহাতে আমি বসন্তকুমারীর প্রতি দোষাবোপ কষিতে পাবিনা । এক্ষণে আব এক সন্দেহ উপস্থিত । বসন্তকুমারী সুবেন্দনাথকে যে পত্র পাঠাইলেন তাহাতে লিখিয়াছেন, “যদি পত্রের উত্তরে বঞ্চিত হই, তবে এ হত ভাগিনীকে আর দেখিতে পাইবেন না” কি সর্বনাশ ! এ কথাটি যে বড়ই নিদাকণ । ইহা মনে হইলে গা কাঁপিয়া উঠে । সুবেন্দনাথ জ্ঞানবান হইয়া এমন কার্য কবিলেন কেন ? তাহা বলিতে পারি না ।

বোধ করি ইহাব ভিতর কোন নিগুঢ় কাবণ আছে । তাহা না হইলে তিনি অবশ্যই বসন্তকুমারীর নিকট সমুদায় প্রকাশ করিয়া বাইতেন ।

পাঠক মহাশয় ! আব আমি আপনাকে অনুবোধ করিতে সাহস বারিনা । কাবণ আমার সমভিব্যাহারে থাকিয়া অনেক কষ্ট পাই-তেছেন । এক্ষণে বিদায় দিন, আমি এক বার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া কুমুদিনী যে কুক, তাহা জানিয়া আসি । যদি বলেন, না, আমি আপনাব অনুগামী হইব । তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই । বরং সম্মতি আছে । যদি পথশ্রমে কষ্ট বোধ হয়, তবে বলিবেন, আমি আপনাকে স্কন্ধে বহন করিব । তাহাতেও যদি কষ্ট বোধ হয় । তবে অধীনের অপবাধ নিজগুণে মার্জনা করিবেন । চলুন এখন এক বার সুরবর্ণ গ্রামে যাত্রা করি । বোধ কবি, সুরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ তথায় পৌঁছিযাছেন । ইহাতে আপনাব মত কি ? যদি আমার উপর ভাব দেন, তবে আমার ইচ্ছা, এক বার মৃৎনের জঙ্গল দেখিয়া বাই । , কি জানি, যদি সুরেন্দ্রনাথ সেই ধানেই থাকেন । তাহা হইলে ব্যাগাবেব দায়ে গঙ্গা স্নানটা ও হইবে । সুরেন্দ্রনাথের দেখা পাঠি ভালই, নচেৎ মা ছিন্ন মস্তার পাদপদ্ম দর্শন কবিয়া সুরবর্ণ গ্রামে গমন করিব ।

বৈলা অবসান মন্দ মন্দ মলয়-সমীপে বহিতেছে । দিবাকর শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ কবিয়া পাটে উপবেশন করতঃ এক একবার কমলিনীকে উকি মেবে দেখিতেছেন । পদ্বিনী প্রাণ-নাথের স্নান যুথ দেখে মনের হৃৎপে ঘোমটা টেনে মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতেছে । কুমুদিনী প্রতুল চিত্তে ঈষৎ হাসিতেছে । এবং বসন্ত কটাক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতেছে, দিদি হাসিতেও যেমন, কাঁদিতেও তেমন ; এ দিকে মধুকবেবা কমলিনীকে ঘোমটা টানিতে দেখিয়া, মনের হৃৎপে তথা হইতে প্রশ্নান করিতেছে । যুবতী কামিনীগণ বেশ-বিন্যাস কবিয়া সর্বোবরের স্বচ্ছ সলিলে অন্ধার ডুবাইয়া স্বপ্নের বসন উন্মোচন করতঃ

মার্জ্জনি দ্বাবায় গাত্র মার্জ্জনা কবিতেছে । মলয় মাকুত এই অবকাশে  
সবসৌ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তবঙ্গ উখিত কবিষা তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া  
করিতে কবিতে সেই কোমল কমল বক্ষোপরি আসিয়া নৃত্য কবিতেছে ।  
বস্ত্রণীরা এই রঙ্গে তথায় সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া নানা  
বক্ষে প্রাণেব কথা কহিতেছেন । এবং মণ্যে মণ্যে হাস্যেব লহরী উখিত  
করিয়া গুপ্তকথায় বিসর্জন দিতেছেন । বাপৌতটে একটা বক যোগা-  
সনে বসিয়াছিল, সে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় তথা  
হইতে প্রস্থান কবিল । ক্রমে অপবাহু, বিহঙ্গবা তব-শাখায় আশ্রয়  
লইয়া সন্ধ্যাব বন্দনা কবিতে লাগিল ।

পাঠক মহাশয় ! চলুন একটু দ্রুত পদ-নিষ্ক্রেপে চলুন । বোধ  
করি এই প্রান্তবট অতিক্রম কবিলে মুসনেব জঙ্গলে পড়িব । ঐ  
দেখুন সম্মুখে সেই নিবিড় কুম্ববর্ণ ধিপিন দৃষ্টিগোচর হইতেছে । বৃড  
বড় বক্ষোপরি খদ্যোতবা সমবেত হইয়া পথিকদিগকে আশ্বাস  
কবিতেছে । চলুন আমবা উহার ভিতর প্রবেশ কবিষা মা-ছিন্নমস্তাব  
মন্দিরাভিমুখে গমন কবি । তথায় সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই ভালই,  
নচেৎ মার চরণ দর্শন কবিষা সূবর্ণ গ্রামে গমন কবিব । এ কি ॥  
সম্মুখে শবাকৃতি কে পতিত বহিষাছে ? কি সর্বনাশ ॥ এ যে সুরেন্দ্র-  
নাথ ! সুরেন্দ্রনাথের এমন অবস্থা কে কবিল ? উনি কি জীবিত ॥ হা  
বোধ হয় জীবিত ; ঐ দেখুন কাতবন্দবে কি বলিতেছেন, "হায় !  
আমি কোথায় ॥ প্রিষে বসন্তকুমারি । আমার বিদায় দাও । উঃ  
আমাব উঠিবার ক্ষমতা নাই । কুমুদিনী তুমি দুঃখিনী ; তোমার দুঃখ  
আমি মোচন করিতে পারিলাম না । কৈ মা ত এখনও ফিবিলেন না ॥  
হায় । প্রাণ যায় । পিপাসায় কণ্ঠ—উঃ"—সুরেন্দ্রনাথ এই কয়েকটি কথা  
মলিয়া চক্ষু মুদ্রিত কবিলেন । এমন সময় সেই মহাতেজস্বিনী ভৈরবী  
আলুলারিতকেশে এক কমণ্ডলু বারি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া অঙ্গে  
অঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের মুখে প্রদান কবিষা বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ !

ভয় নাই। ভয় নাই। গাত্রোখান কর। দেখ গত রাতে তুমি একা এই স্থানে আসিয়া আপনাব পদে আপনি কুঠাবাত করিয়াছ। যদি আমি অদ্য সন্ধ্যার সময় এখানে না আসিতাম, তাহা হইলে নিশ্চই তুমি প্রাণ হারাইতে। সুবেন্দ্র তাৎ তাঁহাব এই কথা শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ধীবে ধীবে গাত্রোখান করিলেন এবং ভক্তি সহকায়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা। আমার একপ অবস্থা, কি প্রকারে হইয়াছিল ? তাহা কিছুই অবগত নহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আনাব নিকট ব্যক্ত করুন।

ভৈরবী। বৎস। তাহা তোমাব এক্ষণে জানিবাব আবশ্যক নাই। তুমি সমস্ত দিন অনাহারে আছ, চলো আমার কুটীরে যাইয়া কথক্ৰিৎ ক্ষুংপিপাসা নিবারণ কর। পবে শ্রান্তি দ্ব হইলে যাহা বলিবার তাহা বলিব।

সুবেন্দ্র। মাতঃ আপনাব আরা। আমার শীবোধার্য্য ; এক্ষণে কোথায় যাইতে হইবে অনুমতি করুন। ভৈরবী ইহা শুনিয়া সুবেন্দ্র-নাথকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুবেন্দ্রনাথ কিয়দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটা জীর্ণ কুটীর ; কুটীর প্রাঙ্গণে অগ্নি জলিতেছে। তাহাব আলোকে কুটীরেব চতুর্দিক আলোকিত করিয়াছে। তথায় নানা জাতি পুষ্প-বৃক্ষ এবং (স্থানে স্থানে) গুহাদি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভৈরবী তথায় উপস্থিত হইয়া সুবেন্দ্র-নাথকে এই স্থানে অবস্থিত কর বলিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং ক্ষণেক পর এক খানি কদলী পত্রের ঝিপব কতকগুলি ফল মূল ও এক পাত্রে জল আনয়ন করিয়া তাঁহাব হস্তে প্রদান পূর্বক বলিলেন, বৎস ! আমি কন্দমূল ফলাশিনী বন-বাসিনী, তোমাব আহারীয় দ্রব্য কোথায় পাইব ? অতএব এই যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল আহার করিয়া ক্ষুং পিপাসা নিবারণ কর। আমি এখনি মার মন্দির হইতে প্রত্যা-গমন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভৈরবী তথা হইতে গমন করিলে, সুরেন্দ্রনাথ সেই পাত্রস্থ ফল  
 শূলগুলি ভক্তিসহকাৰে ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং ছাট্টাস্তঃ-  
 কবণে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন স্থানটী অতি প্রীতি জনক .  
 চাবিদিকে পুষ্পবৃক্ষ, তাহাতে নানা জাতি পুষ্প বিকসিত হইয়া বনকে  
 আমোদিত করিতেছে । উৰ্দ্ধে দৃষ্টিপাত কবিয়া আবো এক অপূৰ্ণ শে ভা  
 দেখিলেন । দেখিলেন—বড় বড় বৃক্ষশাখা সকল পবস্পৰে সম্মিলিত হইয়া  
 স্থানটীকে আচ্ছাদিত কবিয়া বাধিয়াছে । এবং তাহাতে নানা জাতি লতা  
 ফলপুষ্প বেষ্টিত থাকায তদুৰ্দ্ধে নয়নেব গতি বোধ কবিয়াছে । স্তবযা  
 নভোমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । সুরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিতে-  
 ছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহাব শ্রবণ হইল কল্যা বাত্রে এস্থলে যে এক  
 ভীষণ মূৰ্ত্তি দেখিয়াছিলাম সে কে ? তাহাকে দেখিয়া কি আমি সেইকপ  
 অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম । সুরেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতে-  
 ছেন, এমন সময় ভৈরবী তথায উপস্থিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে আহ্বান  
 করিলেন এবং তথায দুই খানি মৃগ চৰ্ম্ম বিস্তৃত কবিয়া এক খানিতে  
 আপনি উপবেশন কবিলেন ও অপব খনিতে সুরেন্দ্রনাথকে বসিতে  
 আদেশ কবিলেন । সুরেন্দ্রনাথ তদুপবি উপবেশন কবিয়া কুতাঞ্জলি  
 গুটে বলিলেন মা ভগবতি । আপনাব অবিদিত কিছুই নাই । এক্ষণে  
 আমাব মনোবাঞ্ছা কি রূপে পূৰ্ণ হয় অনুগ্রহ কবিয়া তাহার সদযুক্তি  
 প্রদান ককন ।

ভৈরবী । বৎস । তোমাব কামনা কি ? তাহা আমাব নিকট  
 ব্যক্ত কব । আমি আদ্যোপান্ত শ্রবণত হইয়া তাহাব সদযুক্তি  
 প্রদান করিতেছি ।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাব এই কথা শুনিয়া বলিলেন মা । কয়েক দিবস  
 অতীত হইল আমাব দেওয়ানজি সুবর্ণ গ্রাম হইতে এই মৰ্ম্মে এক পত্র  
 লিখিয়াছেন যে কুমুদিনী নামী এক অলৌকিক রূপ লাভণ্য সম্পন্ন ভদ্র  
 কুলমহিলা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়া বন-মধ্যে এক শিশু ক্রোড়ে



অবিশ্রামে বোদন করিতেছিলেন, এমন সময় শুব্দযালি নামক আমাব এক জন পুৰাতন পাইক কোন কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতেছিল, সে বাটী প্রত্যাগমন কালীন বন-মধ্যে বাত্রি কালে তাঁর বোদন শ্রনি শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, কুমুদিনী পাগলিনীব মত আলুলাষিত কেশে সেই শিশুটিকে ক্রোড়ে কবিয়া নিরন্তর বোদন কবিতেছেন। এবং বনের চতুর্দিকে, বৎস হাবা গাভীর ন্যায় দৌড়া দৌড়ি কবিতেছেন। তিনি শুব্দযালকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন বাবা। আমায় বক্ষা কর। আমার প্রাণের চন্দ্রনাথকে বক্ষা কর। ডাকাতে আমাদের সর্বনাশ কবিয়াছে। এই কথেকটী কথা বলিয়া তিনি মুচ্ছতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শুব্দযাল এই শোকাবহ ব্যাপার দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা কবতঃ কুমুদিনীব মুখে জল সিঞ্চন দ্বাবাষ চৈতন্য কবিল। এবং অভয় প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্থবর্ণ গ্রামে আসিতেছিল। এমন সময় পুনবায একজন দস্যু, তাহাদিগকে আক্রমণ কবিল। শুব্দযাল তাহা দেখিয়া চন্দ্রনাথকে কুমুদিনীব নিকট দিয়া বলিল মা। আপনার ভয় নাই। আপনি এই খানে দাডান, আমি ঐ দস্যু কে এখনি বিনাশ কবিতেছি। এই বলিয়া কোমর হইতে তববারি বাহির কবিয়া তাহাব দিকে ধাবিত হওবাতে সে তথা হইতে ভয়ে পলায়ন কবিল। শুব্দযাল তাহা দেখিয়া হাসিতে কুমুদিনীব নিকটে আসিয়া বলিল মা। আপনার ভয় নাই। আমার সঙ্গে চলুন ঐ বলিয়া সে চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে কবিল এবং মেঠ বজরীতে তাঁহাদিগকে নিকির্বিষ্টে স্থবর্ণ গ্রামে আনিয়া দাওয়ানজির নিকট অপণ করিল। দেওয়ানজি শুব্দযালের নিকট তাঁহাদিগেব দুববদ্বাব বিষয় অবগত হইয়া সান্ত্বন্য হুঃখ প্রকাশ কবিলেন। এবং কুমুদিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন মা। আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি আপনার স্বামীব অনুসন্ধান করিয়া দিব। শুব্দযাল দস্যুকে

চিন্তিতে পাবিযাচ্ছে। এক্ষণে যেন একথ কাহার নিবট প্রকাশ না হয়। আমি কল্য প্রাতে বাবুকে পত্র লিখিব। তিনি আসিয়া দস্ত্যদিগকে ধৃত কবিষা আপনাব স্যামীকে তাহাদিগেব হস্ত হইতে মুক্ত কবিবেন। দেওয়ানজি এই আশ্বাস বাবু দ্বাব্য কুমুদিনীকে সান্ত্বনা কবিষা পবদিন প্রাতেঃ আমায় পত্র লিখিযাছিলেন। আমি সেই শোচনীয় ঘটনাব বিষয়, পত্র পাঠে সমস্ত অবগত হইষা দেওয়ানজিকে পত্র লিখিযাছি যে আমি শীঘ্র স্তবর্ণ গ্রামে যাইতেছি। আপনি কুমুদিনীকে বিশেষ যত্নেব সহিত বাধিবেন। তাহাব যেন কোন রূপ বশ্ট না হয়। গা ভগবতি। এক্ষণে আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে আনু-পূৰ্ব্বক বলিলাম। এক্ষণে বাণ দেখি কি রূপে সেই দস্ত্যদিগকে ধৃত কবি এবং কোথায় অনুসন্ধান কবিলে কুমুদিনীব স্যামীকে পাইতে পাবি। আব একটি কথা কুমুদিনী যে, কে ? তাহা আমি অবগত নহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ কবিষা যদি এই সকল বিষয় আমাকে বলি যাদেন তাহা হইলে আমি অনতিবিলম্বে কুমুদিনীকে সেই হুঃসহ মনঃপীড়া হইতে মুক্ত কবিতো পাবি।

সুবেন্দ্রনাথের এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে ভৈববী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিষা বলিলেন বৎস। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর আমায় কিছুই বলিও না। আমি সমুদায় অবগত আছি। হাঃ বৎস কুমুদিনী। তোমাব অদৃষ্টে এই ছিল। এই বলিষা ভৈববী কাঁদিতে লাগিলেন। সুবেন্দ্রনাথ তাহাকে বোদন কবিতো দোণিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি কুমুদিনীব বখা ইহাব নিবট উত্থাপন কবিষা কি অগ্রায় কার্যই কবিলাম। বোধ কবি কুমুদিনী ইহাব কথা হইবেন। তিনি ইহা ভাবিষা ভৈববীকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, মা। আপনি বোদন সম্বরণ করুন। কুমুদিনীব নিমিত্ত কাঁদিতেছেন কেন ? তিনি তো স্তবর্ণ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি অনুমতি ববেন তবে আমি তাহাকে এখনি আপনাব নিকট আনয়ন কবি। ভৈববী সুবেন্দ্রনাথের

এই কথা শুনিয়া ক্ষণেক গন্তীরভাবে থাকিলেন এবং পুনৰায় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, না বৎস। কুমুদিনীকে এখানে আনিতে হইবে না। দেখ, আমি জন্মাবধি একাকিনী এই বন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। প্রায় লোকালয়ে গমন করি না। কিন্তু কি পাপে যে, মা-ছিন্নমস্তা আমায় সাংসারিক ব্যক্তির হায মাগা জালে আনদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পাবি না। কুমুদিনী আমায় কেহই নয়, কিন্তু তাহাব সেই কপমাপুত্রী মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বৎস। যখন তুমি কুমুদিনীর কথা উত্থাপন করিলে তখন আমি কুমুদিনীর বিষয় আদ্যোপান্ত বলিতেছি এবং কব প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত হইল এক দিন অপবাহু সময়ে আমি জাহ্নবী কূলে ভ্রমণ করিতেছিলাম দৈবাৎ তাহাব বক্ষোপরি দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিলাম তবঙ্গমধ্যে একটা শিশু এক বাব জল মগ্ন হইতেছে আবাব হস্ত উত্তোলন করিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না স্মৃতবাৎ কূল হইতে অতি-শয় বেগে ভাগীবথীর বক্ষে পতিত হইলাম। এবং সন্তবনদ্বাবা সেই শিশুটিকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া বক্ষোপরি, দক্ষিণ হস্ত সহায়ে বক্ষিত করিয়া কূলে প্রত্যাগমন করিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, শিশুব গাত্র স্পর্শ করিয়া দেখি সর্বাঙ্গ শীতল, অধিকত সংজ্ঞা শূন্য, ভাবিলাম, তাহাব দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে। নাসা-স্কে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিলাম, অনুভব হইল যেন অল্প অল্প নিশ্বাস বাহিতেছে। স্মৃতবাৎ আব আমি সেস্থানে বালবিলম্ব না করিয়া দ্রুত-গতিতে কূটীবে আগমন করিলাম এবং অগ্নি কুণ্ডের নিকট তাহাকে লইয়া যাইয়া দেখি, শিশুটি মগ্ন কিম্বা অষ্টম মাসের কুমারী, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, ওষ্ঠ অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। সহস্রাং দেখিলে বোধ হয় যেন, বিকসিত কমল, বৃন্তভট্ট এবং আতপতাপে দগ্ধ প্রায় হইয়া পতিত বহিষাছে। বাছার সেই অবস্থা দেখিয়া হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মৃগচর্ম্মোপরি শোয়াইয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে

লাগিলাম । কিয়ৎক্ষণ পবে কন্যাটী চক্ষু উন্মীলন কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল  
তখন আমি তাহার মুখে অল্প অল্প দুগ্ধ প্রদান কবিত্তে লাগিলাম ।  
ক্রমে তাব জষ্ঠানল নিষাবণ হইলে, তথাব শয়ন কবিয়া অল্প অল্প  
হস্তপদ নাড়িয়া থেলা কবিত্তে কবিত্তে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া যেন  
বৃদ্ধ মন্দ হাসিতে লাগিল । আমি যেন, সেই মধুর হাস্য নিবীক্ষণ কবিয়া  
জীবনের সার্থকতা লাভ কবিলাম । এবং বাব বাব তাহাব মুখ চুম্বন  
কবিয়া মৃণচন্দ্র হইতে তুলিয়া অঙ্গে শোয়াইয়া মনে মনে ভাবিতে  
লাগিলাম এ কত্মা কাহান ? এবং কি কপই বা জলমগ্ন হইয়াছিল ?  
অদ্য ইহাব পিতা মাতা এই অমল্য নিধি হাবাইয়া না জানি কতট  
অশ্রুণীবে ভাসিতেছে । হা ভগবান ! তোমাব লীলা বোঝা ভাব ! এই  
সকল ভাবিতেছি এমন সময় কন্যাটী নিদ্রিত হইল । আমি তাহাকে পুন  
বাষ মৃগ চক্ষোপবি শয়ন কবাটিয়া দেবীৰ মন্দিৰাভিমুখে গমন কবিলাম ।  
তথাব নিত্যকার্য্য সমাপ্ত কবিয়া কটীবে প্রত্যাগমন পূৰ্ব্বক কত্মাটব  
পার্শ্বে শয়ন কবিয়া নিদ্রিত হইলাম । ক্ষণেক পর, সপ্নে দেখিলাম.  
যেন মা ছিন্নমস্তা, আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, দেখ বৎসে !  
তোমাব এই ক্রোডস্থ কমাণীটি ভদ্র কুলোদ্ভবা, ইহাব পিতা মাতা  
সাগর তীরে গমন কবিয়াছিলেন । দৈব বর্ভুক কত্মাটি নৌকা হইতে  
জাহ্নবী জলে পতিত হয় । আমি উহাকে বক্ষা কবিয়া তোমাব হস্তে  
অৰ্পণ কবিয়াছি । তুমি ইহাকে আপন কত্মাব মত প্রতিপালন বিবিলে ।  
এই বলিয়া তিনি এক পবন স্কন্দব বালককে আমার সম্মুখে আনয়ন  
কবিয়া বলিলেন, দেখ, ঐ কত্মার যখন ত্রয়োদশ বৎসব বয়ঃক্রম  
হইবে তখন এই বালক তোমাব নিকটে আসিবে, তুমি এই বালকেব  
সহিত ইহাব বিবাহ দিবে । আমি তাহাব এই আবেদন শুনিয়া কবপুটে  
জিজ্ঞাসা কবিলাম মা ! ঐ বালক কে ? তিনি বলিলেন উহা কেহই  
নয কেবল ব্যক্তি নির্দেশ কবিবাব নিমিত্ত এই মূর্তি তোমায দেখা-  
ইয়া বাখিলাম । তিনি এই কথেকটি কথা বলিয়া অভ্যহিত হইলেন ।

এবং সেই সঙ্গে আমার নিজাও প্রশ্রয় কবিল। মনের উদ্বিগ্ন, দ্বিগুণ-  
তব রূপে প্রবল হইল। এবং এই কল্পা ও সেই বালক যে কে, তাহা  
বিশেষরূপে জানিবাব নিমিত্ত জ্যোতিষ গণনা আবিস্ত কবিয়া তদ্বারা  
সমস্ত অবগত হইলাম। এবং দেবীর প্রত্যাশে মত কল্পাকে প্রতি পালন  
করিতে লাগিলাম। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে পুষ্প চম্বে গমন করিতাম।  
আমি সেই সময় কল্পাটী একাকিনী গৃহে থাকিত বলিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত  
সবোবব হইতে কতগুলি প্রফুল্লিত কুমুদ তাহাব সম্মুখে রাখিয়া গমন  
করিতাম। সে তাহা লইয়া পবমানন্দে ক্রীড়া করিত। যে দিন কুমুদ  
অভাবে অত্র পুষ্প দিয়া গাইতাম, সে তাহা স্পর্শ না কবিয়া প্রাঙ্গন  
কিন্ম তরুল হইতে মুক্তিকা ধনন পূর্বক ক্রীড়া করিত। এবং আমাকে  
কুটীবে আসিতে দেখিয়া হস্ত বদনে হুলা লইয়া বাবস্বাব মস্তকে প্রদান  
করিত। আমি তাহা দেখিয়া তাহাকে সাদরে কোড়ে লইয়া ভাবিতাম,  
বাছা আমার কুমুদ ভক্ত, অন্য পুষ্প ভাল বাসে না। সেই নিমিত্ত  
কল্পাব নাম কুমুদিনী রাখিলাম। এই রূপে কুমুদিনী আমার নিকট  
থাকিয়া দিনদিন শশিকলা সদৃশ পবিত্রিত হইতে লাগিল। এবং  
আমায় মা। সম্বোধনে মায়া-জালে-আবদ্ধ কবিল।

ক্রমে যখন কুমুদিনী দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম কবিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে  
পদার্পণ কবিল। তখন তাহাব সেই অনুপম রূপ বাশিতে যৌবন  
আশ্রয় করা এই বনস্থলি এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।  
সহসা তাহাকে কানন মধ্যে দেখিলে বোধ হইত যেন রতি দেবী  
মন্মথকে হরকোপানলে ধ্বংস হইতে দেখিয়া মনের দুঃখে তপস্বিনী  
বেশ ধারণ পূর্বক বন চাবিনী হইয়াছেন। আহা! স্তাহার সেই পূর্ণ  
শশধর-সদৃশ-মুখমণ্ডল এবং আলুলায়িত কৃষ্ণ-বর্ণ-কঙ্ক-কেশ গুলি,  
যেন এখনও আমার নেত্র পথে পতিত রহিয়াছে। এক দিন কুমুদিনী,  
ঐ-মাধবী লতা-মূলে, জল সিঞ্চন করিতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ একটি  
মৃগ শাবক তথায় উপস্থিত হইল। কুমুদিনী তাহা দেখিয়া ক্রতবেগে

আমাব নিকট আসিয়া বলিল মা ! দেখ, দেখ, একটি হরিণ শাবক  
 আমাদেব প্রাঙ্গনে আসিয়াছে । আমাষ ঐটি ধবিয়া দাও-না । আমি  
 কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম শাবকটি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া  
 চতুর্দিক নিবীক্ষণ করিতেছে । আমাষ দেখিবা মাত্র বেগে প্রস্থান  
 করিল । কুমুদিনী তাহাকে পলাইতে দেখিয়া সজ্জন-নয়নে আমাষ  
 বলিল মা । আমাষ হরিণটি ধবিয়া দাও । আমি তাহাকে সান্ত্বনা  
 বাক্যে বলিলাম মা । ও বনেব হরিণ, আমি কি করিয়া ধবিব । যদি  
 তুমি একান্ত একটি হরিণ শাবক পুষিবার ইচ্ছাকব তবে অপেক্ষা কব  
 অতি অল্প দিনেব মধ্যে এখানে এক ব্যক্তি আসিবেন, আমি তাঁহাকে  
 বলিয়া তোমাব মনোভিলাষ পূর্ণ করিব । কুমুদিনী বলিল মা । তুমি  
 আমাষ সে দিন বলিয়াছিল যে কাল কেহু ভয়ে এ বনে কেহ আসিতে  
 পাবে না, তবে তিনি এখানে কি ক্রমে আসিবেন । এবং সে ব্যক্তিই  
 বা কে ? আমি বলিলাম বৎসে । তাঁহাব নাম ললিতমোহন ; তিনি  
 বিলাস পূবেব জমিদার, জাতিতে কাশ্ম্বর, মা-ছিন্নমস্তা, তাঁহাব পূর্ব  
 পুরুষেব প্রতিষ্ঠিত দেবী প্রায় দুই শত বৎসব অতীত হইল মা তাঁহা-  
 দিগকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, যে কেহ বিলাস পূবেব জমিদা-  
 রীত উত্তবাধিকারি হইবেন, তিনি চতুর্দশ বৎসবান্তে অমানিশাতে  
 এই বনে আসিয়া আমার পূজা করিবেন । এতদিন অল্প সময়ে আব  
 কেহ এ স্থানে আগমন না কবে । যদি কেহ আইসে তবে তাহাব  
 জীবন সংশয় হইবে । শুনিতে পাই, সেই অবধি কাল কেতু এই  
 বন-রক্ষক হইয়াছে । এই সকল কথা জন-সমাজে প্রচার হওয়াতে  
 আব কেহ এ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে না । কেবল নিষমিত সময়ে  
 বিলাস পূবেব জমিদার আসিয়া মাৰ পূজা করিয়া জান্ন । সেই সময় ও  
 সমাগতপ্রায় ; কুমুদিনী ইহা শুনিয়া আনন্দ মনে কুটীর মধ্যে প্রবেশ  
 করিল । আমি পূর্বেও এইরূপে সময়ে সময়ে কুমুদিনীর নিকট  
 সাংসারিক ব্যক্তিদিগের আচার ও ব্যবহারের গল্প করিতাম । কুমুদিনী

তাহা এক মনে আমার নিকট বসিয়া শ্রবণ করিত। যে সকল বিষয় বুঝিতে পারিত না, তাহা বাবন্সার জিজ্ঞাসা করিত। এই রূপে কুমুদিনী আমার নিকট সাংসারিক ব্যক্তিদিগের আচাৰ ও ব্যবহার অবগত হইত। স্ততরাং ললিতমোহন আসিবেন, তিনি কি রূপ ব্যক্তি? তাঁহার সহিত কি প্রকাৰে বাক্যালাপ কবিব? এই সকল জিজ্ঞাসা কবিবার নিমিত্ত কুমুদিনী পুনৰায় কুটার হইতে আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় সেই হবিণ শাবকটিও লাফাইতে লাফাইতে আমার প্রাক্ষনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমুদিনী তাহা দেখিয়া আনন্দে কবতালি দিবা মাত্র মৃগ শাবকটি তথা হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান কবিল।

আমি এই ব্যাপার দৃষ্টে আশ্চর্য্যাবিত হইলাম। ভাবিলাম শাবকটি কাহার, গৃহ পালিত হইবে নচেৎ বাবন্সার আশ্রমাভিমুখে আসিবে কেন। মনে মনে এই স্থির কবিয়া কুমুদিনীর হস্ত ধারণ পূৰ্বক আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম। কিম্বদ্বুব গমন কবিয়া দেখি, অনতিদূরে একজন মনুষ্য আসিতেছে। সেই মৃগ শাবকটিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। কুমুদিনী আগন্তক ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয়ে আমায় অগ্রসর হইতে নিষেধ কবিল। আমি বলিলাম ভয় কি মা! ও কিছুই নহ; ও এক জন মনুষ্য আসিতেছে। ক্রমে সেই ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিয়া আমার ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম কবিলে আমি তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে? তিনি কৃতান্তলিপুটে দাঁড়াইয়া বলিলেন মা। আমি আপনার কিঙ্কর ললিতমোহন; আমি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে আশীৰ্বাদ করিয়া বলিলাম বৎস। বহুকাল পরে সাক্ষাৎ, সেই নিমিত্ত চিনিতে পারি নাই। এক্ষণে সমস্ত কুশল, তিনি বলিলেন আজ্ঞা হাঁ আপনার আশীৰ্বাদে সমস্ত মঙ্গল, আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে নিষমিত কালের পূৰ্বে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে এ স্থলে আগমন করিয়াছি। অভাব

সে কারণ এ দাসের অপবাধ মার্জনা কবিবেন। আমি তাঁহাকে অভয় দান কবিয়া বলিলাম বৎস। তোমাব কোন ভয় নাই, তুমি আমার কুটীরভিত্তিতে গমন কব। আমি এখনি দেবীর মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া আমি কুমুদিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দিরে গমন করিলাম। পথে যাইতে যাইতে আমার দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। হঠাৎ এই অমঙ্গল চিহ্ন দৃষ্টে, মন অতিশয় ব্যাকুল হইল। পবে দেবীর মন্দিরে যাইয়া যাব স্তব কবিলাম। এবং ললিতমোহনের এ স্থলে নিয়মিত কালের পূর্বে আগমন হেতু স্বস্ত্যয়ন কবিয়া কুটীরে আগমন করিতেছি, এমন সময় কুমুদিনী বলিল মা। আমার বাম চক্ষু নৃত্য করিতেছে কেন? আমি তাহাব এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম যে এত দিনের পব বুঝি, কুমুদিনীকে হারাইলাম। এই ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিয়া বলিলাম, ভয় নাই বৎসে। উহা মঙ্গল চিহ্ন, চল আমবা শীঘ্র কুটীরে গমন কবি। তথায় ললিতমোহন একা অবস্থিত করিতেছেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমবা কুটীরে আগমন কবিয়া দেখি, ললিতমোহন ঐ মাধবীলতা-মূলে কপোলে কব-বিন্যাস পূর্বক বসিয়া আছেন। মৃগ শাবকটি ঐ লতামণ্ডবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমি তাহা ঐদৃশ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যাক্ত হইলাম। ললিতমোহনের শব্দ—স্পন্দ বহিত, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, হঠাৎ দৌধলে চিত্তার্পিতের ন্যায় বোধ হয়। তাঁহাব এ রূপ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বৎস ললিতমোহন! তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতেছ? আমার এই কথা তাঁহার কর্ণ কূহরে প্রবেশ কবিয়া মাত্র, তিনি স-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কবযোডে বলিলেন মা। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আব কয় দিনই বা বাঁচিব, পুত্রমুখাবলোকন স্তবে বঞ্চিত, আমার পক্ষে সংসার অসাব ও অন্ধকাবময় দৃষ্ট হইতেছে। ঐশ্বর্য্য সকল বিষময় বোধ হইতেছে। প্রায় দুই মাস গত হইল, একদা গভীর যামিনীতে স্বপ্ন দেখিলাম, কে যেন আমাষ বলিলেন, তুমি অপত্য মুখাবলোকনে



কথিত হইয়াছে বলিয়া, দুঃখিত হইও না। দৈবক্রমে যে ব্যক্তিকে পাইব, তাহাকে দেবদত্ত পুত্র রূপে গ্রহণ কবিয়া পূর্ব পুরুষদিগের নাম বক্ষা কবিবে। আমি সেই পুত্র প্রত্যাদেশ জ্ঞান কবিয়া পব দিন শুকদেবের নিকট গমন কবিয়াছিলাম। তথা হইতে নৌকাবোহণে সাতী প্রত্যাগমন কবিতেছি, হঠাৎ জাহ্নবী-কূলে নেত্রপাত হওয়াতে দেখিতে পাইলাম একটা পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক তথায় মৃত্যু শ্রাব পতিত বহিষাছে। শ্যামলকুলুবেবা তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কেহ তাহাকে স্পর্শ কবিতেছে না। আমি ইহা দেখিয়া মাজিকে তথায় নৌকা লাগাইতে আদেশ কবিলাম। সকলে তীরে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, বালক সজ্জা শূত্র, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। মাজি কহিল, মহাশয়। এ ছেলেটী জলমগ্ন হইয়াছিল। এখনও বাঁচিবার আশা আছে। চলুন আমরা ইহাকে নৌকায় লইয়া যাই। এই বলিয়া তাহার বালকটিকে নৌকায় আনয়ন কবিয়া অনেক যত্নে চৈতন্য করাইল। আমি তাহা দেখিয়া পবমাছাদিত হইলাম এবং বালককে উত্তম পবিক্রম পবাইয়া নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম বাবা। তুমি কিরূপে জলমগ্ন হইয়াছিলে? তোমার বাটী কোথায়? এবং তোমার পিতার নাম কি? বালক আমার এই কথা শুনিয়া নিবৃত্তবোধন কবিতে লাগিল। আমি তাহাকে বোধনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল মহাশয়। আমার পূর্বের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি যখন পুনর্জীবিত হইয়াছি তখন আমার নিবাস এই জাহ্নবী তীরে এবং আপনি আমার জীবনদাতা পিতা, আমি তাহার সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিলাম না। এবং তৎকালে স্বপ্ন বিবরণ স্মরণ হওয়াতে, বালককে বলিলাম বাবা। তুমি আমার পুত্র, আমি তোমাকে রজনীকান্ত বলিয়া ডাকিব, সেই দিন হইতে আমি বালককে দেবদত্ত ভাবিয়া বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। আমার গৃহিণী তাহাকে পুত্র অপেক্ষা স্নেহ ও যত্ন কবেন। ইতোমধ্যে

এক দিন গুরুদেব আমার বাটীতে আসিয়া রজনীকান্তের সহিত বাক্যালাপে পরম পুলকিত হইয়া আমায় বলিলেন, বৎস ! এই বালকটিকে তুমি দৈবযোগে প্রাপ্ত হইয়াছ, এটী কপে ও শুণে সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে তোমার স্বপ্ন বিবরণ আমায় শ্রবণ হইল । অতএব তুমি ইহাকে দেব দত্ত-পুত্র কপে গ্রহণ কবিতে পার ।

আমি বলিলাম শুবো ! আমার স্বপ্ন বিবরণ সমস্তই শ্রবণ আছে । কিন্তু আপনাদেব অনুমতি অপেক্ষায় এ পর্য্যন্ত বালককে পুত্র বলিয়া সমাজ মধ্যে বরণ কবিতে পারি নাই । এক্ষণে আপনি যেকপ অনুমতি করিবেন তাহাই করিব । তিনি বলিলেন ইহাব মধ্যে আর একটী কথা আছে, অগ্রে বালকটীর পবিচয় জানা বিশেষ আবশ্যক কবে ।

তুমি এখনকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কেবল আমার কথায় এ কার্য্য করা যুক্তি যুক্ত নহে । অতএব তুমি শীঘ্র মা ভবানী দেবীর নিকট হাইয়া এ সকল বিষয় ব্যক্ত কব । তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ তিনি থাকিয়া এ কার্য্য সমাধা করিলে আর কাহারও কোন সন্দেহ বা আপত্তি থাকিবে না । আমি গুরুদেবের এই কথা শুনিয়া আপনাব নিকট নিয়মিত কালেব পূর্বেই আগমন কবিয়াছি । এক্ষণে আপনাব যেকপ অনুমতি হয় তাহাই করিব । মা ! আপনি সৰ্ব্বজ্ঞা, অনুগ্রহ করিয়া সেই বালকের জাতি ও কুলের পবিচয় দিয়া আমাব কৌতুহল নিবারণ করুন । সেই বালক বয়স্ক হইলেও, জানি না কি জন্য নিজ পবিচয় দানে অসক্ত ; তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম, বৎস । বালককে, কি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ ? তিনি বলিলেন আজ্ঞা হাঁ । আমি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছি । এক্ষণে সে নৌকায় অবস্থিতি করিতেছে । আমি আজ্ঞাদিত হইয়া বলিলাম বালককে—আনিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছ । তুমি কল্য প্রাতে তাহাকে আমার কুটীরে আনয়ন করিও । আমি তাহাকে দেখিয়া, সমস্ত বিষয় তোমাকে আনুপূর্ব্বক বলিব । ললিতমোহন ইহা শুনিয়া পরমাঙ্কুশিত হইলেন এবং অপরাপর কথণোকথনের

পব হঠাৎ কুমুদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা । এই অনুপম রূপ-লাবণ্যময়ী কুমাৰীটি কে ? আমি তাঁহার কথা শুনিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম কুমুদিনী সেই মৃগ শাবকটিকে ক্রোড়ে লইয়া, ঐ লতামণ্ডপে বসিয়া আছে এবং এক একটি কুশান্দ্রুব উৎপাটন করিয়া তাহার মুখে প্রদান করিতেছে । আমি এই অবকাশে ললিতমোহনকে সংক্ষেপে পবিচয় দিলাম । তিনি তাহা শুনিয়া আশ্চর্য-বিত্ত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুমুদিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন, মা । এই কুরঙ্গটি লইবে ? কুমুদিনী তাহার কথায় লজ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিল । আব কোন কথা কহিল না । ললিতমোহন বলিলেন তুমি হরিণ শাবকের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলে, 'আচ্ছা' আমি কুরঙ্গটি তোমাষ অর্পণ করিলাম । এই বলিয়া তিনি প্রফুল্ল বদনে আমার নিকট বিদায় লইয়া নৌকাষ গমন করিলেন । পব দিন প্রত্যয়ে আমি যখন পুষ্পচয়নে গমন কবি, কুমুদিনীকে বলিয়া যাইলাম, দেখ মা, যদি আমার আসিবাব পূর্বে ললিতমোহন আগমন করেন, তবে তাঁহাকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিবে এবং কহিবে আমি শীঘ্র পুষ্পচয়ন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, এই বলিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলাম । পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, ললিতমোহন সেই বালককে আমার নিকটে আনিলে, আমি কুমুদিনীর নিকট বালককে রাখিয়া ললিতমোহনকে দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া তাহার পবিচয় দিব । মনে মনে এই স্থির করিয়া নিত্য কার্য্য সমাধানান্তে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, ললিতমোহন সেই পবম সুন্দর বালকেব হস্ত ধারণ পূর্বক প্রাঙ্গনে পদচালনা করিতেছেন । কুটীর সম্মুখে দুইখানি মৃগ চৰ্ম্ম বিস্তৃত আছে এবং কুমুদিনী কুবঙ্গ শাবকটিকে ক্রোড়ে লইয়া লতামণ্ডপের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে । আমি সেই বালকের বদন মণ্ডল দেখিয়া ভাবিলাম, এত দিনের পব বুঝি দেবীর প্রত্যাদেশ সত্য হইল । এই ভাবিয়া বালকের মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া পুত্তলিকা-

বৎ প্রাপ্তনে দাঁড়াইয়া বহিলাম। গৃধে বাক্য বহিত, এমন সময় ললিতমোহন আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল মা। আপনাব একপ ভাব দৃষ্টে আমি বড় ভীত হইয়াছি। কৃপা করিয়া অভয় প্রদান করুন। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিয়া বলিলাম, বৎস ললিতমোহন। উতলা হইও না। কোন ভয় নাই। পবে কুমুদিনীকে ডাকিয়া তাহাব হস্তে পুষ্পপাত্র অর্পণ কবিয়া বলিলাম বৎসে কুমুদিনি। তুমি ও বজনীকান্ত এইখানে অবস্থিতি কর, আমিমা মাবমন্দির হইতে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিষা আমি ললিতমোহনকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মন্দিরে গমন বলিলাম। তথায় যাইয়া মাব সমক্ষে ললিতমোহনকে কুমুদিনী ও বজনীকান্তেব পবিচয় প্রদান করিলাম এবং বলিলাম দেখ বৎস। এই সকল কথা এক্ষণে কাহাবও নিকট প্রকাশ করিও না, কালক্রমে একে একে সমস্তই প্রকাশ হইবে। ললিতমোহন আমার নিকট এই অভূত ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আব বলিলেন মা! অদ্য আমার সুপ্রভাত, আমি যে একপ আশাতীত ফল লাভ করিব, তাহা সম্প্রেক্ষ ভাবি নাই।

আজ আমি আপনাব এবং মা ছিন্নমস্তাব আশীর্ব্বাদে অমূল্য বহু-যুগল প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন এ শুভকার্য্য কবে এবং কি রূপে সমাধা হইবে। আমি বলিলাম চল এক্ষণ আমিমা কুটীবে গমন করি। পবে অদ্য শুভক্ৰণে মাব সমক্ষে আমি কুমুদিনীকে বজনীকান্তের হস্তে অর্পণ কবিব। দেবীর পূজাবকালও সমাগত, অতএব তুমি এই অমানিশিতে মাব পনিষ্মিত পূজা করিষা বজনীকান্ত এবং কুমুদিনীকে লইয়া স্নদেশে গমন কবিও। আমিও তোমাদেব সঙ্গে বিলাসপূবে যাইয়া যথা নিয়মে শুভকার্য্য সম্পাদন কবিয়া আসিব। আমিমা এই মুক্তি স্থিব কবিয়া কুটীবে প্রত্যাগমন কবিয়া দেখি কুমুদিনী ও বজনীকান্ত উভয়ে প্রাপ্তনে ষসিয়া প্রক্লব বদনে কথপোকথন করিতেছে। হঠাৎ আমাদিগকে দেখিষা তাহাবা যেন কিছু লজ্জিত হইল। আমি তাহা

দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পাবিলাম যে, তাহাদিগের সেই সরল হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত দেখিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি পরমাক্সাদিত হইলাম। এবং সেই দিবস গোষ্ঠী লগ্নে মা ছিন্ন মস্তাব মন্দিবে বজনী কান্তের হস্তে কুমুদিনীকে অর্পণ করিয়া বলিলাম, মা কুমুদিনী। এই বজনীকান্ত অদ্য হইতে তোমার পূজনীয় ভর্তা হইলেন। তুমি অদ্য হইতে ইহাব সঙ্গে সহধর্ম্মীব কার্য্য নির্বাহ কর। এই বলিয়া নব-দম্পতীকে কুটীবে লইয়া গেলাম। পব দিবস ললিতমোহন অমানিশাতে মার নিষমিত পূজা সমাধা কবিলেন। পবে আমরা তাহাদিগকে লইয়া বিলাসপুরে গমনপূর্ব্বক সামাজিক ব্যবহাবমত ভ্রত-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া আমি দস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম।

বৎস সুরেন্দ্রনাথ। কুমুদিনীর বিষয় আব অধিক কি বলিব, তাহাব মেই হাঙ্গ বদন, কুবঙ্গ নযন; কাম ধনু সদৃশ ভুরুদ্বয়; আল-লাবিত কেশ; মুক্তাপাতি সদৃশ দন্ত, মৃণাল সদৃশ ভুজ যুগল; মৃণ কোটী, এবং গজেন্দ্র গমন, আমাব এখন ও নয়ন পথে পতিত রহিয়াছে। আমি সেই অঞ্চলের নির্ধিকে যে অবধি বিলাস পূবে বাধিয়া আসিয়াছি সে অবধি আমি এক মুহুর্তেব নিমিত্তও সুধি নছি। বৎস আত্মীয় বন্ধুর নিকট দুঃখের কথা ব্যক্ত কবিলে মনেব ক্রেশ অনেক লাঘব হয়। আমি সেই নিমিত্ত কুমুদিনীর বিষয় তোমার নিকট আনুপূর্ব্বক ব্যক্ত কবিলাম। এক্ষণে তুমি তুমাব সুবর্ণ গ্রামে গমন কব। তোমাব যাইবার বিলম্ব হইলে অনিষ্ট ঘটিবাব সম্ভাবনা।

সুরেন্দ্র। যে আজ্ঞা! আমি এখনি চলিলাম।

ভৈরবী। চল আমিও তোমার সহিত জাহুবীকূলপর্য্যন্ত যাই-তেছি, এই বলিয়া তাহাবা উভয়ে তথা হইতে ধীরে ধীরে গমন কবিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কিয়দূর আসিয়া বলিলেন, মা! যদি অপরাধ ক্রমা করেন, তবে আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

ভৈরবী। বংস। কি বলিতে ইচ্ছা বল।

সুরেন্দ্র। কুমুদিনী কিকপে দম্পত্যদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন।

ভৈরবী। বংস। তবে শ্রবণ কর। কুমুদিনী শিশু-আলয়ে কিছু কাল থাকিয়া, আমাব নিমিত্ত অতিশয় কাতব হইয়া ছিলেন। ক্রমে দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়ায় এবং সাংসারিক কার্যে নিযুক্ত থাকায় আমায় এক প্রকাব বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহাতে আমি কুমুদিনীর প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না। কাবণ ক্রীজাতি বাল্যপিতা মাতার, যৌবনে স্বামী, প্রৌঢ়ায় এবং বার্কক্যে পুত্রের বশবর্তিনী হইয়া জীবন যাত্রা অতি বাহিত কবেন। বংস। কালধর্ম দেখ, যাহাকে ক্ষণেক না দেখিলে ব্যাকুল হইতে হয়, কার্য্য গতিকে তাহার দীর্ঘকাল অদর্শন হইলে, মনের ব্যাকুলতা ভ্রূস হয়। অর্থাৎ দর্শন জনিত মায়া, বহুকাল অদর্শনে ক্রমশঃ লাঘব হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই সংসারী ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুব বিচ্ছেদ, কালক্রমে বিস্মৃত হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ কবেন। কুমুদিনীও সেই রূপে আমাকে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া পরমসুখে দিনপাত করিতেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এক পুত্রবতী হইয়া সংসার আলোকিত কবেন। ললিতমোহন পৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া পবমানন্দে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান কবেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া যথাবিধি যাপ্যজ্ঞ সমাধা করিয়া পৌত্রের নাম চল্লিশ বাধিলেন। পবে হঠাৎ তিনি বোণাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ কবেন। এক দিন কুমুদিনী পুত্রকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতেছিল, কুমার মাতার অঙ্কে নিদ্রিত হইলে, কুমুদিনী স্নেহনয়নে অপত্য মুখ নিবীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ আমার স্মরণ হওয়াতে একান্ত ব্যাকুল হইল। এবং তাহার বাল্যবস্থা চিন্তা করিতে করিতে সেই কুরঙ্গ নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল। রজনীকান্ত ইতিমধ্যে গৃহ মধ্যে আসিয়া তাহার তাদৃশ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কুমুদিনী কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিল, দেখ অনেক দিন আমি মাতাকে দর্শন করি নাই ।  
তাঁহাব নিমিত্ত আমার মম অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে । রজনীকান্ত  
বলিলেন কুমুদ তথায় আমাদেব যাইতে বিশেষ আপত্তি আছে । বোধ  
হয় দেবীর আদেশ বাক্য তোম'র শ্রবণ থাকিতে পারে । অতএব কি  
ক'র নিয়ম বহিভূত কার্য্য করি । কুমুদিনী বলিল তাহা সত্য কিন্তু  
আমি মাতাব নিকট যাইতেছি এ কাৰণ বোধ হয়, দেবী আমাদেব  
কোন অপবাধ লইবেন না, আব কালকেও আমাদেব প্রতি কোন  
অশ্রাচাব করিবেন না । আবো দেখ, মা আমার মর্দজ্ঞা, তিনি গণনা  
দ্বাৰা ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই জানিতে পারেন । আমি নিশ্চয়ই বলি-  
তেছি তিনি প্রত্যহই আমাদিগেব সংবাদ জ্যোতিষের দ্বারা অবগত  
হনেন । যদি আমাদিগেব তথায় যাওয়া হয়, তবে তিনি এই সংবাদ  
অগ্রেই জানিতে পাবিবা আমাদিগেব আগমন প্রতীক্ষায় জাহ্নবী তীরে  
উপস্থিত থাকিবেন । সেই স্থানে তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিবা আগবা  
প্রত্যাগমন করিব । চল্লনাথ প্রায় তিন চারি বৎসবেব হইল, আমার  
বড় ইচ্ছা যে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও । দেখ আমি বড়  
দুঃখিনী, জন্মাবধি পিতা নাতা যে কে, তাহা জানিতে পারিলাম না । এই  
বলিতে বলিতে কুমুদিনীর চক্ষুর্জলে বহুস্থল ভাষিয়া গেল । রজনীকান্ত  
সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে বলিল বোদন সম্বরণ কর । তুমি যে যুক্তি  
স্থিৰ করিয়াছ আমি তাহাতেই সম্মত আছি । কল্য প্রাতেঃ নিশ্চয়ই  
তথায় যাত্রা করিব ।

বৎস সুরেন্দ্রনাথ । অধিক আর কি বলি, সেই সকল কথা শ্রবণ  
হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । কুমুদিনী রজনীকান্তকে যাত্রা বলিয়া-  
ছিলেন তাহা সত্য, বাস্তবিক আমি গণনাদ্বারা প্রত্যহ তাহা-  
দিগেব সংবাদ লইয়া থাকি এবং এই ঘটনাও জানিতে পারিয়া, পব  
দিন তাহাদেব এখানে পৌছিবার কিছুপূর্বেই আমি এবং কাল-  
কেও ভাগীবথী তীরে উপস্থিত হইলাম । সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন

মা ! আপনি মধ্যে মধ্যে যে কালকেতুর নাম উল্লেখ করিতেছেন, তিনি কে ।

ভৈববী । বৎস ! কালকেতু দেবীর বন রক্ষক এবং আমার নিতান্ত অনুগত, তাহার অসাধারণ ক্ষমতা, সে যে কত কাল এ বনে অবস্থিতি করিতেছে তাহা আমি জানি না । আমি শুকদেবের নিকট শ্রুত আছি । কালকেতুর ভবে এ বনে কেহ আগমন করিতে পারে না । তাহার ভীষণ মূর্তি লোকে দেখিবা মাত্র সংজ্ঞা শূন্য হয় । বৎস ! বোধ হয় তোমার শরণ থাকিতে পাবে, তুমি তাহাকেই দেখিয়া গত রাত্রে, সেকপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলে । কালকেতু দিবা ভাগে যে, কোণায় অবস্থিতি কবে তাহা জানি না । কিন্তু প্রত্যহ রাত্রে এই বন মধ্যে বিচরণ করে । আমি সেই নিমিত্ত তোমাকে এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিতে অনুমতি কবিয়াছিলাম ।

সুরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কালকেতুর মূর্তি অকস্মাৎ তাহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হওয়ায়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল তিনি সে কথা আর কিছুই উত্থাপন না কবিয়া বলিলেন, মা ! তাহার পর আপনারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া কি দেখিলেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার উদ্বিগ্ন দূর করুন ।

ভৈববী । তাব পব আমি দেখিলাম রজনীকান্ত কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে একখানি তরণী আরোহণে এইখানে আগমন করিতেছেন । এগন সময় দেখি এক দল দস্যু ভাগীরথীর মধ্যস্থলে তাহা-দিগেব নৌকা আক্রমণ করিল । আমি এই শোচনীয় ব্যাপার দৃষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে কালকেতুকে বলিলাম, বৎস কালকেতু ! তুমি তুমি ঐ দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া বজ্রনীকান্তকে এই ঘোব বিপদ হইতে মুক্ত কব । সে তৎক্ষণাৎ বজ্রধ্বনির শ্রাব্য চীংকার করিয়া জলে পতিত হইল এবং অণেক পব আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমি দস্যু-দিগকে জলমগ্ন করিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ঘাইবাব পুর্বে



কুমুদিনী ও তাহার পুত্রকে এক জন দম্পত্য লইয়া পলায়ন করিয়াছে । আমি অনেক অনুসন্ধান কবিয়া দেখিলাম কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না । এই শেচনীয় সংবাদ শুনিয়া হৃদয় ব্যাকুল হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষিপ্রাসা কবিলাম, কালকেতু ! রজনী-ভাস্ত্র কোথায় ? সে বলিল তিনি একা নৌকায় অবস্থিতি করিতেছেন । আমি তাহাকে বলিলাম, শীঘ্র বজ্রনীকান্তকে আমায় নিকট লইয়া আইন । সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল । আমি দেখিলাম বজ্রনীকান্ত সংজ্ঞাশূন্য, অনেক কষ্টে তাঁহাকে সচেতন করাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবীর মন্দিরে লইয়া গিয়া গণনা দ্বারা অবগত হইলাম, কুমুদিনী ও তাহার পুত্র তোমার কিস্কব সাহায্যে দম্পত্য হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে । ইহা জানিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম । পরে বজ্রনীকান্তকে বলিলাম, বংস ! তোমার ভয় নাই, তুমি শান্ত হও । আব ত্রন্দন কাঁবও না । গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ একুণ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে । আববাব কালক্রমে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সুখালোকন করিবে । কিন্তু হৃৎথেব বিষয় বজ্রনীকান্তকে আমি প্রবোধ বাবে্যব দ্বাৰা কিছুতেই সাধুনা করিতে পারি-তেছি না । এম্মণে তিনি মিশ্রপ্রায় হইয়া জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, বংস । অধিক আব কি বলিব, তুমি তাঁহাৰি ত্রন্দন শুনিয়া এ স্থলে আগমন করিয়াছিলে । এখন আমার এই অনুবোধ, তুমি শীঘ্র সুরগগ্রামে যাইয়া কুমুদিনীকে বজ্রনীকান্তের বশল বার্তা প্রদান কর এবং তাহাকে তথা হইতে তোমার বাটীতে লইয়া যাও । আব তোমার এ স্থানে আসিবাব আবশ্যক নাই । আমি শীঘ্রই বজ্রনীকান্তকে লইয়া তোমার বাটীতে গমন করিতেছি ।

এই কথাৰ পৰ ভৈববী সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, দেখ বংস ! আমরা জাহ্নবী-বলে আগমন করিয়াছি । এক্ষণে তুমি নৌকায় গমন কর । সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া

দেখিলেন, সেই দুর্গম বন অতিক্রম কবিয়া ভাগীবথীর তীরে আগমন কবিয়াছেন। তটিনীর জল কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে। বাত্রি আর অধিক নাই, নিশানাথ পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া পড়িয়াছেন এবং সেই বৃহৎ বিপিনের ছায়া ভাগীবথীর স্রুচ্ছ সলিলে পতিত হওয়াতে তাঁহার এক অপূর্ণ শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। অকস্মাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, পতিত-পাবনী গঙ্গা একখানি নীলাম্বর সাটী পবিধান কবিয়া উষাব আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ এই অশুপম শোভা দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে ক্ষুণ্ণ হইল না। কেন হইল না তাহা কে বলিতে পারে। তিনি কি ক্ষুণ্ণপিপাসায় এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন? না, আমার বোধ হয় তাহা নহে। তিনি ভাবিতেছেন যে কতক্ষণে স্বৰ্ণ-গ্রামে যাইয়া কুমুদিনীকে তাঁহার স্বামীকুশল বার্তা প্রদান কবিবেন। সেই কাৰণ সুরেন্দ্রনাথ অনন্তমনা হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভৈরবী সুরেন্দ্রনাথকে তাদৃশ ভাবাগ্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কি চিন্তা কবিতেছ? সুরেন্দ্রনাথ মনোগত ভাব গোপন কবিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! আমি কিছুই চিন্তা কবিতেছি না। আপনি গমন করুন। এই বলিয়া তিনি ভৈরবীর পদধূলি গ্রহণ পূর্বক বিদায় হইলেন। কিমদ্বয় যাইয়া অকস্মাৎ বোধ কবিলেন, কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এই হেতু তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পবে দেখিলেন ভৈরবী দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেখ বৎস! আমি তোমায় একটা কথা বলিতে বিশ্রুত হইয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত তোমার নিকট পুনরাগমন করিলাম। সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে রুতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, কি কথা, আজ্ঞা করুন।

ভৈরবী। বৎস! তুমি নাবিককে যে স্থানে নৌকা বাধিতে অনুমতি করিয়াছিলে সে এখন তথায় নাই। তুমি নির্দিষ্ট স্থানের কিমদ্বয় অগ্রে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে, নৌকা দেখিতে পাইবে, তজ্জন্য নাবিকের প্রতি কণ্ট হইও না।

সুবেন্দ্র । মা । এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আপনার এত কষ্ট পাইবার আবশ্যক ছিল না ।

ভৈরবী । বৎস । স্মৃতা নয়, আব একটী কথা বলি, তোমার সনতিব্যাহারে যে কএক জন পাইক আসিয়াছিল তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়া চীংকাব কবে, সেই ছুরাঙ্গা আমাব কুমুদিনীকে লইয়া পলায়ন কবিয়াছিল । অন্য ষামিনীতে কালকেতু তাহাকে আমাব আদেশে কেশাকর্ষণ পূর্বক নৌকা হইতে হরণ কবিয়াছে । কল্যা আমি মা । ছিন্নমস্তাব সম্মুখে তাহার শিবশ্ছেদন করিয়া পাপের সমুচিত দণ্ড দিব । সুবেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া ক্রোধাক্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মা । বলেন কি । আমাব সেই ছুরাঙ্গার নিকট, সেই পাষাণের নিকট, শীঘ্র লইয়া চলুন, আমি সহস্তুে তাহার মস্তক ছেদন কবিয়া এই অপবাদের শাস্তি বিধান কবি ।

ভৈরবী । না বৎস । তোমাব আব তথায় বাইবার আবশ্যক নাই । আমি স্বয়ং সে কার্য্য সমাধা কবিব, এক্ষণে তুমি গমন কর । ঐ ধে দূরে একটী বৃক্ষ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, উহা অতিক্রম করিয়া যাইলে তোমাব নৌকা দেখিতে পাইবে, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । সুবেন্দ্রনাথ ছুরাঙ্গা পাইকের দুর্জয়বহাব চিন্তা কবিত্তে কবিত্তে কিয়দূর বাইয়া সম্মুখে তাহার নৌকা দেখিতে পাইলেন । মাজি এবং পাইকদিগের নিদ্রা নাই । তাহার সকলে একত্রে বসিয়া বলাবলি কবিত্তেছে আমাদেব কি সর্জনশই হইল । বাবু হযত মারা পড়িয়াছেন । তাহাদের মধ্যে আব এক জন বলিল, না ভাই । আব আমাদেব এখানে থাকা হবে না । দেখ্‌লি তো, কে একজন এসে মোলাবামের চুলের ষটি ধবে কোথায় টেনে নিয়ে গেল ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি । তাই তো ভাই ও সেদিন বা স্বপ্নে দেখেছিল, তাই ঘটলো ।

মাজি । ওবে খাম্ খাম্, ঐ দেখ কে একজন মন্ মন্ কবে আশ্রা-  
দেব নায়েব দিকে আস্চে ।

মাজিৰ এই কথা শুনিয়া সকলেই চৌকাষ কবিয়া উঠিল । সুবেন্দ্র  
নাথ সহসা তবনী মধ্য এই রূপ গোলমাল শুনিতে পাইয়া, ভাবিলেন  
আবার বুঝি ক্লি ঘটনাছে । এমন সময় মাজি সাহসে ভর কবিয়া  
জিজ্ঞাসা করিল, এ দিপে কে আসিতেছ ?

সুবেন্দ্র । ওবে আমি , তোরা গোলমাল কচ্চিস কেন ?

মাজি । আমি কে ? তোমাব বাড়ী কোথা ?

সুবেন্দ্র । আমি স্বৰ্ণগ্রামে যাব ।

মাজি । আজ্ঞা, বাবু না কি ।

সুবেন্দ্র । হেঁ

মাজি । মহাশয় ! আমাদের সর্দনাশ হইব্বছে আপনি এলেন  
বাচলাম্ ।

সুবেন্দ্র । ভয় কি, নৌকা কিনাবায় নিবে আয় ।

ইহা শুনিয়া মাজি তাড়াতাড়ি, নৌকা কিনাবায় আনিল, এবং  
শণবন্তে বাবুকে জিজ্ঞাসা কবিল, মশায় ! আপনার ত কোন বিপদ  
ঘটে নাই ?

সুবেন্দ্র । বিপদ কি রে ?

মাজি । আর বাবু আমাদের সর্দনাশ হ'য়ে গেছে । কাল বাজ্রে  
আপনি জঙ্গল মধ্যে গেলে, আমি দুই জন পাগ্কে আপনার পেছন  
পেছন পাঠিয়েছিলাম । আপনি বিরক্ত হবেন, তাদের ফিব্বে দিলেন ।  
কিন্তু তাবা আপনার কথা না শুনে জঙ্গলে লুকুয়েছিল । তার পর  
আপনি কোথায় গেলেন । তারা না জান্তে পেরে, নায়ে ফিব্বে এলো  
এবং আমার বগ্নে, বাবু কোথায় গেলো দেখতে পেলেন না । এই  
শুণেই ত আমার প্রাণ চম্কে উঠলো । শেষে মাত পাঁচ ভেবে মনে  
কল্পান আশনি আজ আস্তে পাবেন, তাই অপেক্ষা করে, লা-স্বাট

পেঁথে বাঁধলাম। তাবপর সমস্ত দিন গেলো। আপনি এলেন না। আরো তব হলো। ভাবলাম আজকের বাতটাও দেখা যাক। পরে কাল সকালে সকলে মিলে জঙ্গল মধ্যে আপনাকে খুঁজতে যাব। এই স্থির ক'রে আমবা নায়ে ব'সে গল্প কচ্চি, এমন সময় কে একটা বেগুদস্তি ব মত নায়ে দৌড়ে এসে, মোলা বামেব চুলের মুটি ধবে ভেঁা কবে কোথায যে নিষে গেল, তাব আব কিছুই জমন্তে পাল্লাম না। আমবা সেই ভয়ে লা খুলেনে শ্রথানে পাল্ য়ে এসেচি।

সুবেল্ল। তা বেস কবেচিস, এখন শীঘ্র সুবর্ণগ্রামে নৌকা নিষে চল্। মাজি বাবুব একপ উত্তর শুনিবা আব কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিতে সাহস কবিল না। সুতবাং বদোর বদোর বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

## পিঞ্জরের পক্ষী পলাইল ।

সংসারেব কিছুই চিরস্থায়ী নয। সুখেরপব দুঃখ এবং দুঃখেরপব সুখ, এই নিয়মে লোকে বিবিধ দশান্তর প্রাপ্ত হইয়া দিনাতিপাত কবিতেছে। পাঠক মহাশয। দেখুন ওদিকে বসন্তকুমারী দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া আহাব নিদ্রা ত্যাগ কবিষাছেন। সদাই ভাবিতেছেন, পত্নের প্রত্যাশার কি আসে দেখা যাক। যদি যথার্থই সুবেল্লনাথ কুমুদিনীর প্রেয়াসন্ত হন। তবে আমি এ পোড়া প্রাণ বাখিব না। মাধবী চির-দুঃখিনী, সে কথায কথায় বলিঙ, আমাব সমুদ্রে শয্যা শিশিবে ভন্ন কি ৭ কিন্তু এখন তাহাব মন আব সে কথায প্রবোধ মানেন না। সে নিরুজন পাইলে সদাই ভাবে। পতি যে কি জিনিস, তাহা জানিতে পারিলাম না। যে স্ত্রীলোকেব পতি নাই তাহার মরণই ভাল। এ দিকে রজনীকান্ত মা ছিন্নমস্তাব মন্দিরে বসিবা কুমুদিনী ও প্রিয়পুত্র চন্দ্রনাথের বিচ্ছেদে নখন জলে ভাসিতেছেন। এবং মনে মনে

চিন্তা কবিতেছেন, হায় ! আমায় এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য, সহিবে কেন ? আমিত মবিষাছিলাম । কেবল পুনরায় এই দুঃসহ বস্তুরা ভোগ কবিবার নিমিত্তই ভগবান আমায় পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন । এইরূপে সকলেই আপন আপন দুঃখ স্মরণ কবিয়া নহন জলে ভাসিতেছেন ।

এখন প্রভাত । পূর্ব দিকে প্রভাকর, নব-কলেশ্বর-ধারণ কবিয়া উদয় হইতেছেন । মন্দ মন্দ প্রাতঃসমীপে বহিতেছে । এমন সময় সুবর্ণগ্রামের ঘাটে একখানী তবণী আসিয়া লাগিল । এ তবণী খানি কার ? এ কি সুবেন্দনাথের ? হাঁ, এ সুবেন্দনাথের, তবে তিনি কৈ ? তিনি এখন তরণী অভ্যন্তরে শয্যা শয়ন কবিয়া নিদ্রা যাইতেছেন । মাজি ঘাটে নৌকা লাগাইয়া বাবুকে ডাকিল । কিন্তু তাঁহার উত্তর না পাইয়া নৌকার ভিতর উঁকি মাঝি দেখিল বাবু নিদ্রায় অবিত্ত ; সে আর তাঁহাকে না ডাকিয়া, ক্ষেপণীবাঁহ-দিগকে আদেশ কবিল, ওবে তোবা ক্ষজি গাভিয়া নৌকা বাঁধ ; বাবু সুমাইতেছেন এখন উঁহাকে তুলিবার আবশ্যক নাই । এই কথা বলিয়া তাহারা সকলে তীবে উঠিয়া দেখিল কয়েকজন মনুষ্য, একত্রিত হইয়া কথোপকথন কবিতেছে । তাহাদিগের মধ্যে একজন পশুতো মুখ ফিরাইয়া পাইকদিগের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, কিবে বলা ! তোবা এসেচিস্ বাবু কোথায় ? বলা তাঁহাব নিকট আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞা । বাবু এসেচেন । তিনি এখন নৌকাব নিদ্রা যাইতেছেন । এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি নৌকার নিকট যাইয়া মাজিকে এবং আর আর সকলকে বলিলেন তোরা এখন এখানে, গোলমাল করিসনে । বাবু এখন একটু নিদ্রা যান । এই বলিয়া তিনি পুনরায় সমভিব্যাহারি লোকদিগের নিকট গেলেন স্বপ্নকাল কথোপকথনের পব সকলে ভাগীরথীর গর্ভে নামিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে দ্রুত পদে গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন ।

পাইকদিগের মধ্যে একজন এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল, তাই ! কতী  
মশাঘেব আজ গুরুপ ভাবদেকে আমার মনে ভয় হ'চ্ছে । হয় তো কি  
বিপদ ঘটেচে । আতুড় গা, কোমরে গাম্‌চা বাদা, এত সকালে চাবি পাঁচ  
জন মিলে ঘাটে এসেছিলেন কেন ? অপব ব্যক্তি বলিল তাইত ভাই,  
আমাবও মনে সন্দেহ হোচ্ছে । যখন ঘোব ধোর ছিল, তখন আমি  
নৌকায় বসে দেখেছিলাম, ঘাটে যেন একটা ষ জন্মিতেছিল । হয়ত  
কাব কি সর্বনাশ হ'যেচে । তাহারা এই সকল কথোপকথন কবিতেছে  
এমন সময় দেখিতে পাইল কস্তা মশাই পুনর্বার আগমন কবিতেছেন  
এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক খানি পাক্ষি আসিতেছে । ক্রমশঃ  
তিনি নৌকায় নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পাঠকমহাশয় !  
ইনিই সেই\* সুবর্ণগ্রামের দেওয়ানজি, নাম বরণবিহারি সবকাব,  
বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসব হইবে । দেখিতে ফিট্‌ গৌর বর্ণ,  
ললাট প্রশস্ত, দীর্ঘ নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, মাথার কেশ কাঁচা-  
পাকাষ মিশ্রিত ; কৃষ্ণবর্ণ গোঁপ, বোধ হয় তাহাৎ কলপ দেওয়া ;  
তিনি তথায় আসিয়া বলা এবং আব আব পাইকদিগকে ইঙ্গিত  
কবিয়া ডাকিলেন । এবং তাহাদিগকে চুপি চুপি কি বলিলেন ।  
তাহারা দেওয়ানজির কথা শুনিয়া শিরে কবাঘাত কবিল । দেওয়ান-  
জি পুনরায় তাহাদিগকে কি বলিলেন । তাহা শুনিয়া তাহারা  
ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে গমন কবিতে লাগিল । পবে দেওয়ানজি  
মাজির সমভিব্যাহাবে নৌকায় যাইয়া দেখিলেন, বাবু অকাতরে  
নিদ্রা যাইতেছেন । ইহা দেখিলে তিনি গগন মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত  
করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, তাইত বেলাও ক্রমশঃ অধিক হইতেছে ।  
এই স্বর সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ কবিরামাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ।  
আবক্ত নয়নে তাড়াতাড়ি শব্দা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, দেওয়ানজি  
তাঁহার সম্মুখে বসিয়া বহিয়াছেন । সুবেন্দ্রনাথ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র  
আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, দেওয়ানজি আপনি এখানে ?

দেওয়ান। আজ্ঞা! আপনার আগমনবার্তা পাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া মস্তক অবনত কবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সুবেশ্বনাথ তখন বুকিতে পাবিলেন, যে আমাব নৌকা সুবর্ণগ্রামে পৌঁছিয়াছে। ইহা ভাবিয়া একটু লজ্জিত হইলেন, এবং দেওয়ান জিকে বলিলেন, দেওয়ান জি ? স্বপ্নের কি মহিমা শক্তি, আমি জাগ্রত হইয়াও আপনাকে যেন এক বৃহৎ অবণ্য মধ্যে দেখিতেছিলাম। এই ব'লে তিনি নৌকাববাহিবে আসিয়া জাহ্নবীর বাবি মস্তকে প্রদান পূর্বক দেওয়ান জিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, এখানকার সমস্ত মঙ্গলত ?

দেওয়ানজি। আজ্ঞা হাঁ! সমস্ত কুশল।

সুরেন্দ্র। কুমুদিনী এবং তাঁহার প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথ ভাল আছে।

দেওয়ানজি। আজ্ঞা হাঁ! চন্দ্রনাথ ভাল আছে।

সুবেশ্ব। কুমুদিনী ?

দেওয়ানজি। চন্দ্রনাথের কুশলেই কুমুদিনীর কুশল, তিনি পতিপ্রাণা সাক্ষী সতী, পতির বিচ্ছেদে তাঁহার আব-সুখ কি ? কুমুদিনীর অবস্থা-স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

সুবেশ্ব। আহা! তা তো হইতেই পাবে। কুমুদিনী অনাথিনী, উঃ কি ভয়ানক ব্যাপাব। দেওয়ানজি, চলুন এখন আমবা এস্থান হইতে গমন কবি। এব পব আমি আপনার নিকট কুমুদিনীর সকল বিষয় আনুপূর্বক বলিব। তিনি বিলাসপুবেব বাবু বজনী কাণ্ডের পত্নী।

দেওয়ানজি। চকিত হইয়া ধলিলেন বলেন কি। আপনি এ সমাচার কোথায় পাইলেন ?

সুরেন্দ্র। আমি অনেক কষ্টে বজনী বাবুব অনুসন্ধান পাইয়াছি। যেকপে তাঁহারা এই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন আমি সে সমস্ত অবগত হইয়াছি। এক্ষণে চলুন কুমুদিনীকে তাঁহার স্বামীর কুশল বার্তা দিয়া বিচ্ছেদানল নির্বাপন করিগে। তাহার পর সমস্ত ঘটনা বলিব।



দেওয়ানজি । বাবু এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন । মুখ শুষ্ক, সেই উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় জলে পরিপূর্ণ, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার একপ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি মহাশয় ! আপনি অমন কবিতা রহিলেন যে ? কাদিতেছেন কেন ?

দেওয়ানজি । আজ্ঞা । হৃৎখে ও আনন্দে মানুষের নয়নের জল পতিত হয়, অতএব ইহা কারণ আর আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?

সুরেন্দ্র । হ্যাঁ, তা সত্য, তবে চলুন আমবা এক্ষণে গমন করি ।

এই বলিয়া তাঁহার উভয়ে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, এবং পাক্তি খানি পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল । সুরেন্দ্রনাথ পথে • যাইতে যাইতে দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি কুয়ুদিনী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ?

দেওয়ানজি । আজ্ঞা, আপনার দেলখোস্ বাগে ।

সুরেন্দ্র । তা'বেস হ'যেচে । তবে চলুন আমবা প্রমোদ কাননে গমন করি ।

দেওয়ানজি । আজ্ঞা হ্যাঁ, তাই চলন । বেলাও প্রায় পাঁচছয় দণ্ড হইল । আপনি আর পদ ব্রজে যাইয়া কেন কষ্ট পাইতেছেন, বৌদের তেজও অধিক হইয়াছে, এক্ষণে যানাবোহণে তথায় যাইয়া প্রান্তি দূব করুন । আমিও আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি ।

সুরেন্দ্র । আচ্ছা সেই কথাই ভাল ।

এই বলিয়া তিনি যানাবোহণে প্রমোদ কাননাভিমুখে গমন করিলেন । দেওয়ানজি তাহা দেখিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক জাহ্নবীবাটকে মুখ ফিরাইয়া করপুটে বলিতে লাগিলেন, মা ! হৃদয়বিহাবিনি, ভীষ্ম জননি, পতিত পাবনি, ভাগীদখি গঙ্গে ! আমি বিষম শকটে পড়িয়াছি । জননি ! এক্ষণে আমায় শ্রীচরণে স্থান

দিন, তাহা হইলে এ ভব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। হায় কি সর্বনাশ। কি সর্বনাশ। কুমুদিনীর জন্য বাবু এত কষ্ট সহ্য ক'বে, এখানে এলেন, তা সকলই পণ্ড হইল। হায়। এখন আমি তাঁহাকে কি বলিব, দেওয়ানজি এই ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে গমন কবিত্তে লাগিলেন। ক্রমে বাটীর নিকটবর্তী হইয়া বহির্দ্বারের দিকে দৃষ্টি পাত কবিয়া দেখিলেন, তথায় শুব্দয়াল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি নিকটে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুব্দয়াল। তুই অমন কবে এখানে বসে কেন ? বাবু কি প্রমোদ বাননে এখন ও পৌছেন নাই ?

শুব্। আজ্ঞা হাঁ তিনি এসেছেন।

দেওয়ানজি। তবে তুই এখানে বসে কেন ? সেখানে গমোস্তা ও আর আব চাকবেবা তো সব মোতায়েম আছে ?

শুব্। আজ্ঞা হাঁ, তাঁরা সকলেই সেখানে মোতায়েম আছেন।

দেওয়ানজি। তবে তুই এখানে এলি কেন ?

শুব্। কভামশায়। আমাব প্রাণের ভিতবটা কেমন কচ্চে। আব আমি কোন খানে স্থির হযে থাকতে পার্জিন। দেখুন দেখি ভদ্র লোকের মেথেকে এত কবে ডাকাতেব হাত থেকে ছাড়্‌য়ে নিয়ে এলেম, শেষে—

এই বলে সে ভেউ ভেউ কবিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ানজি তাহাব সেই অবস্থা দেখে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন আবে খাম্ খাম্, গোল কবিসনে। বাবু তো এব কিছুই জানিতে পাবেন নাই ? শুব্দয়াল অনেক কষ্টে হস্তদ্বারা চক্ষু মুছিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞা না, তিনি এখনও কিছু জানিতে পাবেন নাই। দেওয়ানজি বলিলেন সাবধান। সাবধান। বাবু যেন এখন একথা শুনতে না পান। তাহাহইলে তাঁহাব ভোজনের ব্যাঘাত হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুরমধ্যে গমন কবিলেন। তথায় যাইয়া দেখেন চন্দ্রনাথ

তাহার গৃহিণীর ক্রোড়ে বসিয়া একটি সন্দেশ ভক্ষণ করিতেছে । সহসা দেওয়ানজিকে দেখিয়া বালক তাহার অর্ধ ভক্ষিত সন্দেশ দুবে নিক্ষেপ করিয়া বলিল আমি মার কাছে যাব । আমার মা কোথায় ? এই বলে বোদন করিতে লাগিল । দেওয়ানজিব গৃহিণী বালকেব এই কথা শুনিয়া আব শোকাবেগ সম্ভবণ করিতে পারিলেন না । স্ততবাং বাপ্পাকুলনয়নে মুখঅবনত করিয়া চন্দ্রনাথকে দেওয়ানজিব ক্রোড়ে দিলেন । এবং দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । চন্দ্রনাথ দেওয়ানজিব ক্রোড়ে যাইয়া বলিল, আমায় মার কাছে নিয়ে চল । এই বলে উঠেঃঃবে বোদন করিতে লাগিল । তাহার চক্ষেব জলে দেওয়ানজিব বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল । দেওয়ানজি সেই অবস্থায় চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বহির্কোণীতে গমন করিলেন । কিন্তু কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । তিনি কখন বা বৃক্ষস্থিত পক্ষীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঐ পাখীটি নেবে ? আবার কখন বা চরণশীল ছাগেবপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ঐ ছাগলটি লইবে ? এই প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত নানাকপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন । কিন্তু চন্দ্রনাথের বোদন কিছুতেই নিবারিত হইল না । দেওয়ানজি এই বিষম সঙ্কটে পড়িয়া, চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীর প্রাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এমন সময় ওবদয়াল তাহার সেই মর্শ্ব ভেদী বোদন ধ্বনি শুনিয়া তথায় আসিল । এবং দেওয়ানজিব ক্রোড় হইতে চন্দ্রনাথকে লইয়া বলিল, বাবু কাঁদে কেন ? চল আমি তোমায মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি । চন্দ্রনাথ এই কথা শুনে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুই হস্ত দ্বাৰা চক্ষু মুছিতে মুছিতে মৃদুঃঃবে বলিল, চল আমি মার কাছে যাব । ওবদয়াল তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল । কিন্তু কোথায় যাইবে তাহা

ভাবিয়া স্থির কবিতেনা পারিয়া একএকবার মুখ ফিৰাইয়া দেওয়ান-  
জীকে দেখিতে লাগিল । দেওয়ানজি তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে  
পারিয়া বলিলেন, শুবদয়াল চল্লনাথকে বাজাবে লইয়া যাও এবং  
সেখানে যাইয়া ও যাহা চাহিবে তাহা কিনিয়া দিবে ।

শুবদয়াল দুই এক পদ যাইতে না যাইতে চল্লনাথ বলিল কৈ  
মা কোথায় ?

শুব্ । মা তোমার বাবুৰ বাডীতে আছেন ।

চল্লনাথ দেওয়ানজির বাডী বাবুৰ বাডী বলিয়া জানিত, সে শুব্-  
দয়ালের এই কথা শুনিয়া বলিল কৈ মা তো সেখানে নেই ।

শুব্ । তুমি কেমন কবে জানলে মা সেখানে নেই ?

চল্ল । কেন, সকাল বেলা আমি তো, মাকে সেখানে দেখতে  
পাই নি ।

শুব্দয়াল তাহার এই কথা শুনিয়া তখন বুঝিতে পারিল, চল্ল-  
নাথ দেওয়ানজির বাডী, বাবুৰ বাডী মনে করিয়াছে, এই ভেবে সে  
বলিল, না না সে বাডী নয় ।

চল্ল । তবে সে কোথায়, আমি সেই খানে যাবো ।

শুব্ । ই্যা, যাবে বৈকি, আজ বাবু তোমাগ নিতে আসবেন ।  
সেখানে তোমাব মা আছেন, দাদা আছেন, পিসি মা আছেন ।

চল্ল । আব বাবা ?

শুব্ । হে, বাবাও সেইখানে আছেন ।

চল্লনাথ বাল্যস্বভাব বশতঃ একই হাসিয়া আবাব বলিল সে  
কোথায় ?

শুব্ । বাবুৰ বাডী, জান না কোথায় ? সে সেই বাডীতে ।

চল্ল । অমনি বুঝিল বাডীৰ নাম বাডীতে । এই ভেবে ষাড়  
নাড়িয়া বলিল, য্যা য্যা তুমি সেইখানে আমায় নিয়ে চল ।

শুব্ । চল না দাদা যাই । এখন বাজাব থেকে তোমার জন্যে

ভাল পোষাক কিনে আনি। তাই পবে তুমি ড্যাং ড্যাং ক'বে গাড়ী চড়ে বাবু বাড়ী যাবে।

হাঃ। বালকেব মন অল্লেট সস্তুষ্ট। চন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে হাস্য কবিত্তে কবিত্তে শুবদয়ালেব দাডি ধরিয়া মুখেব দিকে তাক্ষে বলিল, দেখ দেখ। মাব কাছে আমার ভাল জামা আছে, টুপি আছে, জুতো আছে, আব বাঙ্গা লাঠি আছে।

শব্। সে পোষাক তুমি বাঁড়ী গিয়ে পোব্বে।

চন্দ্রনাথ শুবদয়ালেব কথা শুনিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া একটি লগ্না কবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হেঁ আমি বাড়ী গিয়ে সেই পোষাক পোব্বো।

শুবদয়াল চন্দ্রনাথেব মনেব ভাব পবিবর্তন হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, হা ভগবান। আমি ইহাকে কত মিথ্যা কথা ব'লে সান্ত্বনা কোলাম, কিন্তু আবাব যখন মাব নিকট যাবার জন্যে আবদার কব'বে, তখন কি বলবো, বাবু নিকট নিম্ন যাবাব ও যো নাই, তিনি ইহাব কিছুই জানেন না। তা জানুন আব নাই জানুন। একথা কিছু ছাপা থাকবাব কথা নথ। ঐ কৰ্ত্তামশায় হয তো বাবু আবাবেব পর তাঁহাব নিকট যাইয়া, সব বলিবেন। তা না বল্লই বা চ'লবে কেন। এ একুজন বড় মানুষের ছেলে। ববেস সবে এই তিন চাব বছর, যদি ওব বাপেব খোঁজ না পাওয়া যায়, তবে ইহাকে লালন পালন করা, বিষয় আসয় দেখাশুনো সব বাবুকেই কত্তে হবে। এই ভাবিত্তে ভাবিত্তে শুবদয়াল চন্দ্রনাথকে লইয়া বাজাবেব ভিতর প্রবেশ কবিল। সম্মুখে একখানি ঈষ্টক নিম্নিত বুইং বিপনি, তাহাব মধ্যে একজন বৃদ্ধ শুবদয়ালকে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, শুবদয়াল। বাবু এসেচেন? শুবদয়াল তাহাকে অভিবাদন কবিয়া বলিল, আজ্ঞা, হেঁ, তিনি আজ সকালে এসেচেন, বৃদ্ধ বলিল তোব কোলে ও ছেলেটি কে? শুবদয়াল একটু চক্ষু টিপিয়া বলিল, আজ্ঞা এ ছেলেটিব নিম্নিত্তই বাবু এখানে এসেচেন। বৃদ্ধ শুবদয়ালের ইষ্টিত্ত বুঝিত্তে পারিয়া বলিলেন,

আহা কি সুন্দর ছেলে ! এসো বাবা এইখানে এসে বসো, তোমার নাম কি ? এই বলে তিনি শুভদয়ালের কোল থেকে চন্দ্রনাথকে লইয়া গদিতে বসাইলেন। চন্দ্রনাথ সেই অপরিচিত বুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ অবনত করিল। শুভদয়াল চন্দ্রনাথকে নিকটব দেখিয়া বুদ্ধকে বলিল বাবু নাম চন্দ্রনাথ ; বুদ্ধ বলিলেন বাবু এঁর পিতার অনুমতিক্রমে পাইয়াছেন ? শুভদয়াল অন্যান্যনস্ত থাকি প্রস্তুত বলিল বিলাম পুত্রের জমিদার বাবু বীজনীকান্ত এর পিতা , বুদ্ধ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যাক্রান্ত হইল এবং বলিল শুভদয়াল। বল কি । তাব পূর্ব এখনি তিনি কোথায় ?

শুভদয়াল প্রথমে চক্ষু টিপিয়া, তাব পূর্ব প্রকাশ্যে বলিল তিনি এখন বাবুর বাড়ীতে আছেন। চন্দ্রনাথ পিতার নাম শুনে শুভদয়ালের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি বাবুর কাছে যাবো।

শুভ। যা, চলনা দাদা তোমার পোষাক কেনা চউক।

চন্দ্র। কৈ, পোষাক কোথা ?

শুভদয়াল সেই বুদ্ধকে বলিল চাটখো মশায়। আপনার দোকানে ছেলেদের ভাল পোষাক আছে ? তা খোকা বাবুকে দেখান, বাবুর যা পছন্দ হবে তাই নেবেন। শুভদয়াল এই কথা বলে চন্দ্রনাথের চিবুক ধরিয়া বলিল, কেমন বাবু। চন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া বহিল।

বুদ্ধ শুভদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল পোষাক একটি দেবো নাকি ?

শুভ। আজ্ঞা হাঁ, দেবেন বৈকি, দেওয়ানজি মশায় হুজুম।

বুদ্ধ তাহা শুনিয়া ভাল সাটিনের একটি সাজ বাহিব করিয়া চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন বাবু এই পোষাক নেবে ?

চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল হেঁ নেবো, আমাকে ঐ পোষাক পোষে দাও, আমি মাঝে যাবো।

বুদ্ধ চন্দ্রনাথকে সেই পোষাক পরিধান করাইয়া, শুভদয়ালকে

বলিল, দেখ শুব্দয়াল ! এই পোষাগের উপযুক্ত একটা সাঁচার টুপি আছে সেটা দেবো ?

শুব্ । তা আবার আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা কছেন, যত টাকাব টুপি হয়, আপনি দিন, কল্যা টাকা পাইবেন, এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ চন্দ্রনাথের মস্তকে একটি উৎকৃষ্ট সাঁচার টুপি পরাইয়া দিল, চন্দ্রনাথ মস্তক হইতে টুপিটা খুলিয়া একবার দেখিল, এবং হাঙ্গ বদনে শুব্দ-দয়ালের নিকটে বাইয়া তাহাব মস্তকে প্রদান করিল, শুব্দয়াল তাহা হস্তে লইয়া চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু আমায় এই টুপিটা কি বক্সিস দিলে ?

চন্দ্রনাথ মস্তক নাড়িয়া বলিল হেঁ, আমায় মাব কাছে নিয়ে চল ।

শুব্ । চল যাই, এই বলে মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন তো বাড়ী যাওয়া হবে না ।

চন্দ্রনাথকে স্নেহে কবিয়া গ্রামপ্রদক্ষিণ করি । পরে দেওয়ানজি মহাই বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে পব, তবে বাটী যাইব । আবার মনে ভাবিল, না এখন চন্দ্রনাথকে কিছু আহার দেওয়া উচিত, তাব পব একে নিয়ে খানিক এপাড়া ওপাড়া ক'বে যবে নিয়ে যাবো ।

মনে মনে এই যুক্তি স্থির কবিয়া চন্দ্রনাথকে বলিল বাবু ! ঠাকুর দেখুবে ?

চন্দ্র । ঠাকুর কোথায় ?

শুব্ । ঐ মন্দিরে ।

চন্দ্র । হেঁ, দেখুবে ।

এই শুনে শুব্দয়াল তাহাকে লইয়া সম্মুখস্থিত মন্দিরভিত্তিমুখে গমন করিল ।

পাঠক মহাশয় । আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এ মন্দিরটা কার ? এ মন্দির বাবু সুবেন্দ্রনাথের প্রপিতামহের ঐতিষ্ঠিত, ইহাতে অনাথবন্ধু নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন । বাবুব জমিদারির মধ্যে এই

একটিমাত্র দেবালয় ; ইহার মধ্যে এক বৃহৎ অতিথি শালা, তাহাতে নিত্য শত শত দীন দুঃখি আসিয়া জঠরানল নিবারণ কবে ।

শুব্দয়াল চন্দ্রনাথকে লইয়া মন্দিবে উপস্থিত হইল এবং পুরোহিত ঠাকুরকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর মশায় ! বাবাব সেবা হগেচে ?

পুৰো। হেঁ, হোযেচে । এ ছেলেটী কে শুব্দয়াল ?

শুব্দয়াল ভাবিল যদি বাব বাব চন্দ্রনাথের সাক্ষাতে ইহাব পিতা মাতাব নাম কবিয়া পবিচয় দিই তাহা হইলে, চন্দ্রনাথ অমনি আব্দাব করিয়া বলিবে আমায় মাৰ কাছে নিয়ে চল । এই ভেবে শুব্দয়াল চোখ মুখ নেড়ে পুরোহিত ঠাকুরকে চন্দ্রনাথের পবিচয় দিল । পুরোহিত তাহা বুঝিতে পারিয়া বালকের মুখের দিকে সজল নয়নে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন । এবং ক্ষণেক পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চন্দ্রনাথের নস্তকে দক্ষিণ কব স্থাপিত করিয়া মনে মনে আশীর্বাদ কবিলেন, হে অনাথবন্ধো ! এই বালকটীৰ মঙ্গল করুন । এই বলিয়া তিনি চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, বাবা ! ঠাকুর দেখ্বে ? চন্দ্রনাথ পুরোহিতের গলায় বডবড় রুদ্রাক্ষবমালা ঝুলিতেছে তাহা এক মনে দেখিতেছিল সুতরাং অগ্ৰমনস্ত থাকি প্রযুক্ত তাঁহাব কথা চন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ কবে নাই । আবাব তিনি চন্দ্রনাথের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, বাবা ! ঠাকুর দেখ্বে ?

চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হেঁ, দেখ্বে ।

পুরোহিত ঠাকুর ইহা শুনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া অনাথবন্ধুর নিকট গমন কবিলেন, এবং বলিলেন বাবা ! ঠাকুরকে প্রণাম কব । চন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া তাহার সেই ক্ষুদ্র কবচয় একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইল । পুরোহিত তাহাব হস্তে একটী গোলাপ ফুল প্রদান কবিয়া বলিলেন বাবা । ক্ষিদেপেযেচে কিছু খাবে ? চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হেঁ, খাবো । পুরোহিত ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ



চন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া অন্য এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং স্বহস্তে তাহাকে পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া শুব্দয়ালের নিকট আনি-  
লেন। চন্দ্রনাথ শুব্দয়ালের নিকট আসিয়া নাকিস্বরে বলিল,  
আমায় মাব কাছে নিয়েচল। শুব্দয়াল ভাবিল, তাইতো এখন  
কোথায় যাই। বেলা ও প্রায় ছুপু বাক্সিয়াছে। আর চার পাঁচ ঘণ্টা  
কোনরূপে ভুলয়ে নিয়ে বেড়াতে পাবলে, ভাল হয়। তার পর  
বাবু কাছে নিয়ে যাবো। তিনি যাতে ভাল হয়, তাই কোব্বেন,  
এই ভাবিয়া শুব্দয়াল চন্দ্রনাথকে বলিল এই চল না বাবু, মার কাছে  
নিয়ে যাই। ইহা শুনিয়া চন্দ্রনাথ বাহু প্রসারিয়া শুব্দয়ালকে ক্রোড়ে  
নিতে কহিল। শুব্দয়াল তাহার মুখ চুসন করত ক্রোড়ে লইয়া তথা  
হইতে প্রস্থান করিল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, সুবেন্দ্রনাথ ভোজনাগ্নে প্রমোদ  
কালনের বিশ্রাম গৃহে শীতল পাটির উপর উপবেশন করিয়াছেন। বাম-  
পার্শ্বে একটি তাকিয়া, সম্মুখে একটি স্বর্ণ তাম্বুলাধার; একজন কৃত্য  
তালবস্ত্র ব্যঞ্জন করিতেছে। বাবু দক্ষিণ করে একটি শটকার নল  
ধরিয়া কি ভাবিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ধূমপান করিতেছেন। এমন  
সময় গমস্তা আসিয়া বলিল, দেওয়ানজি আসিতেছেন। সুবেন্দ্রনাথ  
কিছু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, তাঁর এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

গমস্তা। আজ্ঞা তিনি বলেন, আমি একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত  
আছি। তা প্রায় শেষ হয়েছে, বাবুকে বলগে আমি শীঘ্র যাচ্ছি।

সুবেন্দ্র। তাঁর আজ এমন বিশেষ কাজ কি পড়লো।

গমস্তা ইহা শুনিয়া আর কোন উত্তর করিল না। তিনি ধীরে  
ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একস্থানে উপবেশন করিয়া  
আপন হিসাব পত্রের খাতা দেখিতে লাগিলেন। গৃহটি নিস্তব্ধ  
কাহার সাড়া শব্দ নাই। কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে এক একবার আল-  
বোলা শব্দ হইতেছে। সহসা সুবেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

ভাবিলেন, আজ আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন, বাটীতে বসন্তকুমারী হয় তো রোদন করিতেছে, না, তাই বা কেন হইবে ? আসিবার সময় প্রিয়া আমার হাস্য মুখে বিদায় দিয়াছে, তবে মনের ভাব এইরূপ হইল কেন ? নেহুব জন্য ? না, তাও নয়। তবে কেন ? কুমুদিনীর জন্য ? হাঁ, তাই বটে। কুমুদিনীকে বাজরাণী বলিলেও অত্যাঙ্গি হয় না। বাবু বজ্রনীকান্তের পত্নী, বাবু কেন রাজা বলিলেও হুদ। বিনাসপুত্রের জমিদার বাজার সমান। উঃ সেই বাজরাণী আজ দশ বাব দিবস বাজা বিহনে এই কষ্টে পড়িয়া অবিশ্রান্ত বোদন কবিতোছেন। আহা, তিনি নিশ্চয় ভাবিতেছেন, বজ্রনী বাবু হয় তো জীবিত নাই। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার। কুমুদিনীর কষ্ট মনে হইলে, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। আমি তাহার কষ্ট কি বুঝিব, যদি ঈশ্বর পতিপ্রাণ, সাধ্বীসতী এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তিনি কুমুদিনীর জন্মের ব্যথা সহজেই অনুভব কবিতো পারিবেন। এই ভাবিয়া আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিশ্য প্রকাশ্যে বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, দেওয়ানজি যে এখনও এলেন না। না, আমুন ক্রতি নাই। আমি নিজেই দেলখোশ বাগে যাইয়া কুমুদিনীকে বজ্রনী বাবুর কুশল বার্তা দিয়া আসিব, তাহা হইলে তিনি সেই কবাল চুশ্চিন্তার গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ কবিবেন। এই বলিয়া আবার ভাবিলেন, না আমার তথায় একা যাওয়া উচিত নয়। -দেওয়ানজি আমুন, তাঁহার সঙ্গে যাইব। সুবেন্দ্রনাথ মনে মনে এই সকল চিন্তা কবিতোছেন, এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনা যাইল। সুবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, এইবার বুঝি দেওয়ানজি আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। তিনি দেখিলেন একজন যুবা, বয়স প্রায় আটশ উনত্রিশ বৎসর; দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; খরস্রাকৃতি; পেটটা তানপুবার মত উঁচু, একখানি কালাপেড়ে ধুতি পরা; কোঁচার টেপটী হাতে, মাথায় বাক্সা সঁিতে, মুখ-শ্রী মন্দ নয়। চক্কু দুটি ভাসা ভাসা, খাঁদাও নয়, টিকলোও

নয়, গাল দুটি ভাবি ভারি, তাতে একটি আঁচিল আছে । ঠোঁট দুখানি পাতলা, তাতে মানান্ সই গোঁপ আছে । বাবু তাম্বুল চর্ষণ করিতে কবিত্তে বিলাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । গমস্তা তাহাকে দেখিয়া মাত্র বলিলেন, কেও নবাব বাবু । আস্থন । সুবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, আস্থন বসিতে আজ্ঞা হয় । যুবা সুবেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মহাশয় ভাল আছেন ? বাটার সব নঙ্গল ?

সুবেন্দ্র । আজ্ঞা হাঁ ।

নবাব । কবে আসা হলো ?

সুবেন্দ্র । অদ্য প্রাতে ।

ইহা শুনিয়া নবাব বাবু গমস্তাকে বলিল, গমস্তা মশাই ? এই বাবু এসেছেন, বেস হযেচে, এইবাবু উনি ভূত ঝাডয়ে যাবেন ।

• সুবেন্দ্রনাথ তাহার এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বাবুটির বোধ হয় বাতিকেব ছিট্ আছে, নচেৎ আগায় একেবারে ভূত ঝাডাব কথা বলিবে কেন । ভাল ইহার সঙ্গে হুই চারিটা কথা কথিয়া দেখা যাক্, ইহা ভাবিয়া সুবেন্দ্রনাথ পুনবায় নবাব বাবুকে বলিলেন, আমি ত মহাশয় ভূতের ওজ্ঞা নই ।

নবাব বাবু একটু ক্রকুটি ভঙ্গির সহিত বলিল সেকি মশাই । জমিদারেবো কোন কাজ বন্তে না পারে ?

সুবেন্দ্র । আচ্ছা আপনি আমায় অগ্রে বলুন কাকে ভূতে পেয়েচে ।

নবাব । আমার এক ভোম্বলদাস খুড়োব দাদাখন্ডরের পৌত্রী আর আমার ময়না মাসী ।

সুবেন্দ্রনাথ তাহার এই কথা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পাবিলেন লোকটি প্রকৃত পাগল । কিন্তু হঠাৎ হুই একটা কথা কহিলে ধরিবাব যে নাহি । ভাল, খানিকটা বাক্যালাপ করিয়া দেখি ব্যাপারটা কি ।

এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, তাঁকে কি কবিতা  
ভূতে পেলো ?

নবাব । প্রথমে তাব আশুনে বাই হয়, তারপর ভূতে পেলো ।

সুবেঙ্গ । আশুনে বাই কি বকম ?

নবাব । এ আর বুজতে পাচ্ছেন না, আশুন দেক্লে ভয় হয় ।

পিদীপের আলো দেক্লে আত্কে উঠে ! কেবল অন্ধকার খুঁজে বেড়াই ।  
সুবেঙ্গ । তাবপব ।

নবাব । তাবপব খুড়ো আমার ভেবে আকুল, কত অসুখ  
বিস্মদ দিয়ে কিছুতেই ভাল কত্তে পারেন না । সেদিন তিনি দিল্লীর বাদ-  
সার সহিত দেখা কত্তে গেলেন, সেখানে একজন হকিম, ব্যানব,  
নানা মাসিব বাইষের কথা শুনে, খুড়ো মশাইকে একটা তেল দিয়ে  
বোলেন, ও আশুনে বাই, তাঁব (চিলুতে না চাপিলে) দুঁচিবে না, তবে  
উপস্থিত তাঁকে রাত্রে আলোয় থাকিবাব নিমিত্ত এই তৈল একটু  
লইয়া যান । ইহা একটা বাতিব মাথাব দিয়ে অন্ধকার ঘরে শ্যামাদানের  
ভিতর গোচষে দেবেন, তা হলে ঘরে ঠিক যোচ্ছনাব মত আলো  
হবে । ইহাতে আশুনের সম্পর্ক মাত্র নাই । এই আলোয় থাক্লে  
তাঁহার সেই বাইবোগ টুকুও ক্রমে কমিয়া আসিতে পাবে । খুড়ো মশাই  
এখন তাই কোরে ঘরটা প্রায় সমস্ত রাত্রি যোচ্ছনা করিয়া রাখেন ।  
কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হলো । বাই খুব বৃদ্ধি হযেচে । সকলে  
বলে, ও বাই নয়, ওকে ভূতে পেযেচে, আমি তাই শুনে ভয়ে এক  
রকম বাড়ী যাওয়া ত্যাগ করিয়াছি । বলিব কি মশাই সেদিন, দিনেব  
বেলায় আমি হবে শুয়ে আছি এমন সময় রাক্ষসী আমার নিকট এসে  
বোলেন, অটল একবার চোক বোজ্ না ভাই ! আমি কাপড় খান ছাড়বো,  
আমি বোলাম চোক নাই বুজলাম, তুমি কাপড় ছাড় না কেন ? বেটী  
কিনা তাই শুনে, খিল্ খিল্ কোবে হেসে আমার গাল টিপে ধবে  
দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে একটু সুর কোরে

বোলে, মাইরি অটল, তোব ডাই কথা শুলি বড় মিষ্টি ! শুনলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আমার মাতার দিকি, একবার উঠে বোস না ভাই ! এই বোলে আমার হাত ধরে টানাটানি কতে লাগলো। আমি তাই দেকে ভূতের ভয়ে তার হাত ছাড়য়ে বাবারে মারে বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। সেই পর্যন্ত ঘে ঘরে সে থাকে, সে ঘবে প্রাণান্তেও ঢুকিনে।

সুরেন্দ্রনাথ তাহাব এই কথা শুনিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেনন, তোমাব খুড়ী এই ভূতের উপদ্রব সহ্য কচেন, তবু ওজা এনে ভূত ঝাড়াতে পাবেন না ?

নবাব। দেখুন আমার খুড়ী মা বড় ভাল মানুষ, খুড়ো মশাই যে অবধি ফয়তুা দেওঘরটী জগন্নাথকে দিষেচেন, সেই অবধি খুড়ী আমাব ভূত পেতনীৰ ভয় কবেন না।

সুরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন সে কি হে। হাঁছুর ছেলে কয়তা দিতেন কি ?

নবাব বাবু যখন ঠাণ্ডা মেজাজে কথা কহিত, তখন তাহাব কথা শুলি বড় এলো মেলো হইত না। কিন্তু রাগিলে আব রক্ষা নাই। গমস্তা তাহাকে বাগাইবার নিমিত্ত একটু কৃত্রিম বোষ প্রকাশ কবিয়া বলিল নবাব বাবু ! তুমি, কি পাগলামি কচো ? বাহাস্তুরে কাষেত হইলেই কি ঐ দশা হয় ?

নবাব বাবু তাহার এই কথা শুনিয়া অগ্নিস্কুলিঙ্গের ন্যায চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, কি বলি বিটলে বামন। আমি বাহাস্তুরে, তুই যে পাঁটা বেচা অধিকারি বামন। নাম কলে অন্ন স্ন্য না। এঁড়ে বাছুর হলো, খাওয়াবি বলে খাওয়ালি নে, কুচক্রি স্কুনি দাদা বোলে কিনা টিক্ টিক্-দের খাইয়ে কি হবে। দেশে স্বজ্ঞাং নিষে ভাগাড়ে বোসে খুব পেট ভবে খাব, তাতে নাম হবে। সেদিন ভৈরবে শুঁড়ির মদের দোকানে ছুঁ চ্ কিন্তে খাইয়া, দইয়ের গামলায় গড়ে, কেমন নাকাল ! যেন ডুব দিঘে

ঠিক একটি ঘিরে তাজা কুকুর উঠলো। মুখের রক্ত ওটা টাকা মেগের হাতে দাও। আর সে ওদিকে ভায়ের বোগলি পোরান্। আহা! দিদী ত নয় যেন হিরে মালিনী। হুব্ বেটা বাঘনের ঘরের টেকি। ঘরের ভিতর সাপ রেখে ভায়ের মাথায কুড়ুলেব চোট। এই বলিয়া নবাব বাবু সজোরে মেজের উপর এক পদাঘাত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

স্বরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপাব দেখিয়া গমস্তাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন এ বাবুদী কে ?

আজ্ঞা উনি এখানে নূতন এসেছেন, কানাই বাবুর ভ্রাতৃপুত্র, নাম অটল বিহারী। সকলে ওব বাবুগিবি দেখে নবাব বাবু বলিয়া ডাকে। জাহাতে উনি বড় সজ্জা।

স্বরেন্দ্র। কানাই বাবু ত সহোদর ছিল না, তবে কি রকম ভ্রাতৃপুত্র ?

গমস্তা। আজ্ঞা তাব মামা ত ভায়ের ছেলে।

স্ববেন্দ্র। হাঁ তাই বল, টঁর পিতার নাম কি ?

গমস্তা। আজ্ঞা তা আমি জানি না, তবে গুনেচি, ধাত্রীগ্রামে ওব ভগ্নীপতির বাড়ী। অটলেব ভগ্নী তাব সতীন পুত্রকে বিষ খাইয়ে মেবে এখন উদ্ভাদিনী হয়ে পথে পথে বেড়ায়। অটল ও নাকি সে পাপে লিপ্ত ছিল। বোধ হয় একথা মিথ্যা নব। নতুবা ও হঠাৎ পাগল হল কেন ?

স্ববেন্দ্র। অটলেব ভগ্নীপতির নাম কি ? তিনি এখন কোথায় ?

গমস্তা। তাহার নাম নাকি অমবচন্দ্র, তিনি জীবিত নাই।

স্বরেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া একটু অন্যমন্য হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মাধবীর না ঐ গ্রামে বিবাহ হইয়া ছিল! তাহার বস্তুরের নফ্র ও না অমবচন্দ্র। মাধবীর মামাগণ্ডর কি এই পাষণ্ড। এও কি সেই পাপে লিপ্ত ছিল! কে যানে! এবার বাটী যাইয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা কবিব। স্ববেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দেওয়ানজি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

সুবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন ? বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, কি কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন ?

দেওয়ানজি বাবুর এই কথা শুনিয়া, নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । বাটী হইতে আসিবাব সময় যে মতলব টা স্থির কবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও এখানে আসিয়া ভুলিয়া গেলেন ।

সুবেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে চুপ করিয়া বহিলেন ?

দেওয়ানজি ভাবিলেন আর চুপ কবে থেকেই বা কি হবে, বাহা বলিবাব তাহা বলি । কিন্তু একটু ঘোব ফেব কবিয়া বলা উচিত । এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, আজ্ঞা আমি কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম না, তবে কেবল একটি চিন্তায় আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে ।

সুবেন্দ্র । এমন চিন্তা কি ?

দেওয়ান । আজ্ঞা গতবাত্রে এক ভয়ানক ঘটনায় পতিত হইয়া ছিলাম । তাহা স্মরণ হইলে প্রাণ বিদীর্ণ হয় এবং হঠাৎ যে মেরুপ হইল কেন, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ।

সুবেন্দ্র । ঘটনা টা কি ?

দেওয়ান । কল্য রাত্রি যখন আট নম্ব দণ্ড হইয়াছে, তখন দেলখোশ বাগ হইতে একজন দাসী আমাব নিকট আসিয়া বলিল, মাঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিতেছেন । আমি তাহাকে ডাকিবাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তাহাব কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল । আমি তাহার মেরুপ ভাব দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলাম ? কি হয়েছে বল না ? সে বলিল আপনি একবার শীঘ্র আসুন মাঠাকুরাণী কেমন কছেন । এই বলিয়া তথা হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল ।

সুবেদ্রা । মাঠাকুরানী কে ? কুমুদিনী ?

দেওয়ান । আজ্ঞা হেঁ ।

সুবেদ্রা । তার পর, তার পর ?

দেওয়ান । তার পর আমি দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র, রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম । কাজেই আর কাহাকে ও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বেগে গোপান শ্রেণী অতিক্রম করিবা যে গৃহে কুমুদিনী আছেন সেই গৃহেব দ্বাৰে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কুমুদিনী আলুলায়িতকেশে শয্যায় শয়ন করিয়া বোদন করিতেছেন । আমি তাঁহাব তাদৃশী অবস্থা দেখিবা জিজ্ঞাসা করিলাম মা ! আপনি বোদন করিতেছেন কেন ? আপনি কি শারিরীক কোন অসুস্থ আছেন ? যদি তাহা না হয়, তবে অন্য কাল্পনিক চিন্তায় মন ও শব্দবকে বুথা ক্রেশ দিবেন না । আমি আপনাব নিকট যে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ আছি, তাহা যে কপে হয় ? পালন করিব । আপনি আব কাঁদিবেন না । ঐ দেখুন কুমার চন্দ্রনাথ নিদ্রা যাইতেছেন । এখনি বোদন ধ্বনিতে তাঁহাব নিদ্রা ভঙ্গ হইবে । আপনি আর কাঁদিবেন না । তিনি আমাব এই কথাষ এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতস্ববে বলিতে লাগিলেন, হা জীবিতেশ্বর ! তুমি কোথায় ? একবার দেখা দাও । এই আসন্নকালে অনাথিনীকে এক বার দেখা দাও । হাষ । আমাব কি হলো । প্রাণ ফেটে যায় । চন্দ্রনাথকে আমি কাহাব নিকট বাখিবা, যাইব । হা ভগবান্ । তোমাব মনে এই ছিল । মাগো ! তুমি কোথায় ? এক বার তোমাব কুমুদিনীকে দেখ । উঃ প্রাণ ফেটে যায় । অসহ্য যন্ত্রণা ! হৃদযের-ধ্বংস ! তুমি কোথায় ? হায় ! আমি কি হতভাগিনী ! জন্মাবধি পিতা মাতা 'যে কেমন তাহা জানিলাম না । উঃ প্রাণ যায় । বাবা ! আমার চন্দ্রনাথকে দেখো । এই বলে তিনি নিস্তব্ধ হইলেন । আমি তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিবা, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলাম



মা ! তোমার কি হয়েছে ? বলো ? কুমুদিনী আমার কথায় উত্তর দিলেন না । আমি দাসীকে বলিলাম দেখ কি হইয়াছে । দাসী তাঁহার মুখাবৃত বসন উন্মোচন করিয়া সজলনয়নে বলিল, আর কি হয়েছে, সর্সনাশ হয়েছে, মাঠাকুরানী নাই । আমি তাহার এই হৃদয়বিদারক কথা শুনিয়া কলিত কলেববে বলিলাম, বল কি । শীঘ্র এক ঘাট জল আনো । সে তৎক্ষণাৎ জল আনিল । আমি অবিলম্বে তাঁহার মুখে জল সিকন করিলাম । কুমুদিনী এক বাব মাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, বাবা । আমি যাই । আমার চন্দ্রনাথকে দেখো । এই বলিয়া তিনি নিস্তরু হইলেন । হায ! আমি সেই সর্পলতাকে—এই বলিয়া দেওয়ানজির কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল । সুব্রহ্মনাথ তাহা দেখিয়া, সজল নয়নে বলিলেন, উঃ দেওয়ানজি আর বলিও না । আমি সব বুঝিয়াছি কুমুদিনীর হৃদয়-পিঞ্জরেব পক্ষী পলাইয়াছে । দেওয়ানজি অনেক কষ্টে বোদন সম্বরণ করিলেন । তাহার পর সুব্রহ্মনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, হায । আমার এত কষ্ট, সমস্তই বিফল হইল । যদি কল্য সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া কুমুদিনীকে তাঁহার স্বামীব কুশলবার্তা দিতাম, তাহা হইলে কখনই এই সর্সনাশ হইত না । হায । যখন ভৈরবী আমার বাটীতে আসিয়া, তাঁহার পালিত প্রিয় কন্যা কুমুদিনীব কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব । উঃ কি সর্সনাশ । কি সর্সনাশ । আমিই স্ত্রী হত্যার পাতকী হইলাম । এই বলিয়া তিনি পুনর্বার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, এখন কুমুদিনীর সেই প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথ কোথায় ? সে তো ভাল আছে ? না তা ও আমার বলিবে না । যদি সে জীবিত থাকে, তবে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর । আমি তাহাকে এক বাব দেখিব । দেওয়ানজি তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, নানা কুমুদিনীর পুত্র কুশলে আছে । সে এ সমস্ত ঘটনা কিছুই জানে না ।

আমি সেই বিপদের সময় তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেলখোশ বাগ্ হইতে লইয়া, আমার বাটীতে বাধিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকাল হইতে সে মাঝ নিকট ঘাইব বলিয়া আবদার কবাত্তে আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ভুলাইতে না পাবিষা অবশেষে, শুবদয়ালের নিকটে দিলাম। শুবদয়াল তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল কাঁদিতেছ কেন বাবু? মাঝ কাছে যাবে? চল-আমি তোমায নিষে যাক্টি, এই বলিয়া শুবদয়াল চন্দ্রনাথকে গ্রামের নানা স্থান ভ্রমণ কবাইয়া এখন গৃহে আনিয়াছে। শুনিলাম শুবদয়াল তাহাকে এই প্রবোধ দিষাছে যে আমাদের বাবু বাটীতে তোমার মা আছেন, চল সেই ধানে তোমায লইয়া যাই। এক্ষণে চন্দ্রনাথ বাবু ঘাড়ীতে ঘাইব বলিয়া রোদন করিতেছে। অতএব আমি তাহাকে আপনার নিকট আনিয়ন করিতেছি। আপনি তাহাকে সান্ত্বনা ককন।

সুবেন্দ্রনাথ দেওয়ানজিব এই কথা শুনিষা, বাপ্পাকুলনযনে, বলিলেন আমি তাহাকে কি বলিষা সান্ত্বনা কবিব। অদ্য যেন বলিব তোমার মা আমার বাটীতে আছেন, কিন্তু তথায় লইয়া ঘাইয়া তাহাকে কি বলিব?

দেওয়ান। আজ্ঞা সেখানে যাইলে, আর আর ছেলে পুলে এবং আপনার পরিবার ও ভগ্নীগণকে দেখিষা অনেকটা ভুলিষা ঘাইতে পাবে।

সুবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস, পরিভ্র্যাগ করিষা বলিলেন, তাহাও কি কখন সম্ভবে। তা যাই হউক, এক্ষণে চন্দ্রনাথকে আমার তথায় লইয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। এই বলিষা চন্দ্রনাথকে তথায় আনিতে আদেশ কবিলেন।

বেলা অবসান, দিবাকর অন্তাচলে গমন কবিত্তেছেন। মধু-করেরা সমস্ত দিন নানা জাতি পুষ্পের মধুপানেও পরিভৃগু না হইয়া

উরুরাজির নব-নব পল্লবে পুষ্পভ্রমে কাকার দিয়া উড়িয়া বসিতেছে ।  
মুহম্মদ পবন হিলোলে বৃক্ষের পত্র সকল অঙ্গ অঙ্গ ছলিতেছে ।  
দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন উন্নত মধুকবদীগের ব্যবহার দেখিয়া  
সকলে মস্তক নাড়িয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছে । ইহা দেখিয়া  
জুঁই, বেল ও মল্লিকা প্রভৃতি একটু খুট্কে হাসিয়া ভাবিল, লম্পাটের কি  
ব্যবহার । যাবা সমস্ত দিন আশাপথ চাহিয়া আছে, তাহাদিগের  
প্রতি একবার তুলেও তাকাইল না । রকম দেখ, চোখ খেগোদের  
চোকে অংগুন লেগেচে । এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ গৃহ হইতে  
বাহিবে আসিয়া বাবাণ্ডায় পদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং  
তথায় ক্ষণেক বেড়াইয়া পুনর্বার গৃহমধ্যে গমন করিলেন । ইতোমধ্যে  
গমস্তা আসিয়া কলিল, শুবদয়াল ঐ চন্দ্রনাথকে আনিতেছে । সুরেন্দ্র-  
নাথ তাহা শুনিয়া উৎসুকচিত্তে গৃহ হইতে বাহিবে আসিয়া দেখিলেন,  
শুবদয়ালের ক্রোড়ে পূর্ণশশধর সদৃশ কুমুদিনী কুমার চন্দ্রনাথ আসি-  
তেছে । তিনি তাহার কপলাবণ্য নিবীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে  
লাগিলেন হায় ! কুমুদিনী এমন অমূল্যবস্তুরাখিয়া কোথায় গমন করিলেন ।  
হা বিধাতঃ । তোমার মনে কি এই ছিল ? ভগবান এক্ষণে আমি  
এই মাতৃহীন বালককে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব । সুরেন্দ্রনাথ এই  
সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুবদয়াল তাঁহার সমক্ষে চন্দ্র-  
নাথকে নাবাইয়া বলিল বাবু, এই আমাদের বাবু, তোমাকে লইতে  
আসিয়াছেন, চন্দ্রনাথ তাহার এইকথা শুনিয়া স্বজল নয়নে একবার  
সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মন্তব্য অবনত করিল । সুরেন্দ্র-  
নাথ তৎক্ষণাৎ চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মৃণচুষ্মন করিয়া  
বলিলেন বাবা । মার কাছে যাবে ? চন্দ্রনাথ ষাড় নাড়িয়া বলিল  
হেঁ । ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ আব শোকাবেগ সস্বরণ করিতে পারি-  
লেন না । তাঁহার নয়ন, জলেপরিপূর্ণ হইল । চন্দ্রনাথ পাছে তাহা  
জানিতে পারে, এই ভাবিয়া চক্ষের জল চক্ষে মিশাইলেন

এবং চন্দ্রনাথকে পার্শ্বে বসাইয়া একমনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথও একদৃষ্টে সুরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের ঐ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ বাবা! চন্দ্রনাথ তাহার কথা শুনিবামাত্র আবার মুখ অবনত করিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহার চিবুক ধাবণ করিয়া পুনর্বার বলিলেন কি দেখছিলে বাবা? আমাখ চিন্তে পার? চন্দ্রনাথ বাল্যস্বভাব বশতঃ মস্তক নাড়িয়া বলিল হেঁ, পারি। তুমি আমার মাব কাছে নিয়ে চল।

সুরেন্দ্রনাথ অলিক সাহসে তর কবিয়া বলিলেন, চল না বাবা, এখনি আমি তোমায় মাব কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

চন্দ্রনাথ তাহার এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইল।

সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দৃষ্টে আব রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া ভাবিলেন, আর আমার এখানে কালবিলম্ব কবা উচিত নয়। আমি চন্দ্রনাথকে লইয়া অদ্যই বলরামপুরে গমন করি। বসন্তকুমারী ব্যতীত এই মাতৃহীন বালককে আর কেহই সান্ত্বনা করিতে পারিবে না। মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি দেওয়ানজিকে বলিলেন, দেওয়ানজি মহাশয় অদ্যই আমি বলরামপুরে যাত্রা করিব, নৌকা প্রস্তুত করিতে বলুন, এমন সময় গমস্তা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, ও হো! আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, বাবু! অদ্য ঘোড়ার ডাকে আপনার বাটী হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে। আমি বৃন্ত থাকা প্রযুক্ত তাহা আপনাকে দিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এই সেই পত্র, এই বলিয়া গমস্তা সুরেন্দ্রনাথের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিল।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়াগত হইয়া বলিলেন, বাটীর পত্র? হেঁ তাই তো বটে। এই বলিয়া পত্র উন্মোচন করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগে পূর্বক ভাবিলেন, হায়! যা

কেনেছিল। এই রকমে; এক্ষণে এর উপায় কি? নৌকা পথ, কখন যে বার্তা পৌঁছিব, তাহার স্থিতি নাই, এই চিন্তা করিয়া তিনি কেওরানজিকে বলিলেন, আপনি শীঘ্রই দুই জন পাইককে ডাকাইয়া পাঠান এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিন, যেন তাহারা অদ্য রাত্রেই আমার এই পত্রের উত্তর লইয়া, বাটীতে দিয়া আইসে, বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রনাথও মাব নিকট যাইব এই আশ্বাসে হস্ত বদনে সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া কবিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়! এই বিশ্বসংসারে নানাবিধ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু বোধ হয় আপনি আমার সদৃশ ব্যক্তি অতি মিরল দেখিয়া থাকিবেন। কেন না, বাস্তবের স্বধাকব স্পর্শেব ন্যায় আমিও চন্দ্রনাথের নিমিত্ত গগন মার্গে হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। কি করিব, নাচতে উঠে আব লজ্জা কবিলে চলিতেছে না। যখন অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, সকলেব সমক্ষে অসবে নামিযাজি, তখন আব বসিলে চলিবেন। যা পাবি দুহাত নাচিয়া লই। তাব পর গারে ধূলা পড়ে ক্ষতি নাই, ঝাড়িয়া ফেলিব। পাগলের অবস্থা সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে হৃৎকের বিষয় এই, আপনি এত কষ্টে কুমুদিনীর পরিচয় পাইলেন। কিন্তু তাহার স্মৃতি সাক্ষাৎ হইল না। কি করিব, সকলই বিধির চক্রে, কুমুদিনী পতিপ্রাণা সাক্ষীসতী, বোধ হয় সেই নিমিত্ত তিনি রজনীকান্তের বিচ্ছেদে আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়া প্রেম ভ্রত উদ্‌ঘাপন করিয়াছেন। আর কেন, আর এখানে থাকিয়া কি হইবে। সুরেন্দ্রনাথ ত ডাডাতাড়ি পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাইক হস্তে বাটীতে প্রেরণ করিলেন। নিজেও হৃৎশান্তকরণে মাতৃহীন বালক চন্দ্রনাথকে লইয়া সন্ধ্যার পর নৌকারোহণে সুর্যগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। এক্ষণে ভবিষ্যৎ গর্ভে যে কি আছে তাহা জানা আবশ্যক ;

অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণেক অবস্থিতি করুন। উত্তল হইবেন না। যখন পাগলের চক্রে পড়িয়াছেন। তখন তাহার গাঙ্গুনে নাচ টা দেখে যাওয়া উচিত।

### সন্ধ্যাসী ।

বাত্রি প্রভাত, মৃদু মন্দ সমীৰণ বহিতেছে। বিহঙ্গের কোলাহলে, চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইতেছে। কাননের বল্লবীকুল প্রস্ফুটিত কুসুম সহ অবনতমুখী কুলবধূব ন্যায, মস্তক অবনত কবিশা দণ্ডায়মান বহিয়াছে। ষামিনী উন্নত মধুকরদিগকে সমস্ত বাত্রি কাবাবরুদ্ধ বাধিয়াছিলেন, এখন যেন তাহা বা তাঁহাব হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গুন্ গুন্ বনে গান শ্রবিত্তে গাহিতে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। নিশাদেবী পুষ্পতরুর নব-নব—পত্রের নাসাগ্রে সাদবে এক একটী নলক পবাইয়া দিয়াছেন। হরস্ত মধুকবেবা এক পুষ্পে দুই চাবিটি একত্রিত হইয়া বিবাদ আরম্ভ কবাত্তে, পুষ্পবতীব সেই সাধের ভ্রমণ বিচ্যুত হওয়াতে সে নীববে কাদিতেছে। সোধাবে কমলিনী দীনমণিব আগমন প্রতীক্ষায় অন্য মনে একদৃষ্টে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, ভ্রমরগণ অবসর বুঝিয়া স্বকার্য্য-স্বাধনে প্রবৃত্ত হইল, কেতকী এই ব্যাপার দেখে, হিংসায় একটু মুচকে হেসে বলিল, ছি ! ফুলে মধু হওয়া কি দার। পদী ঐ রোগেই মরেছে। এ দিকে ভ্রমব এসে যে, সর্ষনাশ ক'চে, তাহাতে গুর মংজ্ঞা নাই ; মুখে আগুন, ঠাণ্ডার দেখ, যার জন্য এত মান, এত গোঁবব, তার মুখেও বসে বসে কালী দিচ্ছে। পোড়া কপাল ! ছি। ছি। এই বলে কেতকী, পাড়া কুঁহলে, ষাঁট মুহুরে, মেয়েদের মত গর্জিতা হ'য়ে আপন গুন্ ও আদপ্ কাশদান প্রথংসা ক'চে।

অনতিদূরে স্নোতস্রী কুল কুলরবে প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তবঙ্গ সকল একটী পশ্চাৎ আর একটী ধাবিত হইতেছে।

এবং অগ্রেবটিকে জলে ডুবিতে দেখিয়া পশ্চাতেরটিও জলে ডুবিতেছে। নদীর এক কূলে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তবণী সকল শ্রেণী বদ্ধ হইয়া থাকাতে তথায় এক অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, কে যেন ভাগীরথীর অপাঙ্গে অঙ্কন পবাইয়া দিয়াছে। তটিনী তটের স্থানে স্থানে প্রস্তব নির্মিত ঘাট, প্রত্যেক ঘাটে যুগল মন্দির, তন্মধ্যে স্বেত প্রস্তব নির্মিত শিবলিঙ্গ, তৎপরে একটী স্তম্ভ গ্রাম; গ্রামে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত পথ। তাহার দুই পার্শ্বে নানা জাতিবৃক্ষশ্রেণিবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তন্মধ্যে এক একটি বৃক্ষ, যেন বালার্কের গতি বোধ করিবার নিমিত্তই সর্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান বহিয়াছে। • দিনমণি এই ব্যাপার দৃষ্টে হাসিতে হাসিতে অগ্রেই তাহাদিগের মস্তকে স্তবর্ণ মুকুট পবাইয়া, যেন জগতের লোকদিগকে বৈকুণ্ঠধামের সদযুক্তি শিখাইয়া দিতেছেন। বৃক্ষগণ শিবে কনক মুকুট পবিয়া পূর্বের দুর্বভিসন্ধি বিস্মৃত হইয়া মনের আনন্দে হেলে হলে নৃত্য করিতে লাগিল। • প্রভাকর এই অবকাশে শন শন করিয়া তাহাদিগের শিরদেশ অতিক্রম করিলেন।

ক্রমে হাটে ঘাটে লোকে পবিপূর্ণ, পাঠক মহাশয়। এই গ্রামটির নাম বিলাসপুর, বজনীবাবু এই গ্রামের জমিদার, বিলাসপুর একটী প্রকৃত বাণিজ্য স্থান; এখানে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বসবাস এবং বড় বড় মহাজনিগদিও আছে। ইহা বাতীত হাট, বাজার, বাস্তা, ঘাট অতি স্তম্ভ ও পরিষ্কৃত। গ্রামে বড় বড় দুইটি বিদ্যালয়, একটী পকাও দেবালয়; তন্মধ্যে দুইটি অতিথিশালা, তাহার দক্ষিণে রজনী বাবুর বৃহৎ অটালিকা; তদুর্দ্ধে দৃষ্টপাত করিলে বোধ হয় যেন শৌধ-শিখর গগনতল ভেদ করিয়া গমন করিতেছে। বাটীর চারিদিকে গড়। সম্মুখে একটী মাত্র সেতু, তাহার পব প্রকট ফটক; ফটকের দুইপার্শ্বে দুইজন শান্তিবন্ধক, বলুক হস্তে পাহারা দিতেছে। তাহার

পব প্রশস্ত রাস্তা, বাস্তাব হই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ স্তম্ভে লৌহ শৃঙ্খল গ্রথিত, তন্মধ্যে নানাজাতি পুষ্পবৃক্ষ এবং স্থানে স্থানে খেত প্রস্তুত নির্মিত এক একটা প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই সকল অতিক্রম করিয়া বাইলে সদর বাটী প্রবেশ করিবাব বৃহৎ দ্বার, তাহাব হই ধারে বড় বড় দেউড়ি। তহুপবি দুইজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দেউড়ির পাশে দুইটা বৃহৎ খব, তন্মধ্যে অনেকগুলি আমলা বসিয়া খাতা পত্র লিখিতেছে। বাটী নিস্তন্ধ কাহাবও কোন শাড়া শক্ নাই। এতবড় অটালিকা দাম দাসী ও সবকাব আমলায় পরিপূর্ণ; কিন্তু কাহারও মুখে টঁ শক্টী নাই। কেবল পূজাব দালানে কপোতের ধ্বনিতে বাটীটা সৰ্গবম করিয়া বাখিয়াছে।

রজনীবাবুব বাটীতে পবিবাবেব মধ্যে তাঁহাব মাতা, তিনটি বিধব, ভগ্নি, জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর এক পুত্র তাঁহাব, নাম প্রিয়নাথ, প্রিয়নাথ বাবুব বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর হইবে। তিনি কপে ও গুণে বজ্রনী বাবুব সমতুল্য, তাঁহাব হই পুত্র ও এক কন্যা, প্রিয়নাথ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। স্মরণ্য তিনি বাল্যকাল হইতে স্নাতামহের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। এ ছাড়া আর দুই ভগ্নীর চাবি কন্যা তাহাবা সধবা, তাহাদিগেব সন্তান সন্ততি চাবি পাঁচটা কবিয়া হইবে, প্রিয়নাথ ও রজনীবাবুতে হবিহব আত্মা, কুমুদিনী ও প্রিয়নাথের স্ত্রীতে সেইকপ; যদিও প্রিয়নাথ এবং বজ্রনীকান্তে মামা ভাগীনেষ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অন্য লোকে তাহাদিগের সৌহৃদ্যতা দেখিয়া আপন ভাতাব ন্যায জ্ঞান করিত। ললিতবাবুর অল্প বয়সে এই তিন কন্যা হব। তাহার পব দশ বারো বৎসর আব কোন সন্তান সন্ততি হইল না দেখিয়া, তিনি কন্যাদিগেব বিবাহ দিয়া স্বস্তীক কষেক বৎসর কানীধামে বাস করেন। তথায় পুত্র কামনায় অনেক যোগ যাগের পর তাঁহার পবিবার অভঃসত্তা হয়েন। পরে যখন তাঁহাব স্ত্রী অষ্টম মাস অভঃসত্তা সেই সময় কোন দৈব বিপাকে তিনি ছদ্ম-



বৈশে পরিবার লইয়া সেখানে হইতে প্রস্থান করিলেন। মনুষ্যের পদে পদে বিপদ, যখন তাঁহার নৌকা ধাত্রীগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় ছয় সাত দণ্ড হইয়াছে। সহসা সেই দিন তাঁহার পবিবাহের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। তিনি এই ঘোর বিপদে পড়িয়া, স্বয়ং একজন ক্ষেপণীবাহককে সমভিব্যাহারে লইয়া গ্রাম মধ্যে ধাত্রীৰ অনুসন্ধানে প্রবেশ করেন, সৌভাগ্য ক্রমে পথিমধ্যে ঘাইতে ঘাইতে একটি স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ললিতবাবু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ না বাছা! এ গ্রামে ধাত্রী পাওয়া যায়? স্ত্রীলোকটী প্রথমে তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল কি বলিতেছেন বাবু? ললিতমোহন বলিলেন এখানে প্রসব করাইবার 'ধাই' মেলে? স্ত্রীলোকটী বলিল, হেঁ বাবু! মেলে, কোথায় যেতে হবে? ললিতবাবু তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহার এই বিপদ শুনিয়া বলিল বাবু আমি নিজেই ধায়ের কার্য্য করি, সন্ধ্যার সময় এই গ্রামে একটী বাবুব পরিবারকে দেখিতে গিয়াছিলুম। তাঁহারও প্রসব বেদনা হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি আব একজন ধাইকে ডাকিতে যাইতেছি। বাবু বড় ভদ্র, তিনি আমার বলিয়াছেন যদিপি পুত্র সন্তান হয়, তবে আমার দুইশত টাকা আর এক ষোড়া সোণাব বালা দিবেন। ললিতবাবু তাহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, দেখ বাছা! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমায় আর দুইজন ধায়ের অনুসন্ধান করিয়া দাও। আমার কন্যাই হউক আর পুত্রই হউক আমি তোমাকে ভাল করিয়া সন্তুষ্ট করিব। ধাই বলিল, আপনি এইখানে দাঁড়ান, ঐ সম্মুখে আমার বাড়ী, আমি এখনি দুইজন ধাই আনিতেছি। ললিতবাবু তথায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিলেন। পবে সেই স্ত্রীলোকটি আর দুইটী ধাত্রী সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এবং কণেক তাহারা কিছু অন্তরে যাইয়া পরস্পরে

কি কথোপকথন করিল। পবে পূৰ্ণ পবিচিত্রিত স্ত্রীলোকটি সেই দুই জনকে ললিতবাবু বনিকটে আনিয়া বলিল, মহাশয়। এই দুইজন ধাইকে আপনি লইয়া যান, ললিতবাবু তাহাব কথায আৰ দিক্‌ক্তি না করিয়া তাহাদিগকে লইয়া নৌকায গমন কবিলেন। এবং ধাত্রী দ্বয়কে তাঁহাব পবিবাবেব নিকট বাধিয়া আপনি অপব একখানি নৌকায যাইয়া অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। বাত্ৰি যখন দ্বিপ্রহৰ অতীত হইয়াছে, তখন শুনিগেন তাঁহাব এক নবকুমাব হইয়াছে, ললিতবাবু এই সংবাদে পবম পুলকিত হইলেন। এবং প্রদ্যবদনে বলিলেন তোমবা সকলে সাবধানে থাক, বলায প্রাতেঃ আমি ধাত্রী এবং আৰ আর সকলকে সান্ত্বাষেব সহিত বিদায কবিব। এই বলিয়া তিনি শয্যায শয়ন কবিলেন। এবং নানাবিধ চিন্তা কবিতে কৰিতে নিদ্রিত হইগেন। ক্ষণেক পর তাঁহাব কৰ্ণে একটী ক্রন্দন শ্রবণি প্রবেশ কবাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এবং তাড়াতাড়ি নৌকাব নিকট আসিয়া ক্রন্দনেব কাৰণ জিজ্ঞাসা কবায অবগত হইলেন, সদ্য প্রসূত পুত্রটী জীবিত নাই। ইহা শুনিয়া ললিতবাবু সাতিশয দুঃখিত হইলেন এবং পবিবাবেকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন আৰ কাঁদিয়া কি হইবে। ভগবানেব ইচ্ছা যাহা হইবাব তাহাই হইয়াছে। কাঁদিয়া আৰ কেন নিজেব শবীবকে অসুস্থ কৰিতেছ ? এক্ষণে ঐশ্বৰ্যেব নিকট এই কামনা কব যাহাতে আমবা নিৰ্ব্বদেবে বদেবে যাইয়া পৌঁছিতে পাৰি। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান কৰিতেছেন এমন সময় সম্মুখে একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কবিলেন, তুমি কে গা ? স্ত্রীলোকটি বলিল, আজ্ঞা আমি আপনার কি সন্তান হইয়াছে তাহা জানিতে আসিয়াছি। ললিতবাবু তাহার স্বৰ শুনিয়া বুঝিতে পাৰিলেন যে, স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে ধাত্রী অনুসন্ধান কৰিয়া দিয়াছিল সেই তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা কৰিতেছে, স্মৃতরাং তিনি তাহাব নিকটে যাইয়া বলিলেন, একটি

পুত্র সন্তান হইয়াছিল কিন্তু সেটি নষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি নৌকায় গমন করিলেন। এবং পবদিন প্রাতেঃ মৃত শিশুকে জাহ্নবী জলে বিসর্জন দিয়া বিলাসপূর্বে যাত্রা করিলেন, এবং দুই দিবস পবে আপন বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে বাটীর পরিবাস সকল এই সংবাদ অবগত হইয়া যৎপবোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

ললিতবাবু বাবাগমীধাম হইতে বাটী আসার কিছুকাল পব প্রিয়নাথের জন্ম হয়। প্রিয়নাথ যখন পঞ্চদশ বৎসরের হইল, তখন ললিতবাবু মনে মনে স্থির করিয়া ছিলেন, যে তাঁহার আব পুত্র হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং দৌহিত্রকে সমস্ত বিষয় অর্পণ করিবেন, কিন্তু দৈব বিপাকে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না।

ললিতবাবু পবমহিল্ল ছিলেন, তিনি প্রত্যহ ইষ্টদেব ও ব্রাহ্মণের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এ ছাড়া তাঁহার আব একটি বাতিক ছিল, তিনি নিদ্রাবস্থায় ভাল মন্দ স্বপ্ন দেখিলে তাহা দৈব আঞ্জা ভাবিয়া বিশ্বাস করিতেন। কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে হোম যাগ করিয়া তাহার প্রতীক্কাব করিতেন, এবং সুস্বপ্ন দেখিলে যাবৎ তাহার ফল প্রাপ্ত না হইতেন তাবৎকাল যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত থাকিতেন। একদিন নিশাকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিল, দেখ তুমি পুত্র মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইয়াছ, সে নিমিত্ত দুঃখিত হইও না। তুমি দৈবে যাহাকে প্রাপ্ত হইবে তাহাকে দৈব দত্তক পুত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবে এবং সেই পুত্র দ্বাবা তোমার পূর্বপুরুষ দিগের কার্যও নাম বক্ষা হইবে। ললিত মোহনের একে ত সন্দিগ্ধ চিত্ত, তাহাতে এই স্বপ্ন দেখিয়া মনে মনে এর বিশ্বাস করিলেন যে ইহা মা ছিন্নমস্তার প্রত্যাদেশ, সুতরাং এই চিন্তা মনোমধ্যে বলবতী হওয়াতে তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্প অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। এবং অল্প দিনের মধ্যে স্বপ্নের ফলও হাতে হাতে ফলিয়াছিল। তিনি দৈব কর্তৃক রজনীকান্তকে জাহ্নবীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রজনী

কান্তের জাতি কুলেব বিষয় অনবগত থাকায় এক সন্দেহ ছিল কিন্তু মা ছিন্নমস্তাব সেবিকা ভবানীদেবী স্বয়ং বিলাসপুরে আসিয়া সকলের সমক্ষে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তিনি ললিত বাবুকে বলিলেন, রজনীকান্ত জাতিতে কায়স্থ এবং উচ্চকুলোদ্ভব, দৌহিত্র সত্ত্বেও ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ইহার মধ্যে কোন নিগুঢ় অর্থ আছে, এ কার্যে তোমরা কেহই হুঃখিত হইও না, এবং প্রিয়নাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন দেখ বৎস প্রিয়নাথ। তুমি রজনীকান্তকে আপন মাতুলের ন্যায্য জ্ঞান করিবে। এবং বজনীকান্ত যে কে, তাহা পবে জানিতে পাবিবে। আব আমার এই পালিত কন্যা কুমুদিনীকে বজনীকান্তের হস্তে অর্পণ করিলাম। ইহাকে তুমি ভক্তি ও প্রজ্ঞা করিবে। পরে ললিত বাবুকে বলিলেন বৎস ললিত মোহন। তুমি এই পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পুথ সচ্ছন্দে কালযাপন কব, আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম। এই বদিনী তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিলাসপুত্রের সমস্ত লোক এই ব্যাপাব দেখিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত হইল। পরে ললিতবাবুর মৃত্যু হইলে রজনীবাবু বিলাসপুত্রের জমিদার হইলেন। বিলাসপুত্রের সমস্ত লোক ভবানীদেবীকে প্রকৃত দেবী বলিয়া জানিত। সুতরাং তাহার আজ্ঞা সকলকার শিরোধার্য্য হইল। রজনীবাবুও এই বিপুল সম্পত্তির একাধীশ্বর হইয়া সমস্ত লোকদিগকে বশীভূত করিলেন। সম্প্রতি রজনীবাবু সস্ত্রীক ভবানীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দ্রুত কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচার হওয়াতে সকলেই হুঃখ সাগবে নিমগ্ন, বাটীর পরিবাবগণ অবিলম্বে বোদন করিতেছেন। রজনীকান্তের মাতা হুলায় লুপ্তিত, প্রিয়নাথ এই সংবাদ পাইয়া বজনী বাবুর অনুসন্ধানে গমন করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার দেখা নাই। এই সকল কারণ বশতঃ রজনীবাবুর সেই বৃহৎ অটালিকা জনশৃংখর

ন্যায় বোধ হইতেছে। বাটীতে লোকে পবিপূর্ণ কিষ্ক কাহাব ও মুখে কথা নাই। সকলেই চিন্তায় মগ্ন; এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিতোছে। বেলা চারি দণ্ড অতীত হইয়াছে, এমন সময় একজন দাসী অন্তঃপূর্ব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মা ঠাকুণ। আর ভয় নাই। বাবু আসিয়াছেন, এই সংবাদ সকলের কর্ণ গোচর হওয়াতে তথায় এক আনন্দের কোলাহল উঠিল। এবং ক্ষণেক পর দেবালয়ে ও গ্রামের প্রত্যেক গৃহে মঙ্গল শব্দে শব্দে ধ্বনিতে বিলাসপূর্ব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কত্রী-ঠাকুবাণী দাসীও প্রমুখাঃ এই শুভ সংবাদ শুনিয়া তাড়াতাড়ি গহাভ্যন্তরে আসিয়া দেখিলেন সম্মুখে প্রিয়নাথ ও তাঁহার পণ্ডাঃ চন্দ্রনাথ নৃত্য কবিতো কবিতো তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কত্রী-ঠাকুবাণী তাড়াতাড়ি চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া বাবুবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এমন সময় বজ্রনীবাবু আসিয়া মাতার চরণে প্রণাম কবিলেন। কত্রীঠাকুবাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সকলে আসিলে আমার কুমুদিনী কোথায়? বজ্রনীকান্ত, মাতার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। কারণ সে সময় তাঁহার চক্ষুঃস্থ জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন কক্ষে গমন কবিলেন।

বজ্রনীবাবুর মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দৃষ্টে আব কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিলেন না। ভাবিলেন আমার গৃহলক্ষ্মী কুমুদিনী জীবিতা নাই। বজ্রনী সেই স্বর্ণ প্রতিমাকে ভাগীরথীর গর্ভে বিসর্জন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য গৃহে প্রবেশ করিল। হাস। কি সর্বনাশ এখন আমি কি করি, এই ভাবিয়া তাঁহার নেত্র দিয়া অনর্গল জলধারা পতিত হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বালক, সে তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না। প্রিয়নাথের স্ত্রী কত্রীঠাকুবাণীকে বোদন করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার

ক্রোড় হইতে চন্দ্রনাথকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

বাটার সকলের হবিষে বিষাদ, কুমুদিনী কোথায় একথা কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছেন না । সকলেই নীরব, কাহার মুখে কোন কথা নাই । ক্রমশঃ গ্রামেও এই কথা প্রচারিত হওয়াতে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা একত্র হইয়া হা হতাশ করিতে লাগিল । কেহ বলিতেছে কুমুদিনী ডাকাতের ভয়ে জাহ্নবীগর্ভে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । কেহ বলিতেছে, ডাকাতে খুন করিয়াছে, আবার কেহ বলিতেছে, ভবানী দেবী থাকিতে কুমুদিনী কোন অমঙ্গল হইবে না । কুমুদিনী মাতার নিকট আছেন । তথায় কিছুদিন থাকিয়া আবার বাগীতে আসিবেন । এই রূপ সকলেই আপন আপন মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন ।

বেলা তৃতীয় প্রহর, প্রিয়নাথ ও বজ্রনিকান্ত অন্তঃপুর মধ্যে এক কক্ষে বসিয়া আছেন । উভয়ের মূখ ম্লান এবং উভয়ে গভীর চিন্তার মগ্ন, এমন সময় বজ্রনিকান্তের মাতা কাদিতে কাদিতে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, বজ্রনি । তুমি আমায় সত্য করিয়া বল, কুমুদিনী কোথায় ? বজ্রনিকান্ত মাতাকে একপা অবস্থায় সহসা গৃহ মধ্যে আসিতে দেখিয়া শ শ ব্যস্তে গাতোত্থান পূর্বক বলিলেন, মা । কাদিবেন না । কুমুদিনীর কথা আমি বলিতেছি । মাতা বোদন সম্বরণ করিলেন । বজ্রনিকান্ত একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, গত-রাত্রে, মা—ভবানী দেবীর কথায় বোধ হইল, কুমুদিনী জীবিত আছে । কিন্তু আমার মনে তজ্জা বিশ্বাস হইতেছে না ।

মা । কেন ? তোমার তহা বিশ্বাস না হবার কারণ কি ?

বজ্রনী । ডাকাতে চন্দ্রনাথকে এবং কুমুদিনীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল । আসিবার সময় চন্দ্রনাথকে পাইলাম কিন্তু কুমুদিনীকে পাইলাম না । তাই ভাবিতেছি কুমুদিনী জীবিতা নাই ।

মা । তিনি কুমুদিনীর কথা কি বলিলেন ।

রজনী। তিনি কুমুদিনীর কথা কিছুই বলিলেন না, তবে গতরাতে যখন তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় চন্দ্রনাথ কে নোকাষ নিদ্রিত দেখিয়া সন্নেহে তাহার মুখ চুম্বন কবিয়া বলিলেন বৎস বজনীকান্ত। তুমি চিত্তিত হইও না। এক্ষণে পুত্র লইয়া গৃহে গমন কর। আমি বলিতেছি তুমি অচিবাং চন্দ্রনাথকে এই রূপে মাতৃ ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিতে দেখিবে। তাঁহার এই কথার আভ্যুসে বোধ হইতেছে, কুমুদিনী জীবিতা আছে।' কিন্তু কুমুদিনী কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা আমি অবগত নহি।

মা। চন্দ্রনাথকে তুমি কি রূপে পাইলে ?

রজনী। সুবর্ণগ্রামের জমিদার সুবেন্দ্র বাবু তাহাকে দস্যু হস্ত হইতে বক্ষা কবিয়াছিলেন, তাব পর তিনি স্বয়ং চন্দ্রনাথকে লইয়া কল্যা রাতে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্বে সুবেন্দ্র বাবুর নাম শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু কল্যা তাহার সদৃশ্যেব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

মা। তাহাকে কুমুদিনীর কথা জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলে ?

রজনী। না তাঁহাকে কুমুদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

ভবানীদেবী সুবেন্দ্র বাবুকে আমাদের সমক্ষে আনিয়া বলিলেন, বৎস রজনীকান্ত। এই সুবেন্দ্র বাবু সুবর্ণগ্রামের জমিদার। ইনি চন্দ্রনাথকে দস্যু হস্ত হইতে বক্ষা করিয়া এখানে আগমন কবিয়াছেন। এক্ষণে বাত্রি অধিক নাই। তোমরা সকলে বিলাসপুরে যাত্রা কর, সুবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন। \* আমি ইহাকে লইয়া গমন করি। কিছু দিনের পর সুবেন্দ্র বাবুর সহিত আবার তোমার সাক্ষাৎ হইবে, এই বলিয়া তিনি সুবেন্দ্রনাথকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিদায় হইলেন। সুতরাং আব আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিতো পাবিলাম না।

কর্তা ঠাকুরাণী রজনী বাবুর এই কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস

পবিত্র্যাগ পূর্বক সহাস্য-বদনে বলিলেন বৎস বজনীকান্ত ! এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম । ভবানী দেবীর বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে । কুমুদিনী নিশ্চয়ই জীবিতা আছেন । তুমি সে নিমিত্ত চিন্তা কবিও না । বজনী বাবু মাতাব এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন । হায় । জ্ঞাতিব কি সবল অন্তঃকবণ, ভবানী দেবীর কথা মাঝ দূত বিশ্বাস হইল, কুমুদিনী জীবিতা আছেন, হা । প্রিয়া যে স্বামী ও পুত্র বিচ্ছেদে কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় দিনাতিপাত কবিতেছেন তাহা জানি না । জগদীশ্বর যদি পুরুষের মনই রূপ সবল কবিতেন, তাহা হইলে একপ দুঃসহ চিন্তানল গুরু জনের স্তোকবাক্যে স্নান্যামেই নির্ঝাপিত হইত । ভবানী দেবীর বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে । তাহা আমি জানিয়াও মনকে নিশ্চিন্ত কবিত্তে পারিতেছি না । কাবণ কুমুদিনী দম্য হস্তে পতিত হইয়া পতি পুত্র বিচ্ছেদে যে জীবিতা আছেন, তাহা আমার কোন ক্রমে বিশ্বাস হয় না । তবে বলিতে পারি না ।

বজনীকান্ত মনে মনে এই সকল চিন্তা কবিয়া প্রকাশ্যে মাতাব মনস্তত্ত্ব নিগূঢ় আপন মনের ভাব গোপন কবিয়া হাস্য বদনে বলিলেন, আমিও বলিতেছি ভবানী দেবীর কথা কখন অন্যথা হইবার নহে । তাহাবা গৃহ মধ্যে বসিয়া এই সকল কথোপকথন কবিতেছেন । এমন সময় বাটীর এক জন পুতান ভৃত্য গৃহ দ্বারে আসিয়া বলিল, বাবু কাছারি বাড়ীতে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন । তিনি চমৎকার গণিতে পাবেন । আমাদের হাত দেখে, সমস্ত ঠিক ঠিক বলিবাছেন । আপনি কি এতবার তাহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিবেন ? বজনীকান্ত ভৃত্যের এই কথা শুনিয়া সবিম্বোধে বলিলেন সন্ন্যাসী । চমৎকার গণিতে পাবে ?

ভৃত্য । আজ্ঞা তাহাব আশ্চর্য্য গণনা । যে কয়েকটা বলিলেন তাহা সমস্ত ঠিক হইল ।

বজনীকান্ত ইহা শুনিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন । ইতোমধ্যে



কতী ঠাকুরাণী ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন প্রিয়নাথ । তুমি সেই সন্ন্যাসীকে ঠাকুর বাটীতে লইয়া যাও । আমি তথায় যাইয়া কিছু গণনা করাইব । প্রিয়নাথ তাঁহাব মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, আপনার আর তথায় যাইবার আবশ্যক নাই । আমরা সন্ন্যাসী ব নিকট গমন কবিত্তেছি । দেখি তিনি গণনা কবিয়া কি বলেন ।

কতী ঠাকুরাণী ইহাতে আব কোন আপত্তি না কুরিয়া বলিলেন, আচ্ছা তবে তেমনবা দুইজনে যাও, কিছু গণনা কবিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিবেন, তাহা সমস্ত আমাব নিকট ব্যক্ত কবিত্তে চাও ।

প্রিয় । আচ্ছা তাহা আমি সমস্ত বলিব ।

বজ্রনীকান্ত এবং প্রিয়নাথ কাছাবি বাটীতে গমন কবিয়া দেখিলেন এক ভগ্নানক ভেজঃপূঞ্জ সন্ন্যাসী, এক খানি ব্যাঘ্র চম্বোপরি উপবেশন কবিয়া রহিয়াছেন । তাঁহাব গাত্রে বিচিত্রি, চক্ষু বক্তিমাবর্ণ, গস্ত্রী প্রকৃতি দেখিবামাত্র মনে ভক্তি ভাবে উদয় হয় । বজ্রনীকান্ত এবং প্রিয়নাথ তাঁহাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিলেন । সন্ন্যাসী হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ কবিলেন । পবে সন্ন্যাসীকে তাঁহাবা সাদরে সন্তাষণ পূর্বক এক গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া বসিলেন, প্রভো ! আপনার আগমেনে অদ্য এ স্থান পবিত্র হইল । আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমবা চবিতার্থ হইলাম । এক্ষণে আমাদিগেব এক বক্তব্য আছে, যদি অল্পমতি কবেন তবে শ্রীচরণে নিবেদন কবি । সন্ন্যাসী বলিলেন বৎস । কি বলিবে বল ।

বজ্রনী । শুনলাম আপনি গণনা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, বলিতে পারেন । অতএব আমাব একটি বিষয় গণনা কবিত্তে হইবে । সন্ন্যাসী ঈশং হাস্য কবিয়া বজ্রনীকান্তেব দক্ষিণ কর ধাবণ পূর্বক একেব তাহা অবলোকন কবিয়া বলিলেন বৎস । তুমি বড় মনঃ বটে আছ । কিন্তু সে কষ্ট শীঘ্র দূর হইবে ।

বজ্রনী । প্রভো ! আমার মনঃ কষ্টেব কাষণ কি ?

সন্ন্যাসী। পত্নী বিচ্ছেদ।

বজ্রনী। আচ্ছা! আমার কয়টি বিবাহ।

সন্ন্যাসী। দুইটি, একটি গত হইয়াছেন আর একটি জীবিত  
আছেন।

বজ্রনী। জীবিতাটী কোথায় আছে, বলিতে পারেন?

সন্ন্যাসী। তিনি তোমার এক বন্ধুব বাটীতে অবস্থিতি  
করিতেছেন।

বজ্রনীকান্ত এই কথা শুনিয়া সন্মুখে প্রিয়নাথের প্রতি দৃষ্টি-  
পাত কবিলেন। প্রিয়নাথ বজ্রনীকান্তের দুই বিবাহ শুনিয়া সন্ন্যাসীর  
গণনাৰ অবিশ্বাস হওয়াতে ঈষৎ হাস্য কবিয়া বলিলেন, আচ্ছা প্রভু  
বলুন দেখি, এই বাবুর জন্ম স্থান কোথায়? সন্ন্যাসী কিঞ্চৎক্ষণ  
গণনা দ্বাৰা সমস্ত অবগত হইয়া বজ্রনীকান্তের প্রতি দৃষ্টি পাত করি-  
লেন। বজ্রনী বাবু সে সময় গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, সন্ন্যাসী তাঁহাকে  
একপ ভাবাপন্ন দেখিয়া বলিলেন; বাবু তুমি চিন্তা ত্যাগ কব।  
আমার গণনা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত বিবরণ বলিতেছি।

বজ্রনী। আপনার আবার কি গণনা শেষ হইল?

সন্ন্যাসী। প্রিয়নাথের প্রতি অশ্রুনির্দেশ করিয়া বলিলেন,  
ইনি আমার তোমার জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করার আমি  
গণনা দ্বাৰা সমস্ত অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বলিতে বলিলে  
সে সমস্ত ব্যক্ত করি। বজ্রনীকান্ত ইহা শুনিয়া কি বলিবেন  
কিছুই স্থির কবিতে না পারিয়া ম্লানক অবনত করিলেন। তাঁহা-  
দিগের গৃহ মধ্যে যে সকল কথপোকথন হইতেছিল কর্তৃষ্টাকুরাণী  
গোপনে পার্শ্বস্থ গৃহে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেন। হঠাৎ স্বর্গীয়  
কর্তামহাশয়ের একটি কথা শ্রবণ হওয়াতে তিনি দ্রুতগতি তাঁহাদের  
গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বজ্রনীকান্ত মাতাকে তথায় আসিতে  
দেখিয়া সন্মুখে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মা! আপনি এখানে কেন?

মা । বাছা রজনীকান্ত । আমি এই পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া তোমা-  
দিগের সহৃদয় কথপোকথন শুনিয়াছি এবং প্রিয়নাথ প্রভুকে যাহা  
গণনা করিতে বলিল তাহা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনোমধ্যে স্বর্গীয়  
কর্তার একটী কথা স্মরণ হওয়াতে আমি এখানে আসিতে বাধ্য  
হইলাম । এক্ষণে প্রভু যাহা গণনা কবিয়াছেন তাহা আমাদের  
সমক্ষে ব্যক্ত করিতে নিবেদন কব ।

রজনী । মা ! তাহাতে জ্ঞামার কোন আপত্তি নাই । কিন্তু—

মা । কিন্তু কি ?

রজনীকান্ত অনেক চিন্তাব পর সন্ন্যাসীকে বলিলেন প্রভো ।  
প্রিয়নাথ আপনাকে যাহা প্রশ্নঃ কবিয়াছেন, তাহার উত্তর দানে  
কৃতার্থ করুন ।

সন্ন্যাসী । বৎস । তোমার জন্ম বিবরণ অতিশয় আশ্চর্য্য । এক্ষণে  
আমি সে সমস্ত প্রকাশ করিতে পারিব না । তবে যৎকিঞ্চিৎ  
বলিতেছি শ্রবণ কব । তোমার জন্ম স্থান ধাত্রীগ্রাম, ভাগিরথীগর্ভে ।  
সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া সকলের গাত্র লোমাক্ষিত হইল । কতী-  
ঠাকুরাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিয়া বলিলেন, প্রভো ! অর্চমি  
এই কথা শুনিবার নিমিত্তই আপনার সমক্ষে আগমন করিয়াছি ।  
এক্ষণে এ সম্বন্ধে আর আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আব-  
শ্যক নাই । আপনার রূপাষ আমি সমস্তই অবগত হইব । সন্ন্যাসী  
প্রিয়নাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রব্যং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,  
বৎস প্রিয়নাথ ! আব তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

প্রিয় । আজ্ঞা আব আমার জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই । তবে যদি  
দয়া করিয়া বলেন, রজনী বাবুর পত্নী কোন্ বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি  
করিতেছেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ।

সন্ন্যাসী । বৎস ! তিনি স্বৰ্গ গ্রামের জমিদার সুরেন্দ্র বাবুর  
বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন । রজনীকান্ত তাঁহার এই কথা শুনিয়া

আর্চ্যারিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর পদধূলি মস্তকে প্রদান পূর্বক বলিলেন। প্রভো! যদি আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিত কবেন তাহা হইলে আমবা চবিতার্থ হই।

সন্ন্যাসী। না বৎস। তামাষ সে অনুবোধ কবিও না। আমি সাগর তীরে যাত্রা করিয়াছি, যাবৎ তথায় উপস্থিত হইতে না পারি তাবৎ কোন স্থানে আশ্রয় লইব না।

বজ্রনী। যদি অপবাধ মার্জনা কবেন, তবে আমি আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা কবি।

সন্ন্যাসী। কি বলিব বল।

বজ্রনী। তীর্থ স্থানে কিছু অর্থ আবশ্যক হবে অতএব আমি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতে ইচ্ছা কবি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ কবেন তবে আমি যথেষ্ট সুখী হই।

সন্ন্যাসী। বৎস। আমি সন্ন্যাসী অর্থে কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। তোমার সাহায্য লাভে, আমি পবন সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি এখানে বিদায় হইলাম। সন্ন্যাসী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে পব, কর্ত্তীঠান্ধ বাণী ভক্তগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়নাথ ও বজ্রনীকান্ত বৈটুখানা গৃহে গমন করিয়া ক্রমেক নিস্তরু ভাবে বহিলেন। পবে বজ্রনীকান্ত প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়নাথ। সন্ন্যাসীর গণনায তোমার কি বোধ হইল?

প্রিয়। আজ্ঞা আমিও তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাবণ আমি জানি আপনার এক বিবাহ, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিল, আপনার দুইটা বিবাহ, একটীর মৃত্যু হইয়াছে। অপরটা জীবিতা আছেন, ইহাও মধ্যে সত্য মিথ্যা আপনি বলিতে পারেন।

বজ্রনী। প্রিয়নাথ। আমি দেখিতেছি সন্ন্যাসী আমার বিবাহের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা মিথ্যা নয়। জন্মস্থান কোথায়, তাহাও ঠিক

বলিয়াছেন। কিন্তু “ভাগীরথীর গর্ভোপর” ইহার ভাবত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আচ্ছা আব একটী কথা, যা যে আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, স্বর্গীয় কৰ্ত্তামহাশয়ের এক কথা শ্রবণ হওয়াতে তিনি সন্ন্যাসীর নিকট আগমন করিয়াছিলেন, এ কথাব ভাব কি ?

প্রিয়। তাহার ভার আপনিও ষে রূপ অজ্ঞাত, আমিও সেইরূপ অজ্ঞাত। যাহা হউক এক্ষণে আমাব এই বক্তব্য যদি গণনায আপ-  
নাব বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে কুমুদিনীর অনুসন্ধান কবা উচিত।

বজনী। গণনায আমাব বিশ্বাস হইয়াছে সত্য, কিন্তু কুমুদিনী যে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে আছেন, এ বিষয় আমাব সন্দেহ, কারণ সুরেন্দ্রবাবু একজন সম্ভ্রান্ত এবং উদার চরিত্র ব্যক্তি, তাহার ন্যায় সদৃশ্য বিশিষ্ট মনুষ্য আজ কাল অতি বিরল, দেখ,—কল্যা তিনি কত কষ্ট সহ্য করিয়া সেই গভীর ঝামিনীতে চল্লনাথকে আমাদিগের নিকট আনিয়াছিলেন। যদি কুমুদিনী তাহার বাটীতে থাকিত, তবে চল্লনাথের সমভিব্যাহারে তিনি কি তাহাকে আমাদের নিকট আনিতেন না ?

প্রিয়। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কিন্তু আমাব মনে আব এক ভাবের উদয় হইতেছে।

বজনী। কি ভাব ?

প্রিয়। যদি সন্ন্যাসীর অন্যান্য গণনা সত্য হইয়া থাকে তবে একথা মিথ্যা হইবে না, কারণ এও তো হইতে পারে সুরেন্দ্রবাবু যখন চল্লনাথকে লইয়া কল্যা বাটী হইতে যাত্রা করেন, সে সময় কুমুদিনী তাহার বাটীতে না থাকিতে পারেন, তাহার বিদায়ের পূর্ব কিম্বা অন্য কোন ঘটনা ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবেন।

বজনী। হেঁ। ইহা হইলেও হইতে পারে। একথা যুক্তিসিদ্ধ বটে ; তবে এখন আমাদিগের কি কবা কৰ্ত্তব্য ?

প্রিয়। আজ কাল দুইদিন দেখা যাউক, যদি ইহা সত্যই হয়, তবে সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই আমাদিগকে সমাচার পাঠাইবেন।

রজনী । যদি হু এক দিবস মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কোন সমাচার না আইসে তাহা হইলে কি করা যাইবে ?

প্রিয় । যদি একরূপ হয় তবে অগ্রে আমবা সুবেল্লবাবুকে সমাচার পাঠাইয়া পশ্চাৎ চন্দ্রনাথ, আপনি, কত্রীঠাকুরাণী আর আমি, তথায় গমন করিব ।

রজনী । কত্রীঠাকুরাণী এবং চন্দ্রনাথকে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি ?

প্রিয় । উহাদিগকে লইয়া যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক আছে ।

রজনীবাবু প্রিয়নাথের এই কথায় শুনিয়া মনে মনে ভাবিনেন প্রিয়নাথ যাহা বলিতেছে তাহা ষথার্থ, কারণ কত্রীঠাকুরাণী এবং চন্দ্রনাথ এ সময় আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাওয়া সদযুক্তি হইয়াছে । তিনি এই ভাবিয়া প্রিয়নাথকে বলিলেন আচ্ছা তাহাই হইবে ।

রাত্রি প্রভাত ।

মাধবী ।

লোকে বলে এই ধবামধ্যে চতুর্কিধ ব্যক্তি নিদাত্যাগী । প্রথম ব্যাধিগ্রস্ত, দ্বিতীয় কুপণ ধনি, তৃতীয় বোগী, চতুর্থ দরিদ্র, কিন্তু আমি দেখিতেছি এই চারি প্রকার ব্যক্তি অপেক্ষা বিচ্ছেদ গ্রস্ত ব্যক্তি অধিক পবিত্রাণে নিদাত্যাগী । পাঠক মহাশয় ! স্বরণ করিয়া দেখুন আপনি সে দিবস যে বসন্তকুমারীকে বাতায়নপথে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় কাটাইতে দেখিয়াছেন, অন্য এই গভীর নিশায় তিনি কোথায় ? ঐ দেখুন, বসন্তকুমারী বিচ্ছেদানলে পূর্ণ আহুতি দিয়া শয্যাপরি, সুরেন্দ্রনথের পার্শ্বে নিদ্রা ঘাইতেছেন ।

বিচ্ছেদগ্রস্ত ব্যক্তির বাতকের কোণে স্বেচ্ছার সন্ধান হইলে আর বক্ষা নাই। সুবেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া বসন্তকুমারীকে সেই দুরন্ত বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে পবিত্রাণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য দেখুন "উদ্যোত পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" বাটীর সমস্ত লোকেই হুসুপ্ত। কেবল মাধবীর চক্ষে নিদ্রা নাই। সে অনেকক্ষণ একাকিনী সুবেন্দ্রনাথের পার্শ্বে গৃহে শয়ন করিয়া ছিল। নিদ্রা না হওয়াতে শয্যা হইতে উঠিয়া বাবাণ্ডায় আসিয়া বসিল। গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। চতুর্দিক নিবীক্ষণ করিয়া দেখিল, সকল ঘরের দ্বার উন্মুক্ত কাহাবও সাড়া শব্দ নাই।

পাঠক মহাশয়। এক্ষণে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, মাধবী নিদ্রা নাই কেন? ওত বাণ্যকাল হইতে পতিহীনা এবং সমাধি সময়ে আক্ষেপ করিয়া থাকে যে বিচ্ছেদ ও বিবাহ কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না। তবে ও বিচ্ছেদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রাত্যাগী কেন? মাধবী কি ডুবে ডুবে জল খাইতে শিখিয়াছে? না, অমন কথা মনে স্থান দিবেন না। মাধবীর সবল চিত্ত। যদি বলেন ওব সবল চিত্ত গরল মাধানব মত দেখিতেছি কেন? একথাও উত্তর আমি দিতে অক্ষম। অতএব আপনি এবিষয় মাধবীর সদৃশ অবলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, বোধ হয়, সে আপনাকে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে।

মাধবী ক্ষণকাল বাবাণ্ডায় উপবেশন করিয়া দেখিল অদ্য যামিনীতে প্রকৃতিদেবী যেন একবার হাসি ফেলেছেন ও একবার কাঁদিতেছেন। নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল নিশানাথ যেন কোন দৃষ্টি করিয়া কাহাব ভয়ে ক্রতবেগে পলায়ন করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড ভূষারবর্ণ মেঘ আসিয়া তাঁহাব গতিবোধ করিতেছে। তাবাপতি এই চক্রে পতিত হইয়া ব্যতিব্যস্ত। চকোবেয়া মাকে মাকে সুধাকরকে মেঘ মুক্ত হইতে দেখিয়া সুধাপানশযে

যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে, অমনি আব একথণ্ড মেঘ আসিয়া তাহাকে লুকাষিত করিতেছে। স্তবধা চাঁদের সুধা অদ্য আব চকোবেব অদৃষ্টে ষাটতেছে না। নক্ষত্রগণও মধ্যে মধ্যে চন্দ্রের জ্যোতিঃ ভ্রাস হইতে দেখিয়া সেই অবকাশে আপনাদিগের গৌরব বুদ্ধির নিমিত্ত ক্রিকিং সমুজ্জ্বল হইয়া কক্ষ পক্ষেব পরিচয় দিতেছে। নিশানাথ তখনি আবাব মেঘ মুক্ত হইয়া তাহাদের গর্ভের স্বর্ক কবিতেকে। মাধবী এই সকল দেখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কবিল এবং মনে মনে বলিল হা ভগবান। তোমাব লীলা মোকা ভার! তোমাব নিকট প্রকৃতিবও নিষ্কৃতি নাই। কাল যামিনীতে যে শর্শধরকে নির্মাল আকাশে স্থিব ভাবে থাকিয়া হাস্য মুখে চকোবকে সুধাদানে পবিত্র কবিতে দেখিযাছি, আজ সেই 'প্রকৃতিব অবস্থা একপ কেন? নক্ষত্রগণেব সে দীপ্তি নাই। চন্দ্রেবও সে শাস্তমতি নাই। গগনের সে নীলাভা নাই। কেন নাই? এব ভাব কি? মেঘ। এক মেঘেই এত। ভাল, আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্রগণকে যেন মেঘেই হাসাইতে কাদাইতে পাবে। আচ্ছা, মানুষেব মন হাসে কাদে কিসে? আমিত এব কিছুই ভেবে চিন্তে স্থিব কস্তে পচ্চিনে। আগে আমি কান্না কারে বলে জান্তেম না, জান্বে না কেন? জান্তাম্, কিন্তু কাদতাম না। এখন আমাব সেই কান্না চক্ষে লেগে ব'ষেচে। আব হাসতে ইচ্ছা হয় না। অপবকে হাসতে দেখলে সেখান থেকে সবে আসি। বাত্রে নিদ্রা নাই, অন্ধকাবে কেবল চক্ষু বুজে পড়ে থাকি। আগে আমাব একঘুমে বাত কাটত, এখন সে রাত আমাব কালের স্বরূপ হ'ষেচে। মাধবী এই সকল ভাবিতেছে এমন সময় তাহার মনোমধ্যে আব একটা চিন্তা আসিয়া আশ্রয় কবিল। সে এক দৃষ্টে গগন মণ্ডলেব দিগে চাহিয়া থাকায় একটি চেনা নক্ষত্রের পার্শ্বে আর একটি নূতন নক্ষত্র দেখিল এবং পূর্ক চিন্তা বিস্মৃত হইয়া ভাবিল মানুষ মোবে নিশ্চই নক্ষত্র হয়, তার আর কোন সন্দেহ নাই। ঐ উজ্জ্বল তারটি



আমি বোজ দেখি, কিজ ওব পাশেব ঐ ছোট তাবাটি তো একদিন-ও, দেখি নাই। তবে ওটি কোথা থেকে এলো? মানুষ গোরে নিশ্চয়ই নক্ষত্র হয়, ঐ তাবাটি আব কেহই নয় শু কুমুদিনী, কুমুদিনী মাধবী সতী, সে পতিব বিচ্ছেদে প্রাণ ত্যাগ কবিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ কবিয়াছে। জাবাব ভাবিল মানুষ মরিলে যদি সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, তবে লোকে মবেনা কেন? আশা ॥ আচ্ছা কুমুদিনী কি, সে আশা ছিলনা? না। আমার বোধ হয় তাব সে আশাছিলনা। সুতবাং তাব প্রাণ পাখী দেহপিঞ্জর হইতে পালাইয়া ঐ চন্দ্র লোকে গিয়াছে। সে ঐ বড় তাবাটির পাশে যাইয়া উঁকি মেবে আপন পতি পুত্রকে দেখে মুচুকে মুচুকে হাস্চে। হায। আমি কি পাতকিনী, পিতা, মাতা, ভগ্নী ও স্বামী এসকলেব বিচ্ছেদে এখনও জীবিত আছি, এ'বা সকলেই আকাশে এক একটি নক্ষত্র হ'যে আমার রঙ্গ দেখুচেন। আমি কাহাকেও দেখুতে পাচ্চিনা। মাধবী এই ভেবে একটি নক্ষত্রেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কব জোড়ে বাপ্পাকুল নয়নে বলিল মা ও মা। আমায় ডেকে নাও। আমি কত দিন আব এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কবো। হায। আমার এক যাত্রাব পৃথক ফল। এক সঙ্গে আমবা দুই বোনে জন্মালাম একজন ছেলে বেলাষ গঙ্গাব জীলে ডুবেমোলো কিদ এপর্যন্ত আমার মরণ হলো না। শুন্তে পাই সমজেব মধ্যে একুটির মৃত্যু হ'লে আর একটি বাঁচেনা। কই আমার তো তা হলো না। আমি কেবল কাঁদিবার নিমিত্ত ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হায। এরপব আমার অদৃষ্টে যে কত কষ্ট আছে, তা বলিতে পারি না। এত দিন, যা ইউক এক বকম, হেসে খেলে কাটাচ্ছিলাম, কিজ কি কুক্ষণে যে স্বপ্ন দেখলাম তাহাই আমার কাশেব স্বপ্ন হ'বেচে। হুহ স্বপ্ন কেন? আজ সুবেন্দ্রনাথের নিকট কুমুদিনী ও বজনী কান্তের কথা শুনে প্রাণেব ভিতর যেন আবে কেমন কোচে। সুবেন্দ্রনাথ বলিলেন কুমুদিনী

মৃত্যু হইয়াছে। দেওয়ানজি স্বহস্তে তাঁহার সংকার করিয়াছেন। আবার ভৈরবী তাঁহাকে আসিবাব কালীন যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার ভাব যেন অন্য প্রকার। কে জানে গুরুদেবই জানেন, দেওয়ানজিকে আসিতে লিখিয়াছেন। তিনি আসিলেই সমস্ত সত্য মিথ্যা জানা যাইবে। উঃ আজ আমার প্রাণেব ভিতর এত হাঁচকু পাঁচড় ক'চে কেন? আমি কি পাগল হোলেম নাকি ॥ বসন্তকুমারী আমাব এই ভাব দেখে সন্ধ্যার পর দুই বার জিজ্ঞাসা কবিল, মাধবি। তুই অমন কোরে রোয়েচিস্ কেন? অশ্রুক হইনিত? আমি তার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল চোখ ফেটে জল আসিতে লাগিল। বসন্ত তাই দেখে আব আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কলে না। সে হৃদয় মনে মনে অন্যান্যরূপ ভাবিল। মাধবীর কল্পনা এত-ক্ষণ হৃদয় মধ্যে থাকিয়া শোকসাগরের এক প্রবল তরঙ্গ উখিত করিল। সে ভাবিল আমি পবের বাড়ীতে আছি। আমাব এজগতে কেউ নাই। বসন্তকুমারী আমায় ভাল বাসে তাই আমি এখানে আছি। কিন্তু সে আমাব একপ অবস্থা দেখে মনে মনে কি ভাব্চে। হয়তো মনে কচে, মাধবী কাহাব প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়ে মনের ভাব গোপন কোরে আমার কাছে অল্প কথা বোলে হুঃ প্রকাশ করে। উঃ তবেতো আর আমার এখানে থাকা উচিত নয় ॥ আজ না হয় কাল, কাল না হয় দুদিন পরে, বসন্ত আমাব এই ভাব দেখে বলিবে মাধবি! তুই কুলটা হ'য়েচিস্। তুই আমার বাড়ী থেকে বেরো। তখন আমার দশায় কি হইবে? মাধবী এই ভাবে কাঁদিল এবং যত অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল ততুই তাহার চক্ষু দিয়া দ্বিগুণতর জল প্রবাহিত হইল। অঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল। অণকাল এই রূপ অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে মনে মনে স্থির কবিল আব আমাব এখানে থাকা উচিত নয়। কি জানি পাছে কোন দিন কেউ আমায় কোন কথা বলে। তা হোলে তখন মরমে মোরে যাব। না,

আমাব এখানে থাকা হবেনা। আমি এই রাত্রেই এখান হইতে বিদায় হই।

মাধবী মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া তথা হইতে গাত্রোথান করিল। এবং দুই এক পা গমন করিয়া যে গৃহে নারায়ণ থাকেন সেই গৃহের দ্বারে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। এবং কব পুটে দণ্ডাধম্যান হইয়া বলিল, নারায়ণ। তুমি মাধবী আমি কোন দোষের দোষী নই। কেবল মনের জুখে এবং অপকলঙ্কের ভয়ে আমি এখান হইতে বিদায় হইতেছি। আপনি আমার বসন্তকে, নেত্রকে, বুড়কে ও বাড়ীর আর সকলকে কুশলে রাখুন। আমি বিদায় হোলেম। এ সংসার হইতে ইহ জন্মের মত বিদায় হো'লেম। মাধবী নারায়ণের নিকট বিদায় লইয়া চুপি চুপি বসন্তকুমারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বসন্ত ও সুরেন্দ্রনাথ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মাধবী আশ্রিত আস্তে দক্ষিণ কর প্রশস্ত করিয়া বসন্তকুমারীর চিবুক ধারণ পূর্বক বাস্পাকুল-নয়নে বলিল বসন্ত। দিদি। আমি তোবে এত দিন পরে ত্যাগ কেবে চলিলাম। বোধ হয় এ জন্মে আর তোব সঙ্গে দেখা হবেনা। এই আমার শেষ দেখা। আমাব জন্মে তুই কাঁদিস না। আমি হতভাগিনী, চিবছঃখিনী; আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ ছবদৃষ্ট ব্যক্তির সহ-বাসে সুখী জনেবও সুখে বিষ স্বটিবার সম্ভাবনা। আমি সেই নিমিত্ত তোব নিকট হইতে বিদায় হইলাম। মাধবী এই বলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের বাহিরে আসিল এবং একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, মা। নিদ্রা দেবি। তোমার মনে কি এই ছিল। এত দিনের পূর্ব অনাখিনীকে তোমার দুই সহচর স্বপ্নের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া অবলার সরল প্রাণ কন্মুখিত করিলে? হায়। মন। তুমি এত দিনের পবে মরীচিকা দৃষ্টে বাবী ভ্রমে উত্তপ্ত বালুকা বাশিৰ দিকে ধাবিত হইলে? হইলে হও ॥ তাহাতে ক্ষতি নাই। যাহাতে তুমি সুখে থাক তাই কর। আমিও

তোমার অনুগামিনী হইলাম। মাধবী এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে খিড়গিব দ্বাবে যাইয়া উপস্থিত হইল। এবং যেমন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইবে ওমনি একটি টিক্‌টিকি পড়িল। মাধবী তখনি গমনোদ্যম বন্দ করিয়া একটু বিবস্ত্র ভাবে বলিল মব্ মব্ তোবুও ঘুমেনেই। এমন সময় তথায় একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক মাধবীর সম্মুখে আসিয়া বলিল মাধবি। তুমি কি কবিতৈছ মা। যাও। গৃহে যাও। এই বলিয়া তিনি তাহার হস্ত ধারণ পূরক বাটীর মধ্যে আসিলেন এবং মাধবীর সহিত চুপি চুপি অনেক কথা কহিলেন। পবে খাইবাব সময় হাস্য-বদন বলিলেন, দেখ মাধবি। আমি তোমায় যাহা বলিলাম তাহা সমস্তই সত্য। এক্ষণে ধৈর্য্য ধব এবং খিড়গিব দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহে গমন কর। আবাব আমি শীঘ্রই তোমার সহিত দেখা করিব। মাধবী এই ঘটনা দৃষ্টে পুত্ত-লিকাবৎ এক স্থানে দণ্ডায়মান বহিল। পবে স্ত্রীলোকটী বাটী হইতে বহির্গত হইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ সভ্যচিন্তে তাড়াতাড়ি খিড়গিব দ্বারবন্দ করিয়া দ্রুতগতি আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। স্বপ্নকাল স্থান্তিতেব ন্যায় একস্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া ভারিতে লাগিল, ও-মেয়ে-মানুষটি কে, এত রাতে কোথা থেকে এলেন। আমার নাম ও-দেবের বিবরণ উনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন। আমার বোধ হয় উনি কোন দেবী হইবেন। ভাল, তাই যেন হইলেন। ঠুব ওকথাব ভাব কি? উনি বলিলেন "সে মবে নাই, অচিবাৎ স্বপ্ন সত্য হইবে। তুমি উতলা হইও না।" এ কি কহিলেন? এ কি শুনিলাম! জাগিয়া কি স্বপ্ন দেখিলাম। এ কি মায়া বিদ্যা। ভোজবাজী। না না বায়ণের থেলা। উনিকি লক্ষ্মী॥ মাধবী মনে মনে এই কপ ভাবিতে ভাবিতে আপন শয্যায গিয়া শয়ন করিল। চক্ষু নিদ্রা নাই। মন অতিশয় ব্যাকুল। কঠ শব্দ হৃদয় কম্পিত, এমন সময় গৃহের বাহিবে কাহাব পদ শব্দ হইল মাধবী তাহা শুনিয়া ভয়ে ভগ্নস্ববে জিজ্ঞাসা করিল, বাহিবে কে গা?

উত্তর হইল, মাধবী । জাগিয়া আছিস ?

মাধবী । তুমি কে গা ?

আবার উত্তর হইল, আমি কে, কপাট খোল জানুতে পাববি ।

মাধবী । কে ও বসন্ত । তুই এত বাত্রে ?

বসন্ত । কপাট খোল্ বল্ চি !

মাধবী তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহেবুঝার খুলিল । কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না । গৃহের বাহিবে আসিয়া দেখিল কোন স্থানে কেহ নাই । তখন মাধবীর হৃদয় পূর্ণাপেক্ষা আবণ্ড কাঁপিয়া উঠিল । ভাবিল, তবে কাহাব সহিত আমি কথা কহিলাম । কৈ কাহাকেও ত দেখতে পাচ্চিনা । আর আমাব এখানে থাকা উচিত নয় । একবার বসন্তকে ডাকি । মাধবী মনে মনে এই স্থির কবিয়া বসন্তকুমারীর গহাভিগুণ্ণে যেমন গমন কবিতেকে, এমন সময়ে বসন্তকুমারী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল চল মাধবী তোব ঘবে যাই ।

মাধবী । হ্যালা ! তুই কি আমায় ডাক্ছিলি ?

বসন্ত । হেঁ, তার কি হয়েছে ?

মাধবী । কিছু হয় নি, দবজা খুলে কাউকে দেখতে না পেয়ে বড় ভয় হই য়েছিলো । তা তুই আমায় ডেকেই আবার চলে গেলি কেন ?

বসন্ত । ছুটি নিতে ।

মাধবী । তুই আব ছুটি ছুটির কথা বলিসনে ভাই, ঐ একজন ছুটি নিয়ে গিয়ে যে হেঙ্কামে প'তেছে, তার এখনও জের মিট্চে না । তুই আব ছুটির কথা বলিস নে ।

বসন্ত । না না, এ ছুটিতে ভয় নাই, চল এখন ঘরে চল ।

মাধবী । আচ্ছা এত বাত্রে আমায় ডাক্ছিলি কেন বল্ ।

বসন্ত । চনা ঘরে গিয়ে বল্ চি ।

“চোরের মন বোঁচকার দিকে” মাধবী ভাবিল, আজকার বাত্রে

ঘটনা সমস্ত, বুঝি বসন্ত জানতে পেরেছে । এই ভেবে তাহার মুখখানি মলিন হইয়া গেল এবং অন্যমন্য হইয়া বসন্তকুমারীকে মৃদু মন্দস্ববে বলিল, তা চল, এই বলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । বসন্ত-কুমারী মাধবীকে বলিলেন যবেব কপাট বন্দ কর ।

মাধবী । কপাট বন্দ করবে কি হবে ? আবার ত তুই যাবি ?

বসন্ত । বা । এতক্ষণে তুই বুঝি এই বুঝিলি, তবে আমি ছুটিব কথা কি বল ছিলাম ।

মাধবী । কে জানে ভাই অত শত বুঝিনে, তুই আমার কাছে শুবি ? ভাই হইলে, আমি পাচলাম, আজ আমার ভয়ে গাটা যেন ছম ছম বন্দ ।

বসন্ত । শুধু তোব কেন, আমারও আজ বাবুল নিকট কুমুদিনীর কথা শুনে অবধি, থেকে থেকে ভয়ে গা কেঁপে উঠেছে । সেদিন পত্রে ত ও সব কথা খুলে লেখা ছিল না । আজ আগা গোড়া শুনে আমারে আর আমি নেই ।

মাধবী বসন্তকুমারীর এই কথা শুনে কিছু সাহস হলো, ভাবিল তবে বসন্ত আজকাল বাত্রেব ঘটনা কিছুই জানিতে পারে নাই । এই ভেবে সে অপেক্ষাকৃত কিছু নিশ্চিত হইয়া বলিল, তুইত ভাই খানিক ঘুমঘেচিস । আমার চক্ষেব পাতা বোজে নাই ।

বসন্ত । আমি ঘুমঘেছিলাম বটে কিন্তু ভয়ানক স্বপ্ন দেখে প্রাণেব ভিতর ধড় ফড় কোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল আর বিছানায় থাকতে না পেরে তোকে এসে ডাকলেম । তারপর বলে এলেম আমি মাধবীর কাছে শুইগে ।

মাধবী । কি স্বপ্ন দেখলি ভাই ?

বসন্ত । ভাই স্বপ্ন বড় গুরুতর আমি দেখলাম রজনীবাবু যেন আমাদের বাড়ীতে এসে গুঁকে বলিলেন মহাশয় ! শুনিলাম কুমুদিনী আপনার বাড়ীতে আছে । উনি তাঁর এই কথা শুনে বলিলেন আজ্ঞা

আপনাকে এ কথা কে বলিল ? কুমুদিনী ত জীবিতা নাই, তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে । আপনি ববং আমার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি সহস্রে তাঁহার সংকাব কবিয়াছেন । বজনীবাবু এই কথা শুনিয়া যেন একটু উপহাসচ্ছলে বলিলেন, আচ্ছা সেদিন যখন আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় তখন কেন এবিষয় বলিলেন না । উনি বলিলেন ভবানীদেবী আমায় একথা বলিতে নিষেধ কুরিয়াছিলেন । বজনীবাবু ইহা শুনিয়া যেন কুপিত হইয়া বলিলেন, মহাশয় ! আপনি ভদ্রলোক ! এবং একজন বড় জমিদার, আপনার মিথ্যা কথা বলা এবং একপু জগৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকা উচিত নয় । যাহা হউক আপনি এক্ষণে সত্য বলিলেন না কিন্তু পবে ইহাব জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে । এই বোলে তিনি যেন বেগে আমাদের বাড়ী থেকে দ্রুত গেলেন । বাবু এই ব্যাপার দেখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া বহিলেন । আমার এই পক্ষে নিদ্রা তাক্ষিয়া প্রাণের ভিতর ধড় ফড় কবিতো লাগিল ।

মাথবা । ছব ও কিছু নক । ও কেবল বাতিকেব কোপ । বাবুব নিকট গল্প শুনেছিলি, যে ভবানীদেবী কুমুদিনীব নবা সংবাদ বজনীবাবুকে বলিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন । আবাব তিনি বাবুকে আসিবার সময় বলেছিলেন বোধ হয় কুমুদিনীব মৃত্যু হয় নাই । দেওয়ানজিকে ভাল কোল জিজ্ঞাসা কবিলেন, এই সকল শুনে তাই অমন প্প দেপচিস ।

বসন্ত । বোধ হয় তাই হবে । কিন্তু ভাই আমার এক সন্দেহ হচ্ছে, এই ঘটনার প্রথম হইতেই যখন এত গোলমাল, তখন এব পরিণামে যে কি দাঁড়াইবে তাহা ভগবানই জানেন । এই সকল ব্যাপার দেখেই ত তিনি হতবুদ্ধি হইয়াছেন । বাড়ী এসেই দেওয়ানজিকে আনিতো পাঠায়েচেন, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় ভবানীদেবী আসিলেই উভয়ের মুকাবেলায় সন্দেহটা মিটে যায় ।

মাধবী। ভবানীদেবীর কি আসবার কথা আছে ?

বসন্ত। হেঁ তিনি বলেছেন যে আমি দুই এক দিবসের মধ্যে তোমার বাড়ীতে যাবো। এখন ভাই ! এলে নাচি।

মাধবী। তাইত ভাই ॥ একেই বলে হাসতে কপাল ব্যথা, বাবু কোথায় ভালব জন্যে গেলেন, কিন্তু শেষে মনে একটা বিষম খটকা জন্মালও।

বসন্তকুমারী মাধবীর এই কথা শুনিয়া নিস্তর হইয়া বহিলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন বিধাতার কি ভবিষ্যৎ। কোথায় বজ্রনীবাবু, কোথায় কুমুদিনী, কিন্তু ইহাদেব কেমন আশ্চর্য মিলন হইল। আবার বজ্রনীবাবু কি অদৃষ্ট। কাব ছেলে কোথাথেকে এল। এসে এত সুখ সম্পত্তি পাইল। কুমুদিনী কাব মেয়ে কোথা থেকে ভেসে এসে বজ্রনীবাবু পত্নী হইলেন। বজ্রনীবাবুকেও গঙ্গার জলে পাওয়া। কুমুদিনীকেও গঙ্গার জলে পাওয়া। এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। বজ্রনীবাবুকে সচেতন্য অবস্থায় পাওয়া হ'য়েছিল। উনি পিতা মাতার নাম জানিয়াও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। কুমুদিনীর পিতা যে কে তাহা সে জানেনা। কাবণ সে চাবিপাঁচ মাসের মেয়ে, জন্মে ভেসে এসে ছিল। এঁদের বিষয় ভবানী দেবী সমস্ত জানেন। কুমুদিনীর বিষয়ে আনাব মনে একটা খটকা লেগেছে। বোধ হয় এ সেই হবে। ভাল ভবানীদেবীত আশ্রয়। আমি তাঁকে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিব এবং যে কপে হয় আমি তাঁর নিকট এঁদের পরিচয় লইবই লইব। বসন্তকুমারী এক মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন এবং মাধবী তাঁহার পার্শ্ব শয়ন করিয়া অনিমেষলোচনে ভাবিতেছে। আমি কি নির্দোষ মেয়ে মানুষ, যে স্ত্রীলোকটা আমায় এসে এত কথা বল্লেন আমি তা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। একটি কথাও উত্তর করিলাম না। তিনিষে কে, কোথা থেকে এলেন, তাঁর নাম কি, তাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। আচ্ছা যে মানুষ মোবেচে সে



যদি আবধ ফিরে আসে, তাকে কি লোক ঘবে নিতে পারে। বাপরে, ডাওকি লোকের সাহস হয়। না, তিনিত মবেন নাই। মেয়েটি আমার নিকট কত দিল্লি দিলেমা কবিষা বলিলেন তিনি মবেন নাই। তুই এক দিনেব মধ্যে সমস্ত প্রকাশ হবে। এ বড গুপুকথা, অধর্ষেব পতন আর ঈর্ষেব জয় আচ্ছা দেকা বাগ, পবে কি কপ দাঁখাৰ।

মাধবী এই ভেবে একটি দাঁধ নিশ্বাস পবিত্যাব কোরে হঠাৎ বলিষা কেলিল বাবাবে “বিচ্ছেদেব এত জ্বালা,” মাধবী এই কথাটি বসন্তকুমারীৰ কর্ণে প্রবেশ করিষা মাত্র বসন্ত জিজ্ঞাসা কবিলেন, মাধবি। তুই ভাই বলিস্ বিচ্ছেদ যে কি তা আমি বুঝিতে পারি না। তবে আজ তুই বিচ্ছেদেব জ্বালা\*কি রূপে জান্তে পারি। মাধবী মনের ভাব গোপন রেখে বলিল, দেখ ভাই ! কুমুদিনী বিচ্ছেদে জীবন ত্যাগ করেছে। আমি সমস্ত বাত তাই ভাবে ভাবে চক্ষের পাতা বুজুলাম না। সেই জন্য বল্চি “বিচ্ছেদের এত জ্বালা,”। পবেব বিচ্ছেদ, ভেবে যখন আমার সমস্ত বাত ঘুম হোলোনা, তখন কুমু দিনী যে এতে মোববে তাব আব বিচিত্র কি। বসন্তকুমারী এই কথা শুনিষা আর কোন উত্তর কবিলেন না। উভয়েই শয়নকাল নিশ্চর হইষা বহিলেন। এমন সময় ঠাকুর বাটীতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশব, বাজিষা উঠিল। মাধবী তাই শুনে বলিল দুর্গা, দুর্গা, বাত্রি প্রভাত হইল। ঐ যে মঙ্গল আবতি হ'ছে। বসন্ত। তোমাব গঙ্গা স্নানে যাইবাব সময় হ'লখেচে। চল্ আজ ভাই আমিও একটা ডুব দিলে আসিগে। এই বলে তাহাবা উভয়ে শয্যা হইতে উঠিষা গৃহের বাহিরে আসিল।

### পত্রে ।

এখন প্রভাত, মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে। শ্বেতস্রনাথ বৈঠকধানার বারাণ্ডায় চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া এক মনে একখানি পুস্তক

দেখিতেছেন। বাটীর সমুখ স্থিত উদ্যানে নানা ভাণ্ডার পুষ্প প্রস্ফুটিত  
 হইয়া বহিয়াছে। এবং তাহার গন্ধে চন্দ্রিকার আশ্রয়িত কবিতা  
 সুবেন্দ্রনাথ প্রত্যহ প্রভাতে উদ্যানের ঘাইয়া ভ্রমণ করিতেন। বিজ্ঞ  
 অদ্য তিনি তথায় না যাওয়াত মাটির বাবু মাগমন প্রীতি  
 বিধি দণ্ডায়মান আছে। বাবু তথায় না যাওয়া, বাবুকে কোন রকম  
 ফল পুষ্পে হস্তক্ষেপ করিবার ছন্দ নাই। তথায় তাহার বাবুদিগের  
 এক দৃষ্টি থাকিয়া বহিয়াছে। এমত সময়ে স্বপ্ননাথের চন্দ্রনাথ  
 উদ্যানে প্রতি দাঁড়িত হওয়ায় দেখিলেন নানি। তাহার আগমন  
 প্রতীক্য ফটকে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি নিকট এক ভৃত্যকে  
 ডাকিয়া বলিলেন মালিকের বসত ঘরটাতে যাওয়া। উদ্যানে  
 প্রত্যহ যাওয়া কবিরা থাকে। আজও সেইমত বসত ঘরে আমি বৈকালে  
 বাগানে যাওয়া। এই আদেশ দিয়া তিনি এক খানার গৃহে প্রবেশ  
 করিলেন। তথায় এক খানি ঘোড়ার উপর উপবেশন করিয়া ভাবিতে  
 লাগিলেন, তাইত। আমার মনে কখনই প্রবল হইতে লাগিল।  
 ভবানীদেবীর কথা শ্রবণ হইলে আমার চন্দ্রনাথ হয়। যাহা হউক  
 দেওয়ানজিকে ত আমিতে লিখিয়াছি। তিনি আমিলে এ বিষয়,  
 আমাকে ভাবিয়া তদন্ত করিতে হইবে। আচ্ছা, স্বপ্ননাথ হইতে  
 প্রত্যগমনকারী যখন ভবানীদেবীর সহিত আমার ভাগীর্থীর বলে  
 সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি অশ্রুমাখ দেখিয়া কাঁদিত কাঁদিত ক্রলিলেন,  
 বৎস সুবেন্দ্রনাথ। আর আমাকে তোমার কোন কথা জিজ্ঞাস্য নাই কারণ  
 আমি সমস্ত অবগত আছি। যে ঘটনা হইয়াছে এক্ষণে তুমি তাহা কাহা-  
 রও নিকট কোন কথা ব্যক্ত করিও না। ঐ দেখ অনতিদূরে বজ্রনীকান্ত  
 তবণী মধ্যে অবস্থিত কবিতাছেন। উদ্যানে নিকট তুমি চন্দ্রনাথকে  
 লইয়া আইস। আমি তাহার আদেশমত কার্য্য করিলাম। ভবানীদেবী  
 তথায় হাইয়া হাস্য বদনে চন্দ্রনাথকে বজ্রনীবাণ্ডে ক্রোড়ে দিয়া আমায়  
 পরিচয় দিলেন। এবং বলিলেন সুবেন্দ্রনাথ তোমার পবন বন্ধু, ইনিই

চন্দ্রনাথকে বক্ষা কবিষাছেন। এক্ষণে তুমি সাধু গৃহে গমন কব।  
অচিরাৎ চন্দ্রনাথকে তুমি ঐকপে মাত্র ত্রোত দেখিতে পাইবে। এই  
কথা শুনিয়া আমার গাত্র লোমাক্রান্ত হইল। বৎসাবস্থ সহিত  
আমাব আর বিশেষ কোন কথা বাতাই নাই। তিনিও যেন শোক  
ও বেদন আমাব সহিত বোম্বলন করিতে পারেন। ন। মথ দেখিয়া  
সে হইল যেন আমাকে কোন বৎসিনা মাঝে মাঝে হইয়া  
ছিল কিন্তু ভবানীদেবী আমাব তথা হইতে শাশ্বত আসিতে  
তাঁহার সে আকিরন পূর্ণ হইল। আমিও এতদিন তাঁহে আশ-  
র্য দ্বিত হইয়া বহিয়া। শ্রীমত আমাব নতুন ভাবানীদেবী  
বলিলেন 'বৎস স্বপ্নেন্দ্রনাথ। আমি দেওয়ানি এতাব বাটতে  
আনিয়া ভাল কপে জিজ্ঞাসা করবে যে তিনি যথার্থই কুমুদিনীকে  
মানবলীলা সম্বন্ধে কবিত্তে দেখিয়াছেন, না, আমাব বোধ হয়  
তাঁহা' সে কথা মিথ্যা। কুমুদিনী নিশ্চই তাঁহা আছে। এক্ষণে  
তুমি গৃহে গমন কব এবং দেওয়ানজিকে আনা। তাহার উদত্ত কব।  
আমি দুই এক দিনেব মধ্যে তোমার বাটতে আইব।

উত্তর—একি ভয়ানক কথা, এখন আমি কি করি, দেওয়ানজিব  
কথা আমাব মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বুদ্ধ মানুষ কুমুদিনী  
বিষয় আমাব নিকট কবিত্তে বলিতে অবিশ্রম কবিলেন।  
তাঁহাতে এ ঘটনা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহা এখন ভবানী-  
দেবী আসিয়া যদি বলেন কুমুদিনী বৃত্ত হইয়াছে, দেওয়ানজি মিথ্যা  
কথা বলিতেছে তখন আমি কি করব? এই ভেবে স্বপ্নেন্দ্রনাথ একটী  
দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিষা কোঁচ হইতে বাত্ৰোখান পূর্বক বাবাণ্ডা  
যাইয়া দেখিলেন বেলাও প্রায় চাৰি পাঁচ দণ্ড হইয়াছে। দেওয়ানজি  
এখনও আসিলেন না, এই ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় গৃহে আসি-  
লেন এবং স্থিৰ ভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাবিধ চিন্তা কবিত্তে  
লাগিলেন। এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু!

দেওয়ানজি আসিয়াছেন। সুবেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া যেন কিছু বল পাইলেন এবং বলিলেন আচ্ছা তাঁহাকে এই খামে আসিতে বল। ক্ষণেক পর দেওয়ানজি তথায় আসিয়া সুবেন্দ্র বাবুকে যথা নিয়মে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, আপনি হঠাৎ আমায় কি নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? সনাতাব সমস্ত মঙ্গলত?

সুবেন্দ্র। 'ই', কাষিক সমস্ত মঙ্গল, তবে মানসিক বড় ভাল নয়।

দেওয়ান। কেন? তাহাব কাবণ কি?

সুবেন্দ্র। তাব কাবণ কি তা বোলাটু শুনন। আচ্ছা, আপনি বলুন দেখি, কুমুদিনী কি যথার্থই মরিয়াছেন?

দেওয়ানজি বিস্মিত হইয়া বহিলেন, "কেহ, একথা আমায় পুনরাব জিজ্ঞাসা করিবাব কাবণ কি?

সুবেন্দ্র। কাবণ আছে, আপনি আমার নিকট সে দিন ভবানী দেবীর পরিচয় পাইয়াছেন।

দেওয়ান। আজ্ঞা হাঁ।

সুবেন্দ্র। যে বারে চন্দ্রনাথকে লইয়া আমি বাটী আসিতেছিলাম দেখি ভাগ্যবধী কূলে তিনি দণ্ডায়মান বহিয়াছেন। আমি দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পাবিয়া সেই খানেই নৌকা লাগাইলাম। তিনি আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষুপু ছিঁয়া বলিলেন বৎস সুবেন্দ্রনাথ। জাব আমায় তোমাব কিছু বলিতে হইল ন। আমি সমস্তই অবগত আছি। এখন কাহাকেও কোন কথা বলিওনা। এস আমার সঙ্গে চন্দ্রনাথকে লইয়া আইস। এই বলে তিনি আমাদেরকে আর এক খানি নৌকার নিকট লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া দেখি, দুইটি ভদ্রলোক বিষুবদনে বসিয়া বহিয়াছেন। ভবানীদেবী চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগেব মধ্যে একজনকে বলিলেন, বৎস। রজনীকান্ত। এই তোমাব প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথকে লও। গবে তাঁহার ইস্ত্র ধারণ পূর্বক বলিলেন দেখ "বৎস রজনীকান্ত!

ইনিই স্বর্ণ গ্রামের জমিদার নাম সুবেন্দ্রনাথ, তোমাব একজন পবম বন্ধু, চন্দ্রনাথকে সুবেন্দ্রনাথই দস্ত্য হস্ত হইতে বক্ষা কবিয়া তোমার নিকট আনিয়াছেন। এখন তুমি বাটী গমন কব। অচিরাত্ আবার তুমি চন্দ্রনাথকে ঐকপ মাত্ ক্রোড়ে দেখিবে” বজনীবাণু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাবদ্বাব মুখ চুসন কবিলেন। পরে আনন্দাশ্রু সম্বরণ কবিয়া আমাব যথোচিত সন্মান কবিলেন। আমিও তাঁহার সহিত দুই একটি বাক্যালাপ কবিয়া পবম আফ্লাদিত হইলাম। ভবানীদেবী বলিলেন অদ্য বাত্রি অধিক হুইয়াছে, এক্ষণে তোমবা গৃহে গমন কব। পরক্ষণেই তিনি আমাষ পূর্ন স্থান হইতে লইয়া আসিলেন। এবং বলিলেন বৎস সুবেন্দ্রনাথ। তুমি দেওয়ানজিকে বাটীতে আনিয়া ভাল রূপে জিজ্ঞাসা কবিয়া দেখিবে যে কুমুদিনীকে তিনি কি যথার্থ প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াছেন। আমাব বোধ হয় দেওয়ানজির মিথ্যা কথা কুমুদিনী নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া আব দ্বিকজ্রি ববিত্তে পাবিলাম না। গাত্রেব বক্ত শুষ্ক হইল। কঠ বোধ হইয়া আসিল। চক্ষে অন্ধকাব দেখিলাম। তাহার পব নানাকপ চিন্তা কবিয়া বগিলাম, যে আজ্ঞা, তাহাই কবিব। এক্ষণে বিদায় দিন। তিনি বলিলেন আচ্ছা এখন তুমি গৃহে গমন কব। পবে দুই এক দিনেব মধ্যে আমিও তোমাব বাটীতে বাইয়া সাক্ষাৎ কবিব।

দেওয়ানজি সুবেন্দ্রবাবুব মুখে এই কথা শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিয়া বলিল, তাইত এ ব্যাপাব যে বড় শুকতব, আমি সহস্রে কুমুদিনীব মৃতদেহ চিতাষ দন্ধ কবিয়াছি। স্বর্ণগ্রামেব সমস্ত লোকেই এ বিষয় অবগত আছেন। তব্ব বলিতে পারি না ভবানীদেবী এখন কি অভিপ্রায়ে একপ কথা বলিতেছেন।

সুবেন্দ্র। তাইত, আমিও তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া অবধি অতিশয় চিন্তিত আছি। এক্ষণে কি করা কর্তব্য ?

দেওয়ান । আমি ত ইহাব কিছুই ভাবিষা স্থির করিতে পারিতেছি না । তবে তিনি যখন দুই এক দিনের মধ্যে আপনার বাগীতে আসিবেন বলিয়াছেন, তখন আমার এতাবৎ কাল এখানে থাকা আবশ্যক ।

সুরেন্দ্র । হাঁ তাত থাকিতেই হইবে । কিন্তু যদি তিনি আপনার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে কি হইবে ।

দেওয়ান । এও কি কথা, তিনি সৰ্ব্বজ্ঞা তাঁহার অজ্ঞানিত কিছুই নাই, বিশেষতঃ কুমুদিনীর বিষয় তিনি ভালরূপ অবগত আছেন, তাহা না হইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার মাত্র কাদিবেন কেন ? এবং “আব আমার কিছু বলিতে হইবে না, আমি সমস্ত অবগত আছি, এক্ষণে কোন কথা কাহাবও নিকট বলিও না” এর অর্থ কি ?

সুরেন্দ্র । হাঁ তা সত্য, কিন্তু পুনর্বার আপনাকে ডাকাইয়া এ সবল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ দিবেন কেন ?

দেওয়ান । বোধ হয় ইহাব ভিতর তাঁহার কোন বিশেষ অভি সন্ধি আছে ।

সুরেন্দ্র । সে অভিসন্ধি কি, ভাল, যদি তিনি বলেন, যে কুমু-দিনীর মৃত্যু হয় নাই । আপনার দেওয়ানজি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তখন কি বলিবেন ।

দেওয়ান । তাহার জন্য আপনার কিছু চিন্তা নাই, তিনি এমন কথা কখনই বলিবেন না ।

সুরেন্দ্র । তাহা না বলিলেই ঠাচি, আমার সেই ভাবনাও আহাৰ নিজে এক বকম ত্যাগ হইয়াছে । তবে মনের মধ্যে এটা বিশ্বাস আছে যে তিনি সে প্রকৃতিব লোক নহেন ।

দেওয়ান । ‘তাব আব সন্দেহ আছে ।

দেওয়ানজি এবং সুরেন্দ্রবাবু এই সকল কথাপোকথন করিতেছেন, এমন সময় মেদো আসিয়া বাবুব হস্তে একখানি পত্র দিল, বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ পত্র কখন আসিল ?

মেদো। আজ্ঞা এইমাত্র ঘোড়ার ডাকে আসিল। যে লোক পত্র আনিয়াছিল, সে পত্র দিয়াই প্রস্থান করিয়াছে।

দেওয়ান পত্রখানি কোথায় হইতে আসিল ?

সুবেন্দ্রনাথ পত্রের এপিট ওপিট ছুপিট দেখিয়া বলিলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হাতেব লেখাও নতন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখি পড়িলেই বুঝিতে পারিব, এই বলিয়া সুবেন্দ্রনাথ পত্র উদ্ঘাটন করিয়া প্রথমেই স্বাক্ষর দেখিয়া আহ্লাদ সহকাবে বলিলেন, রজনী-বাবুর পত্র, পবে পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুবেন্দ্রবাবুর বদন-মণ্ডল গম্ভীরভাবে ধারণ করিল। দেওয়ানজি তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বজনীবাবু কি লিখিয়াছেন ? সুবেন্দ্রবাবু নিকন্তব, দেওয়ানজি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বজনীবাবুর পত্রের মর্ম্ম কি ? সুবেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেওয়ানজিকে বলিলেন মর্ম্ম আর কি যে আশঙ্কা করিতেছিলাম ক্রমে তাহাই ঘটিল।

দেওয়ান। কি লিখিয়াছেন ?

সুবেন্দ্র। পাঠ করিতেছি, শ্রবণ ককন।

শ্রীচরণেষু।

এ সেবক আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ইহ জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং আপনার কৃপায় ও যত্নে আমার প্রাণের প্রিয় পুত্র চন্দ্রনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছি। মিত্রবব। বলিতে কি, বোধ হয়, আমি জন্ম জন্মান্তবে অনেক তপস্যার বলে ইহ জন্মে আপনার ন্যায় বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে রাত্রে মন নিদাকণ শোকে ব্যাকুল থাকায় আপনার যথার্থ্য সন্মানের ক্রটি হইয়াছে। ভরসা করি নিজগুণে দাসের অপবাদ মার্জনা করিবেন। সম্প্রতি বাটী আসিয়া লোক পরস্পরায় শুনলাম কুয়ুদ্দিনী আপনার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা, তাহা বলিতে পারি না, ফলে যাহাই হউক এক্ষণে আমি মনস্থ করিয়াছি, হুই এক

দিনের মধ্যে মাতাঠাকুবানী, চন্দ্রনাথ আর দুই এক জন বন্ধু সহ বলবামপুবে যাইয়া আপনাব শ্রীচরণ দর্শন করিব ।

দেওয়ানজি পত্র শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বহিলেন । মুখে কোন কথা নাই । সুবেন্দ্রনাথ ! তাঁহাকে নিকন্তব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজি চুপ করিয়া বহিলেন যে ?

দেওয়ান । আজ্ঞা ভাবচি, এ ব্যাপারটা কি ?

সুবেন্দ্র । ব্যাপার বড় ভাল নয়, এক্ষণে পত্রের উত্তর কি লিখিব ?

দেওয়ান । ইহাব উত্তর এক্ষণে আর কিছুই লিখিবার আবশ্যক নাই, তবে এইমাত্র লিখুন, আপনাব, পত্র পাঠে পবম আফ্লাকিত হইলাম, ভরসা কবি যত শীঘ্র পাবেন এখানে আসিবেন, সাক্ষাতে সমস্ত কহিব । এই ভিন্ন আর কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই । তাব পর ভবানীদেবী আসিতেছেন, আমিও আছি এবং তাঁহাবাও সকলে আসিবেন, আর ইতোমধ্যে আপনি একজন লোক পাঠাইয়া চন্দ্রনাথটীতে আপনাব শ্বশুর মহাশয়কেও আনয়ন করুন । পবে উপস্থিত মত কার্য্য করা যাইবে ।

সুবেন্দ্র । বাহা কবিতে হয়, আপনি করুন, ফলে এ ব্যাপারটা বড় গুরুতব, এক্ষণে বেলা অধিক হইল আমি অন্তঃপূব মধ্যে যাই, আপনিও স্নান আহাব করুন ।

### এ আবার কি ?

পরওয়ানা !—

পরওয়ানা !!—

মনুষ্যের বিপদের সঙ্গেই বিপদ । সুবেন্দ্রনাথ সরল প্রকৃতির লোক, কখন কাহারও অনিষ্টে থাকেন না । সদাই পরপোকারে রত । কুমুদিনীর হুরবহা শুনিয়া তিনি সুবর্ণ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু এখন তাঁহার সেই পরপোকারেব ফল, ক্রমে গরল হইয়া আসিল । সুবেন্দ্রনাথ



বিষয় বদনে অন্তঃপুরে গমন করিলেন । আহাবাদির পব বিগ্রাম নিমিত্ত  
কিয়ৎকাল শয্যায় শয়ন করিলেন কিন্তু নানাবিধ হুচিন্তায় তাঁহার নিদ্রা  
হইল না । গাত্রে বিন্দু বিন্দু খেদজল নির্গত হইতে লাগিল । মন অতি-  
শয় চঞ্চল, থাকিয়া থাকিয়া কেবল বজ্রনৌ বাবুর পত্রখানি পাঠ করি-  
তেছেন । আর এক এক বাব তাহা শয্যোপবি নিঃশ্রেণ করিয়া উদ্ধৃষ্টে  
এই সব ভাবিতেছেন । বজ্রনৌ বাবু আসিয়া যদি আমায় কুমুদিনীব কথা  
জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি বলিব । যদি বলি তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা  
তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না । যদি বলি তিনি জীবিতা আছেন,  
তাই বা কি করিয়া বলিব, কাৰণ সে বাত্রে বজ্রনৌ বাবুকে কুমুদিনীব  
কথা কিছুই বলি নাই । যদি ভবানীদেবীর কথা প্রশ্ন বলি কুমুদিনী  
জীবিতা আছেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভাবিবেন, কুমুদিনী আমারই  
অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন । তার পর আমায় যখন তিনি  
অনুশোধ করিবেন, যে কুমুদিনীব সহিত সাক্ষাৎ করিব, তখন আমি  
কি বলিব । সুরেন্দ্রনাথ ইহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন । আর শয্যায়  
শয়ন করিয়া থাকিতে পাবিলেন না । স্নাতবাৎ পালঙ্ক হইতে অবতরণ  
করিয়া গৃহ মধ্যে পদ চাবণা করিতে লাগিলেন । বৈশাখ মাসের  
বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, তবুও রৌদ্রের তেজ কমে নাই । সুরেন্দ্রনাথ  
ভাবিলেন এই সময় বৈঠকখানায় যাইয়া দেওয়ানজির নিকট এ বিষয়ের  
একটা সঙ্গীভুক্তি করা যাউক । কিন্তু দিবাকবেব প্রাথম তাপে গৃহেব বাহিব  
হইতে পাবিলেন না । অগত্যা গৃহ মধ্যে একখানি চেয়ারে উপবেশন  
করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা আপন অঙ্গে ধিবে ধিরে ব্যজন করিতে লাগিলেন  
এমন সময় তথায় বসন্তকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সুরেন্দ্র-  
নাথের বদনমণ্ডলনিবীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইল । বসন্তকুমারী  
বিষয় বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মুখ অত ন্নান দেখিতেছি কেন ?

সুরেন্দ্র । বসন্ত ! ভারি সঙ্কটে পড়িয়াছি, ওবেলায় তোমায়  
ইহার কিছুই বলি নাই, বজ্রনৌবাবু আমায় এক পত্র লিখিয়াছেন ।

বসন্ত । কি পত্র ? তাহাতে কি কোন গোলযোগের কথা আছে না কি ?

সুরেন্দ্র । হাঁ, গোলের কথা বই কি ?

বসন্ত । কি কথা শুনিতে পাই না ?

সুরেন্দ্র । তোমাকে শোনাইবার বাধা কি ? তিনি লিখেছেন লোক পরম্পরায় শুনিলাম কুমুদিনী আপনার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । অতএব আমি দুই এক দিবস মধ্যে বলবামপুরে যাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ কবিব ।

বসন্ত । এ, সে কি, এ যে বিষম ব্যাপার ।। কুমুদিনী আমার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে ! এ কথা রটালে কে ॥ হাৎ । যা স্বপ্নে দেখিলাম তাই ঘটিল ।

সুরেন্দ্র । কে রটালে, তা ভগবান জানেন, কিন্তু আমার ভয়, পাছে তিনি দেওয়ানজির কথা বিশ্বাস না করেন । তাবেন যে আমরা যোগ সাজগ ক'বে কুমুদিনীকে লুকুয়ে রেকেচি ।

বসন্ত । তাও কি হতে পাবে, সুরবর্ণগ্রামেব অনেকেই তাঁহার মৃত দেহ দেখিয়াছে । ভবানীদেবী সর্বজ্ঞা, তিনি থাকিতে কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই ।

সুরেন্দ্র । তাই বা কি ক'রে বোলবো, তাঁরত আভাস শুনেচ, তাতে বোধ হয়, তিনিও বলিবেন কুমুদিনী জীবিতা আছেন ।

বসন্ত । হেঁ, তাও বটে, কিন্তু—

সুরেন্দ্র । কিন্তু কি ?

বসন্ত । কিন্তু এই তোমাকে তিনি সে রাতে দেখিয়া কাঁদিলেন কেন ? আর যেসকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাব ভাবে বোধ হয়, কুমুদিনী জীবিতা নাই ।

সুরেন্দ্র । ঐ একটু ভরসা আছে, তাঁহার এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে, ভৃত্য মেনো আসিয়া বলিল বাবু এক জন পেয়াদা

আসিয়া এই এক খানা কিসের পরওয়ানা দিয়া গেল। সুবেন্দনাথ পবওয়ানার নাম শুনিয়া শশব্যস্তগৃহেব বাহিবে আসিয়া মেদোকে জিজ্ঞাসা কবিলেন পরওয়ানা কোথা হইতে আসিল ?

মেদো। আজ্ঞা তা আমি বলিতে পারি না, সরকার ও দেওয়ানজি মহাশয় ইহা পড়ে আপনার নিকট পাঠায়ে দিলেন, এই নিন্, মেদো এই বলে সুবেন্দ বাবুব হস্তে পবওয়ানা দিয়া প্রস্থান কবিল।

সুবেন্দনাথ তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ পূর্বক বলিলেন দেখ এতো বড় মন্দ ব্যাপার নহা। এক চেন্ডা ন্যাটাৰ পড়ে ত অস্থির, ভাবাব তার উপর এই এক বিষম বিনাট।

বসন্ত। এ কিসের পরওয়ানা ?

সুবেন্দনাথ নিরুত্তর। বসন্তকুমারী পুনর্বার জিজ্ঞাসা কবিলেন, এ পরওয়ানা কোথা হইতে আসিল ? সুবেন্দনাথ এবারও কোন কথাব উত্তর দিলেন না। সুতরাং বসন্তকুমারী বিশায়াপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা কবিত্তে লাগিলেন।

ভূত্য মাধব যখন পবওয়ানা লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত হয় সে সময় মাধবীও আসিয়া বসন্তকুমারীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিল, সে এই উপস্থিত ঘটনায় সুবেন্দনাথকে এবং বসন্তকুমারীকে নির্ঝাক্ দেখিয়া বলিল তৌমবা যে সকলেই চূপ করে বৈলে ? পরওয়ানা খানি কিসের ? কোথা থেকে এলো ? সুবেন্দনাথের কর্ণে মাধবীর কণ্ঠ স্বব প্রবেশ করিয়া মাত্র তিনি তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, মাধবি। দিদি। বড় সঙ্কটে পড়িলাম। একত কুমুদিনীকে লইয়াই অস্থির, তাহার উপর এই সঙ্গিন্ পবওয়ানা। এর মাথা মুঃ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, কিন্তু কথা শুনি বড় স্তব্ধতর।

মাধবী। উহাতে কি লেখা ? আমাদের শুদ্ধিবার কি কোন বাধা আছে ?

হবে। না, বাধা কিছুই নাই, আমি পড়িতেছি শোন।

“ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

জমীদার মহাশয়।

প্রতি আগে

যে হেতু,

সন ১১১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহীয়া খাত্তীগ্রাম নিবাসী অমবচন্দ্র মিত্রের পুত্রকে, তাহার বিমাতা বিষ প্রয়োগ পূর্বক নষ্ট করাব অপরাধে তাঁহার পত্নী বিলাসিনী দাসী ও তাঁহার কন্যা কৈলাসী বেওয়াকে মৃত কবণ জন্য আদালত হইতে পরওয়ানা বাহির হইলে, উক্ত মিত্র ও আসামীদ্বয় কেবাব হওয়ায়, এতাবৎ বিচার বিধিৰ হস্ত হইতে বন্ধা পাইতেছে। কয়েক বৎসর হইল অমবচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার পত্নী বিলাসিনী দাসী এবং কৈলাসী বেওয়া সম্প্রতি মোকাম বলরামপুরে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে; প্রকাশ যে, আপনাব দ্বারা তাহারা আশ্রিত। এ বিধায়, এই পরওয়ানা দ্বারা আপনাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত আসামী দ্বয়কে নিজ কাছারিতে তলব করিয়া, গ্রামের মণ্ডল মুখ্য পাঁচজন ব্যক্তির সমক্ষে, তাহাদের এজাহার আদায় লইয়া উক্ত মুখ্য মণ্ডলের সাক্ষবগুক্ত কাগজাদ, পরওয়ানা জাবির জাবিখ হইতে সাত দিবসের মধ্যে অত্র আদালতে পেশ হওঁয়াব পক্ষ গাফিলি হইলে আপনাকে বিচার আমলে আনা যাইবে, ইতি সন ফজলি ১১৩০ তারিখ ২৫শে দৈশাখ।

সুরেন্দ্রনাথ পরওয়ানা পাঠ শেষ কবিয়া বলিলেন, দেখ একি ভয়ানক ব্যাপার। অমবচন্দ্র মিত্র কে? বিলাসিনী দাসীই বা কে? আর কৈলাসী বেওয়াই বা কে? তাহাদের আমি কখন দেখি নাই। এ নামও আমি পূর্বে কখন শুনি নাই। তাহারা খুনি আসামী, আমি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি এ কি কথা। বসন্তকুমারী কপালে

কথাখাত করিয়া বলিলেন, কি সৰ্কানাশ ! আমি যে এঁদের সকলের নাম শুনেচি ।

সুরেন্দ্র । তুমি কোথায় শুনিলে ?

সুরেন্দ্রনাথের এই কথাব উত্তর দিবাব পূর্বে বসন্তকুমারী একবার মাধবীর দিকে চাহিলেন । মাধবী তখন পঁচাত্তর ফিবিয়া অঞ্চল দ্বাৰা চক্ষের জল পুঁ ছিতেছে । সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর তদ্রূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন ও কি মাধবী ! তুমি কাঁদিতেছ কেন ? সেই সময় বসন্তকুমারীরও চক্ষু ফাটিয়া জল আসিয়াছিল । কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া বলিলেন সে কি ! তুমি যে সকলি বিস্মৃত হইয়াছ । ধাত্রী-গ্রামে যে, মাধবীর শব্দ বাড়ী, মাধবীর সৰ্কানাশের মূল ত ঐ শব্দর স্বাশুড়ী, আর ঐ দাসী মাগিটাও নাকি তলে তলে ছিল । সুরেন্দ্রনাথের তখন সমস্ত বিষয় স্মরণ হইল । কাজেই কিছু লজ্জিত হইয়া বসিলেন, অনেক দিনের কথা, সেই নিমিত্ত আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম । কিন্তু এই পবণ্যনাথানি আমি তোমাদের সাক্ষাতে পড়িয়া ভাল করি নাই । কারণ ইহা শুনিয়াই মাধবী কাঁদিতেছে ।

মাধবী !! ভগ্নি ! আমি তোমায কনিষ্ঠ সহোদরার স্ত্রায় জ্ঞান করি । দিদি । তোমাব চক্ষের জল পড়িতে দেখিলে আমার হৃদয বিদীর্ণ হয় । ভগ্নি ! তুমি আশস্ত হও । আব রোদন করিও না । মাধবী অতি বুদ্ধিমতী ; সে তৎক্ষণাৎ শোকাধেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, আমার যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, কিন্তু এখন এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি ?

সুরে । এর আর উপায় কি ? নিকপায় । তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে । বিপদ কখন একা আসে না, বিপদের সঙ্গে বিপদ আসিয়া থাকে ।

মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে এতাদৃশ হতাশাস হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, আমিই কেবল এই সকল অনর্থের মূল । যদি জগতে এই মহাপাতকীর জন্ম না হইত, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথ আজি এই উপ-

স্থিত ঘটনায় পতিত হইতেন না। ইহার পবিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহ কে বলিতে পারে। গত রাত্রে কথায় মনে হইলে আর উত্তান থাকে না। সে রাগী এসে যে আমায় কি বোলে গেল, তাহার মাথা মুড়ু নেই। আমিও তাব কথায় ভুলে গেলেম। যদি আর একটু আগে বাড়ীথেকে বেরয়ে চো'লে যেতাম, তা হো'লে তার সঙ্গে দেখা হোতো না। আর সুরেন্দ্রনাথকেও এই বিপদে পড়তে দেখতাম না। দেক দেকি, কোথা থেকে কি বিপদ আসিয়া বুটিল। আমার স্বভাব স্বাভাবী কবে কি করেছিল, তাহাব ঠিক নাই।' কিন্তু এখন কোন্ শত্রু এই মিথ্যা কথা রটাইল, যে তাহাদিগকে সুরেন্দ্র বাবু লুকাইয়া রাখিয়াছে।

উঃ কি শত্রুতা। মুবদিবাদের বাদসা 'কাসিম খাঁর পবওয়ান !! এর একটা হস্ত নেস্ত না হো'লে বক্ষা নাই। কি সর্কনাশ। এ যে ঘোর বিপদ। মাধবী এই সকল চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহাব একটী বিষয় স্মরণ হইল, মাধবী তখনি ব্যস্ততার সহিত বসন্ত-কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, বসন্ত ! বল দেকি সে পাগ্লীর কথা আর কোন দিন কাহারও মুখে শুনেছি'স্ কি না ?

বসন্ত। কোন্ পাগ্লী ?

মাধ। সেই যে, আমাদের বাড়ীর তেতব ঢুকে উটানে নেচে নেচে পান গাইলে।

বসন্ত। হেঁ হেঁ, সে পাগ্লী কে ?

মাধ। সে যেই হউক, সে কি এখানে আছে ?

বসন্ত। সে দিন বুডোঝি তার কথা কি বো'লছিল, তা আমি ভাল কো'রে শুনি নি। তুই একবার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর দিকি।

সুরে। পাগ্লী আবার কে ?

বসন্ত। 'বো'লচি, ঐ যে কি আসচে। কিকে আসিতে দেখিয়া, মাধবী তাহাকে শশব্যস্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হেঁ কি ! তুমি কি সেই পাগ্লীকে আর কোন দিন দেখেছিলে ?

ঝি। হেঁ এক দিন দেকৈচি।

মাধবী। সেই, মাগীইত ? না-আর কাকৈ দেকৈ চিস্ ?

ঝি। না সেই বৈ কি, আমার সন্দেহ হওয়াতে একটা মাগীকে জিজ্ঞাসা কল্যাম, হাঁ গা এই মেয়ে মানুষটা পাগলছিল না ? এ কি কোরে ভাল হোলো ? সে বোঁদে মা ! এক সন্ন্যাসীও গুদ খেয়ে সেরেচে। এটা আমার মেয়ে, আমি বোল্যাম তোমাদের বাড়ী কোন দেশে ? সে মাগী অমনি বগাজার হোঁয়ে বোল্লে, আমি তোব কাছে সাত পুরুষের পরিচর দিতে আসিনি। আমাদের যে খানেই বাড়ী হোগ্ না কেন, তোর তাতে খোঁজ কি। আমি তার এই কথা শুনেই অবাক্, ভাবল্যাম এ লক্ষী ছাড়া মাগী কে ? ও মা ! তাব পবই দেকি মাগী কুঠে। হাত'পার আঙ্গুল গুলো খোসেগেচে।

মাধবী। তাব পব তাবা কোথায় গেল ?

ঝি। কে খানে তা আর আমি দেখিনি।

বসন্ত। তুই অতো কোরে পাগ্ লীর খোঁজ নিচ্চিস্ কেন।

মাধবী। দেখ্, বসন্ত ! সেই পাগ্ লীই আমার পোড়া কপালী শ্বাভুড়ী।

বসন্ত। সে কি !! তুই কি কোরে জামতে পারি ?

মাধবী। যে দিন সঁ আমার বাড়ীতে এসে উটনে নেচে মেটে গান গাচ্ছিল, সেই দিনই আমি তার মুখ ভেঁকে চিনি চিনি বোধ হোলো। কিন্তু তখন কিছুই ঠিক্ কোত্তে পারেন্ন না। এখন আমাব বেস'স্বরগ হোঁজে সেই মাগীই আমার শ্বাভুড়ী।

বসন্তকুমারী মাধবীর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিলেন, তাই বুঝি তুই তাকে দেকৈ অমন কোরে ছিলি ?

হুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলেন, এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন সেই হুই মাগী নিশ্চয় হইবে। তবে আমি এখনি তাহাদিগের অহুসকান লইতে লোক পাঠাইয়া

দিইগে । যদি তাহাদের পাওয়া যায় তবে শুভগ্রহ । নচেৎ ভারি বিপদ । এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বহির্বাটীতে গমন করিলেন ।

### আসামি গ্রেপ্তার ।

সময় কাঁহাব ও নয়, প্রভাত হইল । মধ্যাহ্ন হইল । ক্রমে অপ-  
রাহ্ন, তাহাও গত প্রায় । সূর্য্যদেব একেবারে অস্ত গত হইয়াছেন,  
কেবল পশ্চিমাচল ঈষৎ বক্তবর্ণ । বাখালিগণ গো—পাল লইয়া জিলের  
সুরে গান করিতে কবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে । গো-সমূহেব  
পদ-ধূলি উত্তিত হওয়ায়, যেন রাস্তার স্থানে স্থানে ধূমাকৃতি মেঘ দৃষ্টি  
গোচর হইতেছে । ক্রমে ক্রমে এক একটা কবিয়া স্কল গৃহেই প্রদীপ  
জলিল । ডুম ডুম ববে ডঙ্কাও বাজিয়া উঠিল । সুরেন্দ্রনাথের বর্ণে  
এই শব্দ প্রবেশ কবাতে, তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ পূর্ব্বক  
বলিলেন, দেওয়ানজি । অদ্যকার দিন যে কোথা দিয়া যাইল তাহা  
আমি কিছুই জানিতে পাবিলাম না । এমন কি আমি যে কোথায়  
বাসিয়া আছি এবং ইতি পূর্ব্বে কিকি করিয়াছি, তাহাও আমার স্মরণ  
হইতেছেন । আমার মস্তক ঘুরিতেছে । বুদ্ধির স্থিরতা নাই ।  
‘কেবল ইচ্ছা হইতেছে যে, নির্জনে যাইয়া ক্ষণ কাল বিশ্রাম করি ।  
আবার এও ভাবিতেছি, মনুষ্যেব বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত  
কিন্তু মন এত দ্রুত চঞ্চল হইয়াছে যে, কিছুতেই ধৈর্য্যের পথাবলম্বন  
কবিতে পারিতেছি না । যে দিকে তাকাইতেছি, সেই দিকেই অন্ধকার  
ময় ; উঃ বিপদের উপর বিপদ । কুমুদিনী সম্বন্ধে রজনীবাবুকে যেন এক  
রকম বুঝাইতে পারিব, কিন্তু হৃদান্ত নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানার উপায়  
কি? যদি বলি, আসামি খিলাসিনী দাসী ও কৈলাসী বেওয়াকে আমি  
আশ্রয় দিই নাই । তাহারা এ গ্রাম মধ্যে বাস করে না । ইহা মিথ্যা  
অভিযোগ । কিন্তু নবাব এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না ।



কেন না তিনি সে কপ প্রকৃতির লোক নন। তিনি একবার যাহা বিশ্বাস করেন তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আব কেহই তাঁহার সে বিশ্বাস, অন্তর হইতে দ্ব কবিত্তে সক্ষম হইবে না। এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছায় সেই পাগলীর অনুসন্ধান হইলেই শুভ। নচেৎ আর নিস্তার নাই।

দেওয়ানজি সুবেন্দ্রনাথকে হতাস্বাস হইতে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং অনেক ক্ষণের পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনি ভাবিত হইবেন না। গাগলী নিশ্চয়ই মৃত হইবে। এক্ষণে আপনি অন্তঃপূর্ব মধ্যে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমিও এক স্থান হইতে শীঘ্র প্রত্যাপন্ন করিতেছি।

সুবেন্দ্র। আপনি কোথায় যাইবেন ?

দেওয়ান। আজ্ঞা আমিও আর একটি বিষয় অনুসন্ধানে গমন করিব।

সুবেন্দ্র। কি বিষয় ?

দেওয়ান। বোম্ব হুয় সুবর্ণগ্রামে আপনাব সহিত নবাব বাবুর পবিচয় হইয়া থাকিবে, আমি তাহার অনুসন্ধানে গমন কবিত্তেছি।

সুবেন্দ্র। তাহাকে আপনি এখানে কোথায় পাবেন ? সেতো সুবর্ণগ্রামে থাকে।

দেওয়ান। আজ্ঞা তদ্য আমি তাহাকে এই বলরাম পূবে দেখিয়াছি।

সুবেন্দ্র। সে কি। সে এখানে কবে আসিল ? সেত পাগল ?

দেওয়ান। হেঁ, সেই পাগলকে ধরিতে পারিলে পাগলীকে ও পাইব।

সুবেন্দ্র। ও, হো !। এখন আমার মরণ হ য়েছে, আমি তাহাব বিষয় গমস্তার মুখে সব শুনিয়াছি। তাবাই ঐ ঐ ॥ কিন্তু সে ঘটনার সহিত এ ঘটনার মিল হইতেছে না, যাহাই হউক একটি গোলযোগ

হইলে, লোকে কত অলঙ্কার দিয়া বলে । কি সৰ্ব্বনাশ !। নবাব বাবুকে আপনি এখানে কোথায় দেখিযাছেন ?

দেওয়ান । মহাশয় । আব আমাব কথা কহিতে অবকাশ নাই । আমি তাহাকে যেখানে দেখিযাছি, সেই ধানেই চলিলাম । আপনি বাটীৰ ভিতর যান । আমি শীঘ্র আসিয়া সমস্ত বলিতেছি ।

সুরেন্দ্রনাথ দেওয়ানজিব এই কথা শুনিয়া আব তাঁহাকে কোন কথা প্রশ্নঃ কবিলেন না । তিনি মুহুমন্দ পদে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন । হাঁষ ! যে অন্তঃপুর সজ্জাব পব, কত হাস্য কৌতুকে পরিপূর্ণ থাকিত । অদ্য তাহা জন শূন্যেব ন্যায় বোধ হইতেছে । বাটীৰ প্রতি গৃহে এক একটা প্রদীপ জলিতেছে । কিন্তু কোন গৃহে কীহাবও সাড়া শব্দ নাই । সুরেন্দ্রনাথ আপন কক্ষে গমন করিয়া, ক্রমে ক্রমে স্তম্ভিতেব ত্রায় এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিলেন, অদ্য সজ্জাব পব অন্তঃপুরেব যে কপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় গৃহ লক্ষী চঞ্চলা হইযাছেন । পবিবার বৰ্গে এবং দাস দাসীতে আমাব বাটী পবিপূর্ণ । প্রতিদিন হাস্য কৌতুকে সজ্জাব পর আমাব বাটী যেন নৃত্য কৰিতে থাকিত । মন্দ মন্দ মলয়ানিল নানা জাতি পুষ্পের স্তব্ধ বহন করিয়া আসিযা, বাটীৰ চতুর্দিক আমোদিত করিত । কৈ আজ ত তার কিছুই দেখিতেছি না । 'মা কমলা । তুমি, কি অপরাধে আমাব প্রতি বিযুথ হইলে মা ? কৈ বসন্ত কোথায় । মাধবী কোথায় । তাহাবাও কি আমায় ত্যাগ কবিযা যাইল । 'সুরেন্দ্রনাথ এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় বসন্তকুমারী এবং মাধবী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল । সুরেন্দ্রনাথ বসন্তকুমারীকে সম্মুখে দেখিয়া, আব চক্ষের জল রাখিতে পাবিলেন না । তিনি ভগ্নকণ্ঠে কাদিতে কাদিতে বলিলেন, বসন্ত ! আর আমাব নিস্তাব নাই, আমি বিনা দোষে কাসিম খাঁৰ কোপানলে পতিত হইলাম । বোধ হয় অচিরাৎ আমরা এই স্থথ সম্পত্তি

চুত হইয়া পথের ভিধারী হইব। বসন্তকুমারী সুরেন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া বাপ্পাকুলনয়নে বলিলেন সে কি। পাগলীবি কি কিছুই অনুসন্ধান হইল না।

সুবেন্দ্র। তাহাদের অনুসন্धानে লোক পাঠাইয়াছি, এখনও কেহই ফেরে নাই। সুরেন্দ্রনাথের এই কথা শেষ হইতে না হইতে ত্রিশূল হস্তে ভবানীদেবী গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র মাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবিয়া বলিলেন মা ভগবতি। অদ্য আপনার আগমনে আমার বাটী পবিত্র হইল। বসন্ত কুমারী এবং মাধবী পূর্ব হইতেই ভবানীদেবীর আসিবাব কথা জানিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন এবং বসিবার নিমিত্ত এক খানি আসন বিস্তৃত কবিয়া দিলেন। ভবানীদেবী তাঁহাদেব ভক্তিতে যথোচিত আক্লাদিত হইয়া উভয়কে যথা নিয়মে আশীর্বাদ করিলেন এবং দক্ষিণ কর দ্বাৰা মাধবীর ও বসন্তকুমারী চিবুক ধারণ পূর্বক মুখ চুম্বন কবিয়া আসনে উপবেশন কবিলেন। এবং জিজ্ঞাসিলেন, সুবেন্দ্রনাথ। অদ্য তোমার বদন মণ্ডল একপ মলিন দেখিতেছি কেন? সুরেন্দ্রনাথ মৃদু স্বরে বলিলেন, মা। ভগবতি! কিঙ্কর যোব বিপদ গ্রস্ত, এক্ষণে আপনার রূপা ব্যতীত আর বক্ষা পাইবার উপায় নাই।

ভৈববী। সে কি বৎস! তুমি এমন কি বিপদে পতিত হইয়াছ যে, তাহাতে তোমার কান্তি একপ মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে? সুরেন্দ্রনাথ বাপ্পাকুলনয়নে নবাব কসিমুখার পরওয়ানা ও বজ্রনী বাবুর পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ভবানীদেবী তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ঐযৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বৎস! রজনীকান্তেব পত্নের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবার কাৰণ নাই। কিন্তু এই পরওয়ানার বিষয় তুমি কিরূপ যুক্তি করিতেছ?

সুরেন্দ্র। মা! এক্ষণে আমার এ উভয়ই সমান হইয়াছে।

রজনীবাবু পত্র ও পরওয়ানা দুই সমান । তবে আসামি বিলসিনী দাসী ও কৈলাসী বেণুয়ার অনুসন্ধান লোক পাঠান হইয়াছে ।

ভৈরবী । তাহারা কোথায় আছে ?

সুবেন্দ্র । শুনিলাম কয়েক দিবসাবধি তাহারা বলরামপুরে অবস্থিতি করিতেছে । কিন্তু কোন স্থানে আশ্রয় লইয়াছে তাহা অবগত নহি ।

ভৈরবী । তবে আর কি, আসামি গ্রেপ্তার হইলে সমস্তই মীমাংসা হইবে ।

সুবেন্দ্র । মা ! আমার সময় বড় মুল্য, কি জানি যদি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারি তাহা হইলে নবাব কাসিম খাঁর নিকট আমার নিকৃতি নাই ।

ভৈরবী । বৎস ! সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই । আমি বলিতেছি অদ্য তাহারা নিশ্চই গ্রেপ্তার হইবে । যদি একান্ত প্রক্ষেপ না হয়, তবে আমি নিজেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া তোমার নিকটে আনয়ন করিব ।

সুবেন্দ্রনাথ ভবানীদেবীর এই কথা শুনিয়া পরম আশ্চর্য হইলেন এবং গলগলীকৃতবাসে বলিলেন মা ! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই । আপনার কৃপা থাকিলে আমি আর কোন আশঙ্কা করিনা । এক্ষণে আমার আর একটা বক্তব্য আছে ।

ভৈরবী । কি বক্তব্য আছে বল ।

সুবেন্দ্র । বোধহয় দুই একদিন মধ্যে রজনীবাবু এখানে আগমন করিবেন । তিনি আসিয়া যখন কুমুদিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি কি বলিব ? এই কথা বলিয়া তিনি মন্তক অবনত করিলেন ।

সুবেন্দ্রনাথের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল এবং বসন্তকুমারী ও মাধবী সত্ৰ নয়নে উত্তর প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। সুবেন্দ্রনাথের মন তখন একপ চঞ্চল যে ভবানীদেবীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রায় সংজ্ঞা শূন্য হইলেন। ভবানীদেবী স্বর্ণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন বৎস! এবিষয়ের উত্তর আমি বসন্তকুমারীর সহিত পরামর্শ না করিয়া বলিতে পারিবনা। এই বলিয়া তিনি বসন্তকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্বক গৃহেব বাহিরে গমন করিলেন। সুবেন্দ্রনাথ তখন একপ চিন্তায় মগ্ন যে ভবানীদেবীর কথা তাঁহার কিছু মাত্র কর্ণ গোচর হইল না। এবং তাঁহারা যে, গৃহ হইতে গমন করিলেন তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

মাধবী গৃহ মধ্যে একাকিনী থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। এ কি! এ কথার ভাব কি! বসন্তকুমারীর সহিত কুমুদিনীর বিষয়ে কিসেব পরামর্শ! “বসন্তকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না” এ কথার মানে কি! কে জানে ওঁবাই জানেন। আমার যখন গোপন করিলেন তখন আমার উপর পড়া হয়ে জ্ঞানিবাব আবশ্যক নাই। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকি। হায়! নির্জন স্থান চুংখের আকর। মাধবী অন্তর্য তথার বিষর বদনে দণ্ডায়মানা হইয়া সুবেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তিনি মস্তক অবনত করিয়া চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। গৃহ মধ্যে যে কাহারও সহিত কথা কহিবে এমন আর কেহ নাই। সুবেন্দ্রনাথকেও সে সময় তাঁহার কোন কথা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সুতরাং তাহারও মন শোক-সাগরে কাঁপ দিল। চক্ষুদ্বয় জলে পবিপূর্ণ হইল। অনেক কষ্টে অঞ্চল দ্বারা তাহা পুঁছিয়া মনে মনে বলিল, ভগবান তোমার হৃদয় বিচার, পাপের দণ্ড হাতে হাতে না কলিলেও দশ দিন পরেও কলিবে। বিষ খাওয়াইয়া মেরে আমাবে পথের কান্দালিনী করিচ্ছে। এখন তো সে পাপের ভোগ ভুগিতে হ'চ্ছে। নিজের স্বামী গেল। দেশত্যাগি হ'তে হলো। পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াতে হ'লো, তার পর ধরা পড়ে আর কি হাল হয় তাও দেখতে পাব। নবাব

কাসিম খাঁব নিকটে আর নিস্তার নাই। মাধবী মনে মনে এই সব চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার বাম চক্ষু নৃত্য করিয়া উঠিল। ইহাতে তাহার গত রাত্রের কথা মনে হইয়া ক্ষণকাল কলিত হইতে লাগিল। মন চঞ্চল হইল, চক্ষু দিয়া দর দর বেগে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। আর দাঁড়াইতে পারিল না। সুতরাং মেজাজে উপবেশন করিল। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ মস্তক উত্তোলন করিয়া গৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় আর কেহ নাই, কেবল মাধবী একাকিনী অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি বসন্তকুমারী ও ভবানী দেবীকে তথায় না দেখিয়া বিস্ময়পন্ন হইলেন। ক্ষণেক নিস্তরক থাকিয়া মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধবি। এঁরা কোথায়? মাধবীর উত্তর পাইলেন না।

মাধবীকে একপাশে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার মনেব আশঙ্কা বৃদ্ধি হইল এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে গমন করিয়া দেখিলেন ভবানীদেবী ও বসন্ত প্রাসাদোপবি দণ্ডায়মানা হইয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। তদন্তে তিনি পুনর্বার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আসিয়া দেখিলেন মাধবী তখনও পূর্বাবস্থায় বসিয়া আছে। সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন মাধবীর কি হইল! এই আমি সকলকে কথোপকথন করিতে দেখিতেছিলাম কিঞ্চিৎ অগ্র মনা হইয়াছি ইহার মধ্যে কি হইল। বসন্ত ও ভবানীদেবী গৃহ মধ্যে হইতে কখন উঠিয়া গেলেন তাহা জানিতে পারি নাই। মাধবীই বা এমন কবিয়া রহিয়াছে কেন। ইহাব ভাব কি?

সুরেন্দ্রনাথ এই সকল চিন্তা করিতেছেন এমন সময় মাধবী কিঞ্চিৎ প্ররুতিস্থ হইয়া অঁকল দ্বারা চক্ষু মুছিল। এবং যে স্থানে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু তাঁহাকে সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া ভ্রাতৃত্বাভি গৃহেব দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সুরেন্দ্রনাথ তথায় দণ্ডায়মান আছেন, তদন্তে মাধবী লজ্জিত হইল।

তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া আর মাধবীকে রোদনের কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। বলিলেন, মাধবি। ভবানীদেবী আব বসন্ত কোথায় ? মাধবী নতমুখা ও ভয়ঙ্কর ভলিল ভবানীদেবী বসন্তের সহিত কুমুদিনীর বিষয় পরামর্শ করিতে গিয়াছেন।

সুরেন্দ্র। কুমুদিনীর বিষয় বসন্তের সহিত কি পরামর্শ ?

মাধবী। তুমি যখন ভবানীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে “বজ্রনৌ বাঘু আসিয়া যদি কুমুদিনীর অনুসন্ধান করেন তবে কি বলিব,” তিনি বলিলেন আমি বসন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিতেছি, এই বলে দ্বজনে গৃহের বাহিরে গমন করিয়াছেন।

সুরেন্দ্র। সে কি আমি তো তার কিছুই অবগত নহি।

মাধবী। বোধ হয় সে সময় তুমি অন্তমনস্ক ছিলে।

ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে মনে সাহস হইল।—তাবিলেন ভবানীদেবীর কৃপায় বোধ হয় আমি এ বিপদ হইতে নির্কিঞ্চে উদ্ধার হইব। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন “যদ্যপি তুমি আসামি গ্রেপ্তার করিতে না পার তবে আমি গ্রেপ্তার করিয়া আনিব।” কুমুদিনীর বিষয় যখন বসন্তের সহিত পরামর্শ করিতেছেন তখন এরও একটা হেস্ত নেস্ত হইবেই হইবে। আবার তাবিলেন কুমুদিনীর সম্বন্ধে বসন্তের সহিত কিসের পরামর্শ! তিনি তো জীবিতা নাই, তবে কিসের মুক্তি, দেওয়ানজি অনেক দিনের লোক এবং বিশ্বাসি, তাঁর কথা কখনই মিথ্যা নহে। তবে পরামর্শ কিসের ? বাহা হউক, ঋণের পর বসন্তকুমারী নিকট সমস্ত অবগত হইব। “সুরেন্দ্রনাথ” মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বসন্তকুমারী হাসিতে হাসিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার হাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন। তাবিলেন এই ঋণকাল পূর্বে বসন্তকে আমার সহিত কাদিতে দেখিয়াছি। কল্য হইতে প্রিয়র বদন শুণ্ডে হাস্যের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। হবেই বা কি কোরে, নিদারুণ শোক

সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। এবং তাহার উপর দুর্বৃত্ত নবাব কাসিম খাঁর এই ভয়ানক পবণ্যনা। ইহা দেখিয়া শুনিয়া লোকের কি আহার নিদ্রা থাকে, তা যাই হউক, বসন্তের যখন হাস্য বদন দেখিতেছি, তখন বোধহয় আব আমাদেব কোন ভয় নাই। সমস্তই শুভ হইবে। ইহা ভাবিয়া সুরেন্দ্রনাথ কিছু আশ্বস্ত হইলেন এবং হাস্য বদনে বসন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন কুমুদিনীর বিষয় কি মীমাংসা হইল ?

বসন্ত। 'তার জন্য চিন্তাকি,' রজনীবার আসিয়া যদিও নেহাৎ কুমুদিনীর জন্য পেঁড়াপিড়ি করেন, তর্কন মাধবীকে ধরেদিয়ে বলিব এই তোমার কুমুদিনীকে নাও।

মাধবী ইহা শুনিয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, দেখ্ বসন্ত। এই বিপদের সময়ে তোর ও তামাসা ভাই, ভাব লাগে না। তুই স্বপ্ন রসের সময় পেয়েচিস স্বপ্ন রস কর, এই আমি তোব ঘর থেকে চললাম, এই বলিয়া মাধবী বিদ্যুতের ন্যায় গৃহ হইতে চলিয়াগেল। ভবানীদেবী সে সময় বারাণসী দণ্ডায়মানা হইয়া সুরেন্দ্রনাথের অট্টালিকার শোভা দেখিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ মাধবীকে সম্মুখে দিয়া গমন করিতে দেখিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক বলিলেন, মা-মাধবি ! কোথায় যাইতেছ মা ? এস। আমি তোমার একটি কথা বলি, চল আমরা প্রাসাদোপরি গমন করি। পরে সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন বসন্ত সুরেন্দ্রনাথ। আমি এই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছি, মাধবী আমার সঙ্গে থাকিল। যাইবার সময় পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।

সুরেন্দ্র। যে আজ্ঞা, এ দাসের সহিত এই গৃহেই সাক্ষাৎ হইবে।

ভৈরবী। আচ্ছা বসন্ত তোমরা এই খানেই অবস্থিতি কর।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া, পুনরায় বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, এখন বল দেখি ভবানীদেবী কুমুদিনী সম্বন্ধে কি বলিলেন ? বসন্তকুমারী সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ



শক্তি কটাক্ষে হেলে ছলে বলিলেন, এত দিনে তোমার সব চাতুরী খৰা পড়িল। স্ববেশনাথ বিশ্বাসাপন্ন হইয়া বলিলেন, সে কি বসন্ত। চাতুরী কি ?

বসন্ত। চাতুরী এমন কিছু নয়, জেযান্ত মাচে পোকা পড়ানও।

স্ববেশ। বসন্ত কমা কর, তোমার কথা শুনে আমার হৃদকম্প হইতেছে, এখন তামাসার সময় নয়। যথার্থ; ভবানীদেবী তোমায় কি বলিলেন, তাহা আমায় বল।

বসন্ত। না না তাহাতে তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। কুমুদিনী জীবিতা আছে। তাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

স্ববেশ। সে কি, কুমুদিনী জীবিতা আছে কি। তোমার বেস্ বুদ্ধি।

বসন্ত। আমি বলিতেছি কুমুদিনী জীবিতা আছে। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। রজনীবাবু আসিয়া যখন কুমুদিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন তখন বলিও কুমুদিনী কুশলে আছেন।

স্ববেশ। তাব পর যখন তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিবেন, তখন আমি কি বলিব ?

বসন্ত। তখন, অন্তঃপুর মধ্যে তাঁহাকে লইয়া আসিবে, আমি কুমুদিনীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিব।

স্ববেশ। তুমি কি পাগল হোলে নাকি, কুমুদিনীকে তুমি কোথায় পাইবে ?

বসন্ত। আমি পাগল হই নাই, কুমুদিনীকে আমি পাইয়াছি। সে এখন আমাদের বাড়ীতে আছে। তঁহার নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই। এর পর আমি সমস্ত বলিব। এখন ভবানীদেবী যেকপ আদেশ করিলেন তাহা তোমায় প্রস্তুত করিতে হইবে।

স্ববেশ। কি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন ? তাহা বল।

বসন্ত। আমাদের কাছারি বাড়ীতে মোকদ্দমার এজলাস হইবে। তাহাব দুই ধারে দুইটা কামরা প্রস্তুত করিতে হইবে

সুরেন্দ্র । কেন দুইটা কামরা প্রস্তুত করিবার কারণ কি ?

বসন্ত । ভবানীদেবী স্বয়ং বিলাসিনী ও কৈলাসী দাসীসমূহ মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তাহাতে আমাদের সাহায্যের আবশ্যক । সেই নিমিত্ত আমাদের জন্য দুইটা পৃথক পৃথক স্থানের প্রয়োজন ।

সুরেন্দ্র । দুইটা পৃথক পৃথক কি নিমিত্ত ? একটা হইলে কোন আপত্তি আছে কি ?

বসন্ত । 'হেঁ একটা হইলে আপত্তি আছে, দুই পক্ষের দাফতী, মোকদ্দমার পূর্বের পরাম্পরে দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি উচিত নয় ।

সুরেন্দ্র । দুই পক্ষ আবার কে কে হইল ?

বসন্ত । এক পক্ষে রজনী বাবুর মা, তাঁহার পুত্র এবং অন্যান্য পবিচারিকাগণ ; এবং অপর পক্ষে আমি, মাধবী আশ আমার মা এই তিন জনে থাকিব ।

সুরেন্দ্র । কি সর্বনাশ ! এ যে ভারি গুরুতব ব্যাপার দেখিতেছি ! আচ্ছা, আমি সে সমস্ত শীঘ্রই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি । কিন্তু মোকদ্দমাটা কবে হবে ?

বসন্ত । ভবানীদেবী বলিলেন দুই এক দিনের মধ্যেই হইবে, কেবল রজনী বাবুর আসিবার অপেক্ষা ।

সুরেন্দ্র । এখন কোথায় আসামি তার ঠিক নাই, মোকদ্দমার দিন ত এক রকম ধাৰ্য্য হইল ।

বসন্ত । তিনি বলিলেন আসামি গ্রেপ্তার করিতে কেহ পারে, বা নাই পারে, সে তার তাঁহার উপর, তিনি যে রূপে হয় মোকদ্দমার দিন তাহাদের এজলাসে হাজির করিবেনই, করিবেন ।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ আনন্দাক্ষর পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, বসন্ত বল কি ! তোমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আমলে পুলকিত হইল । বলিতে কি, বিনা পরিভ্রমে ও কষ্টে যে এই বিপদ হইতে এত সহজে মুক্তি লাভ করিব তাহা এখনও আমার বিশ্বাস হই-

তেছে না। তবে মা জগদম্বার রূপ। আর এক কথা, আমার বোধ হয় ইহার ভিতর কোন গুচ তত্ত্ব আছে। তাহা ভবানীদেবী সমস্তই অবগত আছেন। সেই নিমিত্ত তিনি নিজে এজলাসে উপস্থিত থাকিয়া ইহার বিচার কবিবেন। আর ইক্ষিপূর্বে তুমি কুমুদিনী সংক্রান্ত যে সকল কথা আমার নিকট ব্যক্ত কবিলে তাহা সমস্তই আকাশ কুমুদের দ্বারা বোধ হইল। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী বলিয়া এই সমস্ত কথা অলীক হইলেও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিলাম। কারণ তোমার মনে ভালরূপ বিশ্বাস না হইলে আমার নিকট তুমি ওরূপ অসংলগ্ন কথা হাস্যের সহিত ব্যক্ত করিতে না। ইহাতে অষ্ট বৃষ্টিতে পারিতেছি যে তুমি আমার কিছুই গুপ্ত কথা প্রকাশ কবিলে না। নাই কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। শুদ্ধ হইলেই মঙ্গল, বসন্তকুমারী তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন সে কি নাথ! আমি বাহা ভবানীদেবীর নিকট অবগত হইয়াছি তাহা তোমার নিকট অপ্রকাশ্য থাকিবে? কখন না। দেখ আমার বড় আনন্দের দিন উপস্থিত। এত দিন আমার মনের দুঃখ মনে মনে ছিল, আজ ভগবানের রূপে, দুঃখান্তে সুখের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, তাহা হইতে আশা-লতা উৎপন্ন, পরিবর্দ্ধিতা মুকুলিতা এবং প্রসুটিতা হইয়াছে। এখন ফলভরে অবনত হইলেই, তুমি আমি উভয়ে দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দনীরে অবগাহন করি। প্রাণেশ্বর! তুমি ধন্য! কেবল তোমার মনটী স্বস্তিনদীর প্রায়; আব মাধবীকেও ধন্য! কারণ এত দিনের পর, তার পায়ে ধরিবার লোক হয়েছে। প্রাণবগ্ন! বলিতে কি, তোমাদের আমি এত দিনের পর চিনিলাম। ধন্য মাধবি! তোকে শত শত ধন্যবাদ। চন্দ্রহাটীতে দেওয়ানজি পত্র লিখিয়াছেন এক্ষণে মাকে, বাবা যদি সঙ্গে করিয়া আনেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। মা আসিয়া দেখুন, তাঁহার মাধবী, এখন কেমন মাধবী। আর সেই জামাই, কেমন গুণের জামাই হয়েছে।

স্বরেন্দ্র। সন্ধ্যারে প্লান হুখে বলিলেন, বসন্ত এ সকল বিরূপ

কথা হইতেছে ? মা এল কি হইবে ? মাধবীর তো চরিত্রে কোন দোষ নাই ? মা তার পবিত্র স্বভাবে পরম প্রীত হইয়া তাকে তোমার নিকটে বাধিয়াছেন। অতএব ওরূপ কথা মুখে আনিও না, উহা মনে হইলে পাপের সকাব হয়।

বসন্ত । প্রাণ বলভ । তোমার ন্যায় লোকে যদি মাধবীর এ সূখ্যাতি না কার, তবে আর কে, রমণী কুলের সম্মান রাখিবে ? নাথ । আমি তোমার মন বুঝিবার নিমিত্ত ঐ রূপ কথা বলিলাম, ফলে, মা এলে ভাল হয়। যা যে ইহার মধ্যে এক জন প্রধান সাক্ষী।

সুবেন্দ্র । কে জানে, আমি তোমাৎ কথার ভাবত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাব নিকট কিছু প্রকাশ কর বা নাই কর, বিহীন দিন সমস্তই জানিতে পারিব।

বসন্তকুমারী এবং সুবেন্দ্রমাথ গৃহ মধ্যে এই সকল কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় ভবানীদেবী আসিয়া বলিলেন, বৎস সুবেন্দ্র-নাথ ! রাত্রি অনেক হইল এখন আমি আসি, তুমি চিন্তা করিও না। হা হা হা হা কহিতে হইবে তাহা বসন্তকে বলিয়াছি, তুমি সে বিষয়ে স্বত্ববান থাকিবে। আর রজনীকান্ত আসিলে তাহাকে বিশেষ স্বত্বের সহিত রাখিবে। তিনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি বসন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। তাহার পর রজনীকান্তকে নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানার বিষয়ও সমস্ত অবগত করাইবে। আর বলিবে যে ভবানীদেবী আসিয়া এই মোক-দ্দমা বিষয় স্বয়ং বিচার করিবেন। আপনাকেও সেই বিচার স্থলে উপস্থিত থাকিতে হইবে। যে তাবত বিচার নিষ্পত্তি না হয়, সে তাবত কাল আমি আপনাব কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। এক্ষণে আমি চলিলাম, হুই দিবস পরে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

সুবেন্দ্র । মা ! দাসের একটা নিবেদন আছে।

ভৈববী । কি, তাহা বল।

সুরেন্দ্র । আপনি এখন গমন করিতেছেন কিন্তু আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল কি না তাহা কি প্রকারে অবগত হইবেন ।

ভৈরবী । তাহার নিমিত্ত তোমার চিন্তা নাই । সে সংবাদ আমি নিজেই জানিতে পারিব । যদি তোমার লোকেবা তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে না পারে, তবে যেকপে হয় আমি তাহাদিগকে যথা সময়ে বিচার স্থলে উপস্থিত করাইব ।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ প্রফুল্ল-নয়নে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন । মাধবী ও বসন্তকুমারী তাঁহার পদধূলি লইয়া মন্তকে প্রদান করিল । ঊত্যবসরে কৃত্য মাধব অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া সংবাদ দিল, আসামিরা গ্রেপ্তার হইয়াছে ।

সুরেন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া, হাস্যমুখে ভবানীদেবীর প্রতি চাহিয়া করখোড়ে বলিলেন, মা! আপনাব রূপায় মনোরথ সফল হইয়াছে । পরে ভৃত্য মাধবকে বলিলেন আচ্ছা তুমি দেওয়ানজিকে বল তাহাদিগকে সাবধানে রাখেন আমি শীঘ্র ঘাইবা সাক্ষাৎ করিতেছি ।

ভৈরবী । বৎস ! তবে আব কি, আসামি গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া চলিলাম । আর তোমার চিন্তা নাই । উহাদিগকে সাবধানে রাখিও । আমি এক্ষণে আসি, এই বলিয়া ভবানীদেবী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

### সভাভঙ্গ ।

লোকে একটা সূত্র ধরিয়া অসম্মত অঙ্গ পাত করে । কিন্তু অদ্য বসন্তকুমারী কোন্ সাহসে এবং কি হত্রেই বা অঙ্গপাত করিয়া জানিতে পারিলেন, কুমুদিনী জীবিতা আছেন । ভবানীদেবীর কথায় ? কে জানে । তিনিই জানেন । আমিও বসন্তকুমারীর সাহস দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি । কুমুদিনীকে হঠাৎ চিতার উপর দণ্ড হইতে দেখিলাম ।

আবার বসন্তকুমারী ভাহাকে কোথায় পাইলেন। বসন্ত বলিলেন কুমুদিনীকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এ কথার ভাব কি ? সুরেন্দ্রনাথ ঠেকিল তিনি জ্ঞানী কথার বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা সরিল না, যে, তিনি বসন্তকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কুমুদিনীকে কি রূপে চিনিলে ? যদি কেহ তাঁহাকে অন্য স্ত্রীলোক দেখাইয়া বুকাইয়া থাকে যে এই কুমুদিনী। বসন্ত স্ত্রীজাতি, তিনি যেন কাহারও মিষ্ট কথায় ভুলিতে পারেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একজন বুদ্ধিমান পুরুষ হইয়া স্ত্রীর কথার বিশ্বাস কবিলেন। করেন, করুন তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। কিন্তু বোধ হয় পরিণামে তাঁহাকে ইহাঙ্ক নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে হইবে। মরা মানুষ নাকি কখন ফিরে আসে। আচ্ছা ভবানীদেবীরই বা মন্তব্য কি ? তিনি এক জন ভূত-ভাবিনী ভাবিনী হইয়া কি নিমিত্ত এই গুরুতর কার্যো লিপ্ত আছেন। কাণ্ডটী বড় সহজ নয়। আবার তাও বলি, কোথায় নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানা, কোথায় রজনীকান্ত, কোথায় কুমুদিনী, কোথায় আসামি বিলাসিনী ও কৈলাসী, একে একে সমস্তই ত একত্র হইতেছে। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি। মোকদ্দমা বড় গুরুতর। এখন বিচাবটী কিরূপ হয় তাহা দেখা আবশ্যক।

বাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত। রক্ষ পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র পূর্বে নগণ্য উদয় হইয়াছে। পরিগ্রামেব লোকের কোলাহল ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে বসন্ত-সহচর কোকিল-কুল প্রভাত হইল ভাবিয়া এক একবার থাকিয়া থাকিয়া কুহুসবে স্বাক্ষর দিতেছে। মন্দ মন্দ মলয়ানিল বহিতেছে। রজনী বাবু বাটীর সম্মুখ স্থিত উদ্যান যেন হাস্য করিয়া উঠিল। নানাজাতি পুষ্প প্রফুল্লিত হইয়া এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল। নিশাচর পক্ষিগণ ও জন্ত সকল লোকের কোলাহল কমিয়াছে দেখিয়া স্ব স্ব গুপ্তাবাস পবিত্যাগ করিয়া আহর অবেষণে বন ও কানন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঝিল্লি-কুলের রবও হ্রাস হইয়া আসিল। রাত্তাষ লোকের গমনাগমন নাই, যেন জগত

নিস্তরু, কিন্তু সুবেন্দ্রনাথের বাটীতে যেন এইমাত্র সম্ভা হইতেছে বলিয়া ভ্রম জন্মে। সদর, অন্তঃপূব এবং উদ্যানস্থিত বিলাস ভবন, লোকে পরিপূর্ণ; দাস-দাসী সকলেই ব্যস্ত ; কেন ? আজ কি বাটীতে কোন ক্রিয়া কাণ্ড আছে নাকি ? যেন বিবাহের বাটীর ন্যায। প্রতি গৃহে, প্রাদানে ও রাস্তার স্থানে স্থানে দীপালোক কেন ? এ এক রকম বিবাহের বাটী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদ্য চল্লহাটী হইতে সুবেন্দ্র বাবুর স্বস্তর খজ্ঞাঠাকুরাণী ও অন্ত্যাত্ম আত্মীয় কুটুম্বগণ সমাগত হইয়াছেন। বিলাস পুর হইতে প্রিয়নাথ, রজনী বাবু, তাঁহার মাতা ও পুত্র চল্লনাথ এবং দাস, দাসী সমাগত হইয়া উদ্যান স্থিত বিলাস ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। সুবেন্দ্রনাথ অদ্য রজনী বাবু ও প্রিয়নাথের সহিত বাক্যালাপে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া বৈঠকখানার হাস্য কৌতুকে সমীষ অতিবাহিত করিতেছেন। রজনী বাবুর মন আজ অত্যন্ত দিন অপেক্ষা অনেক ভাল। তিনি যে উদ্দেশে বলরামপুরে আগমন করিয়াছেন, যদিও সে বিষয় এ পর্যন্ত সুবেন্দ্রনাথকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সহিত অন্ত্যাত্ম বাক্যালাপে পবম পুলকিত হইয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে কুমুদিনী নিশ্চয়ই সুবেন্দ্র বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। নচেৎ তাঁহাকে ওকর্ণ হাস্য পরিহাস কবিত্তে দেখিতাম না। কিন্তু সে সংবাদ একবার জিজ্ঞাসা না করিয়াত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে ভাবিতেছেন একবার কুমুদিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এমন সময় প্রিয়নাথ সুবেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাদের পত্র কবে পাইয়াছেন ?

সুবেন্দ্র। কল্য বেলা চারি পাঁচ দণ্ডের পব আপনার পত্র পাইয়াছিলাম।

প্রিয়। পত্র আসিতে তবে বিলম্ব হইয়াছিল। আপনার আরও ২ দিন পূর্বে পাওয়া উচিত ছিল।

সুরেন্দ্র । তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই । তবে আর দু' দিন পূর্বে পাইলে আমার পত্র আপনারা বাতীতে পাইতেন । এ তা না হয়ে রাস্তায় পাইয়াছেন ।

প্রিয় । হাঁ তা সমানই অর্থ, এক্ষণে উদ্দেশ্য সফল হইলেই মঙ্গল ।

সুরেন্দ্র । অবশ্যই সফল হইবে । তবে কল্য একটা গুরুতর মোকদ্দমা আছে, তাহা আপনারা ধর্মকিয়া নিষ্পত্তি না করিলে আশি আব স্থগিত হইতে পারিতেছি না । ভবানীদেবী আসিয়া অনেক ভরসা দিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার রূপায় আসামিদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন আমি স্বয়ং এ মোকদ্দমার বিচার করিব । ইতোমধ্যে রজনীকান্ত আসিলে বলিবে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইলে তাঁহার সহিত কুমুদিনীর সাক্ষাৎ হইবে না । এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেন একটুকু কুণ্ঠিত হইলেন । রজনী বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ণা-পেক্ষা আরও হর্ষ প্রকাশ করতঃ সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন তাহার নিমিত্ত আপনাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না । আপনি আমার পরম বন্ধু, কুমুদিনী আপনার অন্তঃপূর্ব মধ্যে আছে । তার নিমিত্ত চিন্তা কি । আজ না হয় কাল, কাল না হয়, দু' দিন পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে । তাহাতে কোন কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই । এক্ষণে গুরুতর মোকদ্দমা কি ? তাহা কি আমাদের স্তনিবার কোন বাধা আছে ?

সুরেন্দ্র । না, তাহাতে আবার বাধা কি । আপনাদিগের উপস্থিত থাকিয়া যখন তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে তখন মহাশয়দিগকে সে বিষয় বলিতে বাধা কি ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ নবাব কাসিম খাঁর পরওয়ানা ও তাহার পর যে রূপে আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে একে একে সমস্ত ব্যক্ত করিলেন ।

রজনী বাবু সুরেন্দ্রনাথের প্রমুখ্যে কাসিম খাঁর পরওয়ানা ও আসামি-



দ্বিগুণ পরিচয় শুনিয়া তাঁহার মুখ ব্লান হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পণ্ডিত্যগ পূর্বক বলিলেন আসামিদিগকে এখন কোথায় রাখা হইয়াছে ? তাঁহারা কি বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ?

সুবেন্দ্র। হেঁ এক বকম বন্দী বৈ কি, তবে তাহাদের একটা স্বতন্ত্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ভদ্র কুলোদ্ভবা কলিয়া ক্রীলোক প্রহরী বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর অটল বিহারি ওবফে নবাব বাবু, সে ব্যক্তি পাগল, তাহাকে নজরবন্দিতে রাখা হইয়াছে।

বজ্রনী। আচ্ছা, অটলকে একবার এখানে আনাইতে পারেন ?

সুবেন্দ্র। তাহার আর বিচিৎ কি, সে বড মজার পাগল। তাহার কথা শুনিলে হাস্য সম্ভবণ কবা যায় না।

এই বলিয়া সুবেন্দ্রনাথ দেওয়ানজিকে আদেশ কবিলেন, দেওয়ানজি একবার অটলকে এইখানে লইয়া আসুন।

দেওয়ানজি স্থাপিত চিত্রের ন্যায় বসিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতোছিলেন। তাঁহার মুখ কণ্ঠ কণ্ঠ নাই। তিনি ভাবিতোছেন এ ব্যাপারটা কি। কুহুদিনী মণিল। আমি স্বহস্তে তাঁহার মৃতদেহ চিড়ায় দ্রব করিলাম। বাবু, বজ্রনী বাবুকে এ কি বলিতেছেন। “মোকদ্দমার পর, কুহুদিনী সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।” এ কথাব অর্থ কি ? ইহার ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সুবদয়াল আজ দুই প্রহরের পর অন্তঃপুর হইতে আহাব কবিয়া আসিয়া আমার চুপি চুপি বলিল, দেওয়ানজি মহাশয়। আমাদের চক্ষে কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে বকম দেখলাম তাহাতে বোধ হয় আমরা সকলেব নিকট মিথ্যাবাদি হইব। ঠিক কুহুদিনীর মত এক জন, মা ঠাকুরাণীর কাছে বোসে গল্প করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখেই চোমকে উঠে জিজ্ঞাসা কবিলাম মা। ভাল আছেন ত ? এখানে কবে এলেন ? তিনি একটু হেসে আমার বলিলেন, সুবদয়াল ? তুই আমার আর

কোথায় দেখেছিলি ? আমি বলিলাম সেই ডাকাতেব হাত থেকে আপ-  
নাকে আর আপনাব ছেলেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম । আমার এই কথা  
বলা শেষ হ'তে না হ'তে মাঠাকুবাণী অমনি আমায় চমক বাক্য ক'বে  
বলিলেন, দ্যাক্ সুব্দয়াল । যা দেক্লি, খববদার আর কাহাবও নিকট  
প্রকাশ কবিসান । যদি শুনাত পাই তুই এ কথা কাহাবও নিকট বলিবা  
হিস্ তবে অনর্থপাত হইরে ” এ সমস্ত কথাবই বা অর্থ কি ? সুব্দয়াল  
ব্যাটাও কি সময় পাইয়া আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছে । তা হ'তে  
পারে, সময়ওগৈ সবই ঘটতে পারে । আমার তাও বলি, সুবেল্ল  
বাবুর কথা শুনিয়া ত তাহার কথা মিথ্যা বলিবা বিবেচনা হয় না ।  
দেওয়ানজি একাগ্রচিত্তে বসিয়া বসিয়া এই সকল আন্দোলন করিতেছিলেন  
শুতবাস্ সুবেল্ল বাবুর আদেশ তাহার কর্ণকুহবে প্রবেশ না করাতে তিনি  
পূর্ববৎ স্থবনেত্রে বজ্রনী বাবুর প্রতি চাহিয়া বহিয়াছেন । সুবেল্ল বাবুর  
প্রথম আদেশ বিফলে যাইল দেখিয়া, পুনর্বার পূর্বাপেক্ষা উঠেই তবে  
বলিলেন, দেওয়ানজি একবার অটলকে এখানে লয়ে আসুন । আপনি  
কি নিদ্রা যাইতেছেন ?

দেওয়ানজি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আজ্ঞা না আমি অপব  
চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম । সেই নিমিত্ত আপনার কথা শুনিতে পাই নাই ।  
সুবেল্লনাথের হৃদয়ে দয়াব সঞ্চাব হইল, তিনি বলিলেন, না না আপনাব  
আব যাইতে হইবে না । আপনি বৃদ্ধ মানুষ, কয়েক দিবসাবধি আপ-  
নাব বড় কষ্ট হইতেছে । সময়ে আহাব নাই, নিদ্রা নাই । আপনি  
থাকুন, আমি মাধবকে দিয়া অটলকে এখানে আনাইতেছি । এই বলিয়া  
তিনি ভৃত্য মাধবকে ডাকিয়া বলিলেন, মাধব । তুমি অটলকে সঙ্গে  
করিয়া এইখানে লইয়া আইস । সাবধান ! যেন পলায়না ।

বসন্তকুমারী বড় আড়িপাতা রোগ আছে । বৈঠকখানায় কি কথা  
বার্তা হইতেছে তাহা শুনিবাব নিমিত্ত তিনি পূর্ব হইতেই মাধবীকে  
সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানায় পার্শ্বে এক সূত্র কক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন ।

সকল গৃহেই আলো জলিতেছে । কিন্তু সে কক্ষটী অন্ধকার-ময় । মাধবী যদি পূর্বে জানিতে পারিত যে, বসন্ত আড়ি পাতিতে তাহাকে সঙ্গিনী করিতেছেন, তাহা হইলে সে কখনই সম্মত হইত না । অন্ধকার গৃহেব একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া বসন্ত ও মাধবী সভাস্থ সকলকে দেখিতেছেন এবং তাঁহাদেব যে সকল কথোপকথন হইতেছে, তাহাও শুনিতে-ছেন । ক্ষণকাল পবে মাধবীর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল । 'তাহার সমস্ত অঙ্গ খর খব্ব কবিয়া কাঁপিতে লুগিল । আব দাঁড়াইয়া ধাক্কিতে পারিল না । অন্ধকার গৃহে সে যেন ঘন ঘন, সৌদামিনীর চঞ্চল মূর্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল এবং তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে অঞ্চল বিস্তৃত কবিয়া শয়ন করিল । বসন্ত তাহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া নিঃশব্দে গুপ্ত দ্বার দিয়া তাহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন কবিলেন । মাধবী ক্রতবেগে বসন্ত-সুস্বাদবী শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, বসন্ত । তুই ভাই কি দেখিলি ?

বসন্ত । আমি যাহা দেখিলাম তাহা ঠিক, তুই কি দেখিলি তা আমায় বল ?

মাধবী । আমি অন্ধকার যবে সমস্তই অন্ধকার দেখিলাম । আব বসাতল, পাতাল, তলাতল, কতই দেখলাম ।

বসন্ত । না ভাই ঠাট্টা নয়, তুই সত্যি কবে বল, কি দেখিলি ?

মাধবী । আমি স্বপ্ন দেখলাম, ততো স্বর্গ আছে, দেবতা আছে, রোমক আছে ।

বসন্ত । এখন স্বপ্নে বিশ্বাস হোষেছে ?

মাধবী । না আঁচালে বিশ্বাস নেই । লোকে বলে স্বপ্নেব ভেঙ্কীতে ভুলতে নেই ।

বসন্ত মাধবী তাহার এই কথা শুনিয়া একটু হেসে স্মর করিয়া বলিলেন "প্যারি ! একটু-ধৈর্য-ধর " । আঁচাবাব—আর দেবি নাই ।

মাধবী । ঐ ত তোমার সকল কথাই ঠাট্টা, আমি ভাই যথার্থই

বলিতেছি এখন আমি সমস্তই ভেঙ্কাব মত দেখিতেছি । আমি ইত-  
বুদ্ধি হইয়াছি । থেকে থেকে চোমকে উঠিতেছি । যদি আমি আগে  
জানিতে পাবিতাম, তুই আমার ঐ সকল দেবাবার জন্তে সঙ্গে লইয়া  
যাইতেছিস, তাহা হইলে আমি যাইতাম না ।

বসন্ত । কেন ?

মাধবী । কেন, তা এখনও বুঝিতে পারিস নি ? ঐ ঘরের ভিতর  
ধাকিয়া আমার প্রাণের ভিতর, কেন কেমন কো'বে উঠলো । মাথা  
ঘুরতে লাগলো । তাইতে অমন কোবে শুয়ে পোড়লাম । ষড়্-মুহূর্ত্ত  
আমায় তখনই বেরকোরে না আনতিস, তাহা হইলে আমি থানিক পূর্বে  
হৃৎ চেষ্টা উঠতাম ।

বসন্ত । তা যাই হউক তাই, এখন ত তোব সেই প্রাণের ধড়ফড়া-  
নিটে গেচে, চল একবার অটল পাগলকে দেখে আসি ।

মাধবী । না তাই আমি আর যাব না ॥ তুই যা ।

বসন্তকুমারী কৃত্রিম রোস প্রকাশ পূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বা ঘূর্ণিত করিয়া  
বলিলেন " যাবিনে ? যাবিনে ?

তদৃষ্টে মাধবীর অধব প্রান্তে একটু হাস্য দেখা দিল । তাহাব  
সেই হাস্যে, বদন-মণ্ডলে একবারে এক সময়ে ষড় বসের চিহ্ন লক্ষিত  
হইতে লাগিল । ললাটে অদ্ভুত, হৃদয়ে ভক্তি, নেত্রে ককণ, নাসাগ্রে  
রোদ্ভ, গুপ্তে শাস্ত, অধরে আদি'রসের ছড়াছড়ি ।

বসন্তকুমারী কণকাল অনিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে  
চাহিয়া, এই অপূর্ব সৌন্দর্য্য দৃষ্টে বিমোহিত হইলেন এবং হাস্য  
বদনে বলিলেন, মাধবি । তুই ধন্য । এই ধরাধামে তোর সমান পূণ্যবতী  
নাবী অতি বিরল । আজ আমি তোর ঐ মুখে এক নূতন শোভা দেখিয়া  
জীবনের সার্থকতা লাভ করিলাম । এখন ওসব রাগ, আমাদের আব-  
বিলম্ব সহ্য হয় না । ওট—চল এখন অটল পাগলা এসে, কি বলে,  
তাহা শুনে আসি । তার পর সময়ে যা মনে আছে তাই করিয়া নয়ন

মন পবিত্র কবিব । এই বলিয়া বসন্তকুমারী বল পূর্বক মাধবীর হস্ত ধারণ করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া পূর্ব স্থানে গমন কবিলেন ।

তথায় যাইয়া দেখিলেন, অটল এখনও আইসে নাই । সকলেই তাহাব আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে । ক্ষণকাল পবে সিঁড়িতে মনঃমগ্ন হইতে লাগিল । সুবেন্দনাথ তাহা শুনিয়া বলিলেন, এই বুঝি অটল আসিতেছে । এমনত সময় অটল ব্যস্তভাবে গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক সুবেন্দ বাবুকে লক্ষ্য কবিয়া বলিল “ প্রাতঃপ্রণাম ” “ জামাই এত রাতে ডাকা হইল কেন ? আমি তো গোড়া গুড়ি বলিতেছি, এক দুয়েব ওয়াস্তা ” তাহাব কথা শুনিয়া রজনী বাবু ব্যতীত গৃহ মধ্যে সকল ব্যক্তিই হাস্য করিয়া উঠিলেন । সুবেন্দ বাবু বলিলেন, অটল ! তোমার ডাকা হইয়াছে কেন তাহা তুমি জান ?

অটল । হে জানি, ননী চুন্নির নির্মিত ।

সুবেন্দ । না, তা নয় ।

অটল । তবে কি ?

সুবেন্দ । তুমি এই বাক্যদিগকে চেন ?

অটল সহসা রজনী বাবুব দিকে চাহিয়া ষিকটমুখভঙ্গিপূর্বক বলিল “ কাকে ? ওকে ”

ওঁকে আমি জানি, বেস জানি, বিশেষ জানি । উনি ষমকলি কাটা টেবো । এক দিন পঞ্চেন্দ্রিষ অবশ্য হোলে, ঐ মহাপুরুষ পরম আশ্রয় লীন হইয়াছিলেন । তাব পব প্রকৃতি দেবীর তাড়া পেয়ে, এক ডাল পেকে অপর ডালে যাইয়া অশ্রব, আর আটা কাটাতে কিছুই হইল না । বাবইয়াবি ফুসাইল । দেবী ও আমি জলে পড়িলাম । এখন প্রাণে মাঝিতে বাকি, ও বাশা । ওকেউ কেটা নয় । ওকেউটে । কেউটে । পালাও, পালাও । এই বলিয়া অটল কম্পিত কণ্ঠস্বরে তথা হইতে উঠিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক পলাইবার উদ্যোগ কবিল । সুবেন্দনাথ প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন, আর কেন, ওকে এখন হইতে

লইয়া যাও । দেখো যেন খুব হেপাজাতে রাখা হয় । পালাইতে না পারে ।

প্রহরীয়া অটলকে লইয়া ঘাইলে স্ববেন্দনাথ বজ্রনীবাবুকে বলিলেন লোকটা একে বারে উন্মাদ গ্রস্ত ; উহার আর পদার্প নাই ।

বজ্রনী । পাপের ভোগ, তাহা নহিলে এ বিষয়ে, ও রূপ হইবে কেন । প্রিয়নাথ তাঁহার এই কথা চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন আপনি উহাকে আনাইয়া কি দেখিলেন ।

বজ্রনী । প্রিয়নাথ । দেখিব আব কি । যাহা দেখিলাম তাহা তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে ।

বজ্রনী বাবুর এই কথা শুনিয়া গৃহ মধ্যস্থ সকল ব্যক্তিই যেন অশ্রু মনা হইলেন । কাহার মুখে কথা নাই । 'গৃহ নিস্তক, ক্রণেক পবে বজ্রনী দাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন আব কেন, বাতি অধিক হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম আবশ্যক, এই বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন ।

### এ রমণীদ্বয় কে ?

ক্সত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, বজ্রনীকান্তের নিদ্রা নাই । শয্যাখ শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, ইহাজীবনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বস্তু এ জগতে আর কিছুই নাই । তথাপি মনুষ্য এই অল্প প্রাণ লইয়া বিশ্ব সংসারে কত প্রকার পবিচয় দিতেছে তাহার শ্বৈবতা নাই । আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বাড়ী আমার ঘন, আমার ঐশ্বর্য্য, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই । কি আশ্চর্য্য, প্রতি দিন কত লোক এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া কোথায় ঘাইতেছে, ইহা দেখিবার আমবা নিশ্চিন্ত আছি । বিনশ্বর জীবন পাইবাছি ভাবিয়াও, কোন কাণ্ড করিতে না অগ্রসর হইতেছি । এই আজন্ম পরিচিত সংসার

ত্যাগ কবিত্তে হইবে, প্রাণের প্রিয়জনকে পবিত্র কবিত্তে হইবে, ইহা একবাবও ভাবি না। যখন সে দিন আসিবে, তখন এক মহত্ত্ব বিলম্ব সহিবে না। এই ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইবে। কোথা যাইব, কাহার নিকট যাইব, তাহা কে বলিতে পাবে। হায় ! এখন এই কোমল শয্যা ব্যতীত শয়ন হয় না। আত্মীয়বর্গ নিকটে না থাকিলে প্রাণের ভিতর হু হু করে। কিন্তু সেই শেষ দিনে যেখানে যাইব, সেখানে আমাব নিকট কে থাকিবে ? আমাব বলিয়া কাহাকে ডাকিব। আবার, আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, পিতা মাতা কে ছিল, কে হইল, উঃ এ সকল ভাবিতে গুলে আর জ্ঞান থাকে না। হায় ! আমি কি দুর্ভাগ্য কোথা হইতে আসিবা প্রিয়নাথের প্রাপ্য সম্পত্তি হরণ কবিতাম। লজ্জা নাই, তাই জন সমাজে মুখ দেখাই। ঘৃণা নাই, তাই পরেব অর্থ স্পর্শ কবি। বুদ্ধি নাই, তাই লোকের নিকট আত্ম পবিচয় দিই। হিতব্রহ্মিত্ত বিবেচনা নাই, তাই এ দেহের এত যত্ন করি। হায় ! এ সংসার, কষ দিনেব। যাহার জীবন-ভরী এই সংসার সাগরে অনুক্ষণ টল মল করিতেছে, প্রবল বাত্যাঝিতাড়নে, থাকিবা থাকিবা ডুবু ডুবু হইতেছে, তাহাব এত কেন ? এ জীবন কষ দিনেব ? তবে কেন আমি আত্ম জ্ঞান হাবাইয়াছি। আপন স্বার্থ সিদ্ধি জন্য, পরেব সর্বনাশ করিতে ভ্রমেণ্ড কুণ্ঠিত হইতেছি না। কেন ? সেই প্রাণ প্রীতিমা কুমুদিনীর জন্য ? না সেই জীবন সর্বস্ব-ধন-চন্দ্রনাথের জন্য ? মম ! কুমি কি ভ্রমে পতিত হইয়াছ ॥ এ সংসারে ত, কেহই কাহারও নয়। যে প্রিয়তমা ও শ্রিয় পুত্রের মায়ায় যুক্ত হইয়াছ, তাহাও ত লোকে কালের কবাল বদনে নিক্ষেপ করিয়া হুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কবে। আবার কিছু দিনের পর লোকে সেই নিদাকণ শোক, সংসারের অলৌক আশাব কুহক পতিত হইয়া সমস্তই বিস্মৃত হব। মন ! তুমি, এ মিছে মায়া ত্যাগ কব। আব কেন, এ মায়া জাল ছিন্ন করিয়া স্বহানে চল। কুমুদিনীকে চাহি না। পুত্র চন্দ্রনাথকেও চাহি না। কল্য

ভগ্নানীদেশীর সমক্ষে প্রিয়নাথকে সমস্ত ধন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া ফেলিব, প্রিয়নাথ । তোমার সম্পত্তি হুমি লও । আমি ইহাব এক কপর্দকও চাহি না । কেবল ভ্রমে পতিত হইয়া এতদিন আমি ভোগ দখল করিতেছিলাম । সে নিমিত্ত আমার অপরাধ লইও না । আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলাম এখন সেই স্থানেই চলিলাম । এত দিন কুমুদিনী আমায় ইচ্ছাজালে ঘবাইতেছিল । কুমুদিনী মায়া-বিনী, এখন আমি তাহা পৃষ্ঠ বুঝিতে পারিষ্যক্তি । নচেৎ ব্রত ব্যক্তিকে, কে আবার কোথায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

বজ্রনীকান্ত ইহা ভাবিয়া একটু ক্রুদ্ধলেন । এ বোদন কেন ? এই বোদনই সর্বনাশের মূল । যাহার শোকে ও দুঃখে চক্ষু কাঁটিয়া জল আসিল, তাহারি অন্তরের বেদনার লাব্ধি হইল । বজ্রনীকান্তের নমে যে বৈবাগ্য ভাবে উদয় হইয়াছিল, তাহা এই দুই ফোটা চক্ষের জলে ধুইয়া গেল । নয়নাশ্রুই, শোক ও দুঃখ ভাবাক্রান্ত মনুষ্য হৃদ-যেব শান্তিদাতা, হাষ । এমন যে পুত্র শোক, জনক জননী অশ্রুপাত করিয়া, কালের কুটিল চক্রে পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাও বিস্মৃত হইয়া থাকেন । ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে । তাহার এই অনীম বুদ্ধি বলকে ধন্য ।। তিনি ক্রন্দনেব স্বজন না করিলে শোক সন্তপ্ত মনুষ্য হৃদয় মুছর্ত মায়ে দ্বিধা হইয়া বাঁইত ।

বজ্রনীকান্ত অনেক কষ্টে চক্ষের জল মুছিলেন । এবং শয্যা হইতে উঠিয়া উপাধানে মস্তক বক্ষিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কুমুদিনীকে ফেলিয়া কোথায় যাইব । প্রিয়া আমাব নবনেব পুত্ৰলি, সোহাগেব ডালি, জীবনেব সর্বস্ব ধন, এবং হৃদয় পিঙ্গবেব প্রাণ পক্ষী, একথা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । সেই কুমুদিনীকে এঁটি কষ্টে পাইয়া, তাহাকে ফেলিয়া যাইব ? না—তা কখনই হইবে না । এ প্রীতি থাকিতে তাহা কখনই পারিব না । কিজ আব এক কথা, শূরেন্দ্র বাবুর বাগীতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত, তাহাতে আমার পূর্ব পরিচয় আর



গোপন থাকিবে না। এত দিন আমি যে সকল বিষয় গোপন করিয়া আসিতেছি, সে সমস্ত আব অপ্রকাশ্য থাকে না। কুমুদিনী যদি আমার স্বার্থই সেই হাবানিধি না হয়, তবে সে আমার পূর্ব পরিচয় জানিতে পারিয়া মনে মনে কি ভাবিবে। সুরেন্দ্রবাবু ও বসন্তকুমারীকে এখন আমি চিনিতে পারিযাছি। কি আশ্চর্য্য! সুরেন্দ্রবাবুর স্বভাবকে দেখিয়া একে একে আমার সমস্ত বিষয় স্মরণ হইতেছে। তিনি এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিযামাত্র চিনিতে পারিযাছি। কিন্তু তিনি বোধ হয় এখনও ক্রমশঃ চিনিতে পাবেন নাই। তা কি প্রকাবেই বা পারিবেন। ইহা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। সকলেই জানেন আমার মৃত্যু হইয়াছে। সকলে বলিয়া সকলে। নবাব কাসিম খাঁ পর্য্যন্ত জানেন আমার মৃত্যু হইয়াছে। উঃ ঘটনাটা কি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লাস কোথা হইতে পাইল, এবং বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে তাহাই বা কিরূপে প্রমাণ হইল। (কে জানে) ইহার ভিতর যে এত কাণ্ড হইবে, তাহাও আমি কিছুই জানি না। তা কিরূপেই বা জানিব। আমি সেই দুর্ঘটনার কতক দিন পূর্বে, কুমুদিনীকে পাইয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহা এ পর্য্যন্ত আমার অন্তর হইতে দূরীকৃত হয় নাই। এবং হইবে ও না। স্ত্রী আমি কেন, বোধ হয় এত দিনের পর আমার জ্ঞান বসন্তকুমারীও কুমুদিনীকে পাইয়া সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি হয়ত কুমুদিনীকে তাঁহার সেই বাল্যসহচরী ও প্রাণের প্রিয় সখী জ্ঞানে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কুমুদিনী বলে, জন্মাবধি আমি পিতা মাতা দেখি নাই। কাহার তনয়া, বাসস্থান কোথায়, তাহাও জানি না। সুতরাং সে এখন বসন্তের নিকট আপন পরিচয় না বলিতে পারিলে স্বাভাবিক নাই লজ্জিত হইবে। এবং সেই সঙ্গে বসন্তকুমারীরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইবে। আবার কাল যখন সভামধ্যে সকলে আমার পূর্ব পরিচয় জানিতে পারিবেন, তাহা শুনিয়া কুমুদিনী কত লজ্জিত হইবেন।

এক্ষণে আমি যে রূপ চক্রে পতিত হইয়াছি, ইহা হইতে অব্যাহতিই উপায় নাই। আর এই ঘটনায় যদি আমি আত্ম পরিচয় না দিই, তাহা হইলে নাবী বধ জনিত মহা পাতকে পতিত হইব। আসামি গণ এত দিন পবে গ্রেপ্তার হইয়াছে। পূর্বের উহাদের অপবাদ প্রমাণ হওয়াতে উহারা এত কাল জুলায়িত ছিল। এখন আর যেসি বিচারের আবশ্যক নাই। আসামি দিগকে সনক কবিয়া নবাব কাসিমখাঁর নিকট পাঠাইলেই প্রাণ দণ্ডের আঁজা হইবে। আবার তাও বলি, যখন ভবানীদেবী বিচারের ভার স্বয়ং গ্রহণ কবিয়াছেন, তখন আমি আর আত্ম পরিচয় কোন প্রকারে গোপন কবিতে পারিব না। তিনি সেই নিমিত্ত আমার বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ কবিয়াছেন। যদি তিনি আমাকে আমার পূর্ব পরিচয় প্রদান করেন তবে তখনই সুরেন্দ্রবাবুর স্বপ্নের ও সুরেন্দ্রবাবু আমার চিনিতে পারিবেন। অটল এখন উদ্ভাদ কিন্তু সেও আমার দেখিলেই চিনিয়াছে। বায়ুরোগ গ্রস্ত বলিয়া সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু যে কয়েকটা কথা বলিল, তাহা আমিই বুঝিতে পারিয়াছি। আর আর সকলে তাহার পাগলামি কথা মনে কবিয়া উপহাস করিলেন।

রজনীকান্ত এই সকল চিন্তা কবিতে কবিতে নিদ্রিত হইলেন। মন কখনই স্থির নহে। রজনীকান্ত যে বিষয় লইয়া এতক্ষণ এত আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার একটা মীমাংসা হইল না। 'নিজস্ব দেবীর সহচর স্বপ্ন, রজনীকান্তকে 'অবস্থান্তর দেখিয়া তাহার মনকে অপর দিকে ধাবিত কবিল। রজনীকান্ত স্বপ্নে দেখিলেন, কুয়ুদিনী যেন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া সজল নয়নে বলিতেছেন, নাথ! আমি মায়াবিনী, আমার ইন্দ্ৰজালে তুমি পতিত হইয়াছ।' তাহা মিথ্যা নয়। তুমি স্বার্থ ভ্রমে পতিত হইয়া, আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যাহাকে ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আমার গলে মাণ্ড

পর্যায় দিচ্ছিলে বাস্তবিক আমি সে নই। তোমার সেই মনোরঞ্জন-কারিণী, মধুর-ভাষিণী, প্রাণপ্রতিমা প্রেমসী আমি নই। আমি একুত্তই মায়াবিনী, এতদিন আমি তোমার সেই নয়ন তৃপ্ত কারিণী প্রাণ প্রতিমার মূর্তি ধারণ করিয়াছিলাম। এখন তুমি আমাব তুলিয়া যাও। আমি আর এ জগতে নাই। আমাব মনে তোমার এই শেষ দেখা। তুমি যাহাকে ভাবিয়া, সাদবে আমাব গ্রহণ করিয়াছিলে, এইবারে যথার্থই তুমি তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। আমাতে ও তাহাতে কোন বিভেদ নাই। সে ও যে, আমিও সেই, তবে হই কলেবর, পৃথক পৃথক থাকতেই হইলি জীবের উৎপত্তি মাত্র, চন্দ্রনাথকে আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছি, কিন্তু চন্দ্রনাথ আমার মাতৃ বিয়োগ জনিত কোন শোক বা কষ্ট অনুভব করিতে পারিবে না। এবং তোমাকেও আমার জন্য বেশি পরিতাপ করিতে হইবে না। যাহাকে ভাবিয়া এত দিন তুমি আমাব হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়াছিলে, এখন সেই চিবহুংখিনীকে পাইবা, আমাব গ্রাঘ তাহাকেও সুখিনী কব। সে জন্ম হুংখিনী ও চিব বিরহিণী পতিপ্রাণা সতী। এখন তাহার সেই পূর্ণ যৌবন, কেবল তোমাব আশা পথ-চর্চিয়া রহিয়াছে। জীবিতেশ্বর। প্রাক্তনের গতি অখণ্ডনীয়। বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা, কে ধুওঁহিতে পাবে। আমার নিষতি ঘুরাইয়াছে। সুখেবও শেষ হইয়াছে। তাই মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে যাহাব স্বর্গের দশা আসিয়াছে, ভগবানের কৃপায় তুমি তাহাকে ও চন্দ্রনাথকে লইবা সুখী হও। আমি তাহা দেখিয়া নগ্ন মনঃপিত্ত করি। ইহা বলিতে বলিতে যেন কুমুদিনীর কণ্ঠ বোধ হইয়া আসিল।

এইকপ স্তম্ভ দেৱিয়া নিদ্রাবস্থায় রজনীকান্তের তানুভূত, চন্দ্রনাথ জলে পরিপূর্ণ, এবং হৃদয় থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কুমুদিনীকে বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার সে আশা বিফল হইল। নিদ্রাবস্থায় অন্তবেব কথা ব্যক্ত করিতে

দুইয় পোঁ পোঁ শব্দ করিয়া উঠিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার নিজা জ্বর হইল ।

রজনীকান্তর নিদ্রা ভাঙ্গিলে ভাবিতে লাগিলেন, এ কি ! আমি কি বস্তু দেখিতেছিলাম ! না প্রকৃতই কুমুদিনী আমার নিকট আসিয়া এরূপ বিলাপ করিতেছিল । তিনি চক্ষু মুছিয়া স্থিরনেত্রে দেখিলেন, যেন কুমুদিনী তখনও তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া অধোবদনে ক্রন্দন করিতেছে । রজনীকান্ত অশ্রুপূর্ণনয়নে ভগবর্তে বলিলেন, জীবিতেশ্বর ! প্রাণপ্রিয়ে কুমুদিনী ! তুমি আমার কি বলিতেছ ? প্রিয়ে ! তোমার এরূপ ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় নিদীর্ণ হইতেছে । তুমি এতক্ষণ আমার যে সকল কথা বলিলে তাহার ভাব ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । প্রিয়ে ! আমি ত তোমার ভিন্ন অষ্টে জানি না । তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার জীবন সর্বস্ব ধন, প্রাণ পুতলি, প্রিয়ে ! তোমা ভিন্ন অন্য আমার মতি নাই, পতি নাই, শ্রদ্ধা নাই, তবে, কি নিমিত্ত তুমি আমার এরূপ কথা বলিতেছ, প্রাণেশ্বর ! স্নাত হও । আর রোদন করিও না । আমি জন্ম জন্মান্তরের কত তপস্যার ফলে তোমার প্রাপ্ত হইয়াছি । প্রিয়ে ! আমি ভ্রমে পতিত হইয়া তোমার গলে মালা প্রদান করি নাই । আমি মনে মনে বেস জানি, তুমি এ কাশ্মীরের সেই কান্য কড়ি ; তোমার নিমিত্ত এত কষ্টেও জীবন বাহির্গত হয় নাই । জীবিতেশ্বর ! অনেক হুঃখে তোমার মায়াদিনী বলি-রাছি । সে নিমিত্ত এ অধর্মের অপরাধ ক্ষমা কর । রজনীকান্ত এই বলিয়া শয্যা হইতে পাত্ৰোপধান পূর্বক যেমন কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিতে বাইবেন, অমনি কক্ষ মধ্যস্থ একটী ভিত্তিতে তাঁহার কৃৎসর্ণ হওয়ার চৈতন্য হইল । দেখিলেন তিনি ষথার্থই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । রজনীকান্ত অতিশয় হুঃখিত অন্তঃকরণে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, এ কি ! আমি এতক্ষণ তবে কাহার সহিত কথা কহিতেছিলাম ! কৈ কুমুদিনী ত এখানে নাই । তবে কি এ সমস্তই স্বপ্ন ?

উঃ স্বপ্নের কি মোহিনী শক্তি!! আমি জাগ্রত হইয়াও কুমুদিনীকে যেন এই গৃহ মধ্যে দেখিতেছিলাম, মা নিভ্রাদেবি। তোমার অপার মহিমা!! তুমি এই আমার কুমুদিনীকে দেখাইয়া আবার কোথায় লুকাইত করিলে। দেবি! আর এক বার এই অধমের প্রতি সদয় হউন। কৃপা করিয়া আর একবার আপনার ঐ কোমল অঙ্কে স্থান দিন। হায়! প্রিয়াকে রোদন করিতে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মা! আপনি কৃপা করিয়া এ অধমকে একবার কুমুদিনীর হস্ত বদন দেখান। হা দল চক্ষু! তুমি কি দেখিলে? রসনা তুমি কি খলিলে? কৈ এখনও যে তুমি উত্তর দিতেছনা? হৃস্তের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হস্ত! তোরে ধিক্, তোরে শত বার ধিক্, সহস্র বার ধিক্, এত দিনে বুঝিলাম তুই স্বার্থপর, তুই প্রিয়াকে সম্মুখে পাইয়াও গুত করিয়া রাখিতে পারিলি না। কুমুদিনী! সাথে কি তোমার বায়াবিনী বলি। তুমি এই আমার নিকটে ছিলে, আবার কোথায় লুকাইলে? প্রিয়ে! কি নিমিত্ত আমার এত কষ্ট দিতেছ? আমি শয়নে স্বপনে বাহার অদর্শনে এত দূর ব্যাকুল, তাহার কি আমার সহিত একুপ কৌতুক করা উচিত? রজনীকান্ত গৃহ মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল বলিতেছেন, এমন সময় দ্বারদেশে রমণীকণ্ঠ বিনির্গত স্নমস্নর হাস্যধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে সময় গৃহ অন্ধকার মধ্য; যে একটা ক্ষীণ দীপালোক ছিল, তাহাও নির্ক্ষাপ হইয়াছে। রজনীকান্ত গৃহের চতুর্দিকে অবলোকন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাহার হৃদয় শূন্য, গৃহ শূন্য, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। মন্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। প্রাণের তিত্তর হাঁপাইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বাতায়ন গথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রজনীকান্ত বহু মন্ড বায়ু সেবনে শরীর স্নিগ্ধ বোধ হইল। আবার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বপ্ন যদি মিথ্যা হইবে, তবে দ্বারদেশে এতদূরে

তাহার হাত ধরি নিলাম । এ কুমুদিনী !! নিশ্চয় কুমুদিনী, আমার নিকটে আসিয়াছিল । এই ভাবিয়া তিনি বাতায়ন পৃথক হইতে যেমন প্রত্যাবর্তন পূর্বক দ্বারদেশে গমন করিবেন, অমনি দেখিলেন যেন হুইটা অবগুণ্ঠনবতী রমণী ধীরে ধীরে তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল । রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে ? কিন্তু কেহই কথা কহিল না । পুনর্বার জিজ্ঞাসিলেন তোমরা কে ? তাহার মধ্যে একজন মূহুরে বলিল আমাদের চিনিবেন না । আমরা ভিখারিণী ?

রজনী । এত রাত্রে কি ভিক্ষা ?

রমণী । প্রেম ভিক্ষা ।

রজনী । আমার গৃহে কেন ?

রমণী । প্রেমের ছড়া ছড়ি দেখে ।

এই বলিয়া তাহারা দ্রুতবেগে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল ।

রজনীকান্ত ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলেন । এবং মল্লমনে ভাবিতে লাগিলেন এ রমণীদ্বয় কে ?

### উপসংহার-বিবাহ ।

অন্য বলরামপুরে ভারি ধুম, রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে প্রতি গৃহের শ্রম নিনাদে গ্রাম কম্পিত হইতে লাগিল । সুরেন্দ্রনাথের শয়ন শালায় এবং দেবালয়ে নহবত বাজিয়া উঠিল । সানায়ের আলাপে এবং টিকারার স্তম্ভুর ধ্বনিতে সকলের মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল । রজনীকান্ত প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন । তাহার যে নিদ্রাটুকু হুইয়াছিল, তাহা বিবাদের কারণ । তিনি যে রমণী-কণ্ঠ বিনির্গত মধুর হান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ও বিবাদের কারণ । কিন্তু এত বিবাদেও এই আনন্দময় নহবতের ধ্বনিতে ও সানায়ের আলাপ-চারিতে তাহার প্রাণ প্রফুল্ল হইল । তিনি ভাবিলেন এ কি আশ্চর্য্য

## উপসংহার-বিবাহ।

১৮৫

শব্দের ধ্বনি কেন? ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গৃহে কুলবালা দিগের উনু ধ্বনিত্রে গ্রাম যেন নৃত্য করিতেছে কেন? আজ কি কোন পক্ষ দিন উপহিত? কৈ তাহাও কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আহা! নহবতের বাদ্য কি মধুর!! উহার সহিত সানায়ের আলাপ চারিতে ঐ গগনের স্বর্ণ জ্যোতিঃনক্সত্রগণও যেন থাকিয়া থাকিয়া নৃত্য করিতেছে। পাণির ও বসন্ত সখা কোকিলগণ ঐ সুরে মুগ্ধ হইয়া, থাকিয়া থাকিয়া এক একটা তান ধরিতেছে। বিহঙ্গমগণ এই তানলয় অবশ্যে পল্লিত নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে শুনাইবার মানসে সকলে মিলিয়া যেন জাগ জাগ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই সকল অবশ্যে রজনীকান্তের মন প্রকৃত হইল। তিনি কণকাল সমস্ত চিন্তা বিস্মৃত হইয়া এক মনে এই সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি হইল অদ্য প্রাতে ভবানীদেবীর আসিবার কথা আছে। বোধ হয় তাঁহার শুভাগমনের নিমিত্ত গ্রামবাসিয়া আনন্দোৎসব করিতেছে। ইহা ব্যতীত এ উৎসবের কারণ আরও কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

রজনীকান্ত কন্যামনে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিলেন, ভবানীদেবীও অদ্য সুরেন্দ্রনাথের কাছারি বাটীতে আসিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। শুনিয়াছি, বসন্তকুমারী কল্য হইতে মাতাকে সেই স্থানে বাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের পুরবাসিগণও ওখায় উপহিত থাকিবেন। তাঁহাদিগের বসিবার স্থানও পৃথক পৃথক হইয়াছে। কেন? এরূপ বন্দবস্তের কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। ইহা আর কিছুই নয়, এ কেবল ভবানীদেবীর চক্র। সভা মধ্যে তাঁহার ভাগিই বেশি, পুরুষের মধ্যে স্মারি, প্রিয়নাথ, দেওয়ানজি, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু ও গ্রামস্থ হইল ভদ্র লোক। শুনিয়াছি তাঁহারাও সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়। যাঁ, বসন্তকুমারীর প্রমুখ, কাসিম খাঁর পরওয়ানা সম্বন্ধে গ্রেপ্তারী আসানী দ্বয়ের বিচার, ভবানীদেবী

করিবেন শুনিয়া অবধি বিচারস্থলে যাইবার নিমিত্ত যেক্ষণ উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহাকেত কোন ক্রমেই নিবৃত্ত করিবার উপায় দেখিতেছি না। আর নিবৃত্তই বা কিরূপে করিব। বোধ হয় ইহা ভুবানী-দেবীর আজ্ঞা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে, হইবেই হইবে। বিশেষতঃ হুরেল্লাবাবুর পরিবারগণও তথায় আগমন করিবেন। বিচার যাহা হইবেক তাহা সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। এ কেবল আমারি শ্রাব্যের আয়োজন হইতেছে। প্রিয়নাথ যাক, নাও বান্, আর যে যাইবার সে যাক, কিন্তু আমি, এ প্রাণ থাকিতে তঁহার যাইব না। ইহাতে যদি আমার কুমুদিনীকে হারাইতে হয়, তাহাও স্বীকার। আমি কখনই সভা মধ্যে উপস্থিত হইব না। হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল।

রজনী বাবুর গাত্র লোমাঞ্চ হইল। পদ দ্বয় কল্পিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আমিল। ভাবিলেন অদ্য এই সভা মধ্যে থাকিলে আমার মস্তক অবনত হইবেক। চক্ষের উপর শুক্লজনার অবমাননা দেখিতে হইবে। এবং বংশ ও কুল গৌরবে কালী পড়িবে। হাঃ! বিধাতঃ ভাবিয়াছিলাম আর সেই কাল মানিনীর ছায়া দেখিব না। আশ্রয় পরিচয় কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। হায়! আজ আবার সেই বিষধরীর সম্মুখে কি করিয়া যাইব। এবং লোকের নিকট আশ্রয় পরিচয়, কি করিয়া দিব। না বহুবন্ধরে! ভূমি দ্বিধা হও, আমি এখনই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লজ্জা নিবারণ করি। হা—মধুহৃদন! আমি বাহার এত কষ্টক, এত চক্ষের শূল, যে আমার বিদর্জনে দিয়া মনের লুপ্তে কালাতিপাত করিবে ভাবিয়াছিল, আজ তাহার এত দুর্গতি কেন? হা ধর্ম্ম! তোমার লুপ্ত গতি!! তোমার কার্য্য ভূমি করিতেছ বটে কিন্তু আমি উপস্থিত ঘটনায় বিমূর্ত্ত হইয়া বাক্য আক্লাদিত নহি। হা পিতঃ ভূমি কোথায়? একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, আমি যে নিরপরাধি সেই নিরপরাধিই আছি। এ পর্য্যন্ত কাহা



বড় নিকট আপনাদিগের নিষ্ঠুরাচরণের কথা ব্যক্ত করি নাই। কেবল কালের চক্রে এই দুর্দিন উপস্থিত। এখন কি করি, উপায় বিহীন আমি ভাবিয়াছিলাম প্রাণ থাকিতে আপনাদিগের নিন্দা (এই মুখে কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু অন্য সেই গুপ্ত কথা সকল সভা মধ্যে প্রকাশ হইবেই হইবে। পিতঃ তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। তবে এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি প্রাণ থাকিতে সভা মধ্যে বিচার কালীন উপস্থিত থাকিব না।

ইতঃ পূর্বে রজনীকান্তের মনে যে হর্ষের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা, এই দুর্জয় চিন্তনলে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি একাকী গৃহ মধ্যে বসিয়া নানা রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে কোথা কি হইতেছে কিছুই সংবাদ নাই। •বেলাও প্রায় তিন চারি ঘণ্টা হইয়াছে। সকলেই ভবানীদেবীর বিচার নিষ্পত্তির সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। পথে ঘাটে লোকে কত কথা বলাবিলা করিতেছে।

হুরেল্লাধ্বের কাহাঙ্গি বাটার সম্মুখে বহু সখ্যক লোক দণ্ডায়মান আছে। কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। সুতরাং লোকী রাস্তা ঘাটে দোকানে বা নিকটস্থ আশ্রয় বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। ছোট লোকেরা পথের স্থানে স্থানে নানাবিধ খেলা আশ্রয় করিয়া দিয়াছে। বালকেরা ঐ ভবানীদেবী আসিতেছেন বলিয়া পা ঘাটে ধৌড়া দৌড়ি করিতেছে। গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা আপন আপন বাটীতে পাঁচজন বন্ধু লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছে। কেহ বলিতেছেন নবাব কাসিম খাঁ অনেক দিনের পর আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ~~সকল~~ বোধ হয় বিচারে তাহাদের শূল দেওয়া সম্ভব হইবে। কেহ বলিতেছেন, ইহার ভিতর কিছু গুহ্য অর্থ আছে। যদি আসামিদিগের প্রাণ দণ্ডের হুকুম হইবে, তবে অন্য গ্রামে আমোদ উৎসব করিয়া যোষণা করিবেন কেন? তাহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি অমনি আর এক

টীকা বাহির করিয়া বলিল। না-না, এ বিচারে হর্ষ ও হুঃখ হুইই আছে। একটা প্রাণ দণ্ড অপরাধী মিলন। ঐ যে বিলাসপুর হইতে রজনীবাবু আগিয়াছেন। তিনিলাম তাঁহার পক্ষী কোথায় কি বিপাকে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বোধ হয় ভবানীদেবী তাঁহাকে সভা মধ্যে আনিয়া মিনন করাইবেন। তাঁহার নিমিত্ত গ্রাম মধ্যে এত উৎসব! ঘর সেই জন্য অপর লোকের সভা স্থলে বাইবার অনুমতি নাই। এই রূপ সকলেই আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। এমন সময় ভবানীদেবী আগমন করিলেন।

অদ্য—কাছারিবাটীর-বিচার-কক্ষ, এক নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। গৃহের মধ্য স্থলে এক রত্নবয় সিংহাসনে ভবানীদেবী ত্রিশূল হস্তে উপবিষ্টা। বর্ণ তপ্ত কাঁকনের ভ্রায়, চক্ষু উজ্জ্বল ও আরক্ত বর্ণ, গ্রীবা ও ললাটের মাংস কুঞ্চিত, মস্তকের জটাতার যেন উন্মাদ (বিশীর্ণ) ভাবে ধরণী স্পর্শ করিতে নিরুদ্দেশে ধাবিত হইতেছে। বদনমণ্ডল গম্ভীর, দেখিবা মাত্র বোধ হয় ইনি যেন সত্যের গৌরব, কারুণ্যের উচ্ছ্বাস, ধর্মের পতাকা, অধর্মের অন্তক, ক্রুরের শত্রু। ভগবতী যেন এই সকলের পরিচয় দিবার নিমিত্তই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে এক জন ভীমকায় মহুয়া দণ্ডারমান। তাঁহার দীর্ঘ শূন্য, কানুলম্বিত জুটা, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরি পতিত হইয়া দল মল করিতেছে। উজ্জ্বল আরক্ত লোচন দুগ, বিশাল বক্ষ, বাম কক্ষের নরমুণ্ড দক্ষিণ করে ত্রিশূল, গাত্রে বিভূতি; দেখিবা মাত্র কালান্তক ভয় বলিয়া বোধ হয়। গৃহের নিম্নে এক বহু মূল্য গালিচা বিস্তৃত। তদুপরি শ্রিয়নাথ, দেওয়াজি ও হরেক্ষনাথ প্রভৃতি উপবিষ্ট। তাঁহারাও অদ্য যেন কাছারি আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গৃহের দুই পার্শ্বে দুই কক্ষ কার্য্য ব্যতিত দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির সংস্থাপিত। তদ্বধ্যে একটিতে রজনীকান্তের মাতা, চন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিচারিকাগণ, অপরটিতে সমস্ত কুমারী ও মাধবী অবস্থিতি করিতেছেন। উভয় পক্ষের পরস্পরের

দেখা সাফাঃ নাই। তাঁহারা তদ্বা হইতে সভার এই ভয়ঙ্কর নৃতি দৃষ্টে কল্মিত হইতেছেন। আসানী বিলাসিনী দাসী ও কৈলাসী বেড়া ত্যাগ কর ঘোড়ে দণ্ডায়মান। তাহাদের বদন শুষ্ক। উভয়ের হস্ত পদ ধর ধর কল্মিত হইতেছে। ভবানীদেবী ক্ষণকাল গভীর ভাবে অবস্থিতি করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ! আমরা আদিম মত সভা মধ্যে সকলেই সমাগত হইয়াছেন?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, সকলেই আসিয়াছেন, কেবল রাজলীলার আসেন নাই। তাঁহাকে দুই তিন বার আমি দ্বয়ঃ আনিতে গিয়াছিলাম। তিনি এ স্বপ্নে আসিতে স্বীকার করিলেন না। ভবানীদেবী দ্বয়ঃ হাম্য করিয়া বলিলেন, তিনি না আমার বড় কতি হইবে না। তাঁহার মাতা ত আসিয়াছেন

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, তাঁহার মাতা ও প্রিয়নাথ বানু আসিয়াছেন কিন্তু তিনি এখানে না আসাতে আমি অতিশয় দুঃখিত আছি।

ভবানী। দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার না আসিবার কারণ ক্রমে জানিতে পারিবে। এই কথা বলিতে বলিতে ভবানীদেবী অকস্মাৎ ত্রিভোপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। সর্কাজ দিয়া যেন বিহ্বলগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। দেবী চন্দ্রকর বর্ণিত করিয়া সভার সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ সভাসদগণ! আমি এই স্থলে ভ্রাসাদিগকে যুগপৎ ধর্মের জয় আর অধর্মের পতন, এই দুইয়ের কলা ফলের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এই উপস্থিত অভিযোগের মধ্যে তোমরা যে বাহা অবগত আছ তাহা মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট ব্যক্ত করিবে। কেহ কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত হইও না; কি নারী, কি পুরুষ, সকলেই এই সভা মধ্যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সভা বিষয় ব্যক্ত করিতে কদাচ সম্বুচিত হইও না। ইহা শুনিয়া সকলের জ্বর কল্মিত হইয়া উঠিল। দেওয়ানজি বক্ত মন্য্য তাঁহার জয় ধর ধর কল্মিত হইতে লাগিল। এমন সময় আসানী বিলাসিনী দাসী কর পুটে

ভবানীদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, মা ! আমি মহাপাতকিনী, আমার ক্ষমা করুন। আমার নামে যে পুত্র হত্যার অভিযোগ হইয়াছে, তাহা মিথ্যা। আমি বিষ খাওয়াইয়া পুত্র হত্যা করি নাই।

ভবানী। তোমার পুত্রের নাম কি ?

বিলাসিনী। নবকুমার।

ভবানী। নবকুমার কি তোমার গর্ভজাত পুত্র ?

বিলাসিনী। না, তিনি আমার সপত্নী পুত্র।

ভবানী। তুমি বলিতেছ এ অভিযোগ মিথ্যা, তাহার প্রমাণ কি ?

বিলাসিনী। ভালরূপে তদন্ত করিলে সত্য মিথ্যা প্রমাণ হইবে।

ভবানী। তবে কি তুমি নিরপরাধিনী।

বিলাসিনী। হত্যা বিষয়ে আমি নিরপরাধিনী। কিন্তু ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে আমি যে সকল পাপে লিপ্ত ছিলাম তাহার দণ্ড ভগবান আমার হাতে হাতে দিয়াছেন এক্ষণে মৃত্যু হইলেই নিষ্কৃতি পাই।

বিলাসিনী দাসীর এই এজোহার শুনিয়া ভবানীদেবী। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেই ভৈরব ক্রোধে কম্পিত হইয়া ভূমে পদাঘাত করত বিকট স্বরে বলিল পাপীয়সি ! এখনও তুই বাকবিতণ্ডা করিতেছিস্। জানিস না, "ধর্ম্মম্যাহ্বাংগতি," তুইত সকল অমর্থের মূল। নিরপরাধিনী রমণীকে তুইতো—বৈধব্য যজ্ঞণা ভোগ করাইয়াছিস্। সপত্নী পুত্রকে বিনা দোষে অনেক ক্রেশ দিয়াছিস্। অবশেষে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে বাটী হইতে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত কিনা হলনা করিয়াছিলি। দেখ এখনই তুই তাহার প্রতিফল পাইবি।

বিলাসিনী ঠোঁটহার এই কথা শুনিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, গোহাই ধর্ম্মের, আমি বিষ খাওয়াইয়া কিষা স্বহস্তে পুত্র হত্যা করি নাই। তবে আমার কুসুদ্ধিতে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে।

ভবানী। তুমি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা কর নাই, তবে কিরূপে তাহার মৃত্যু হইল ?

বিলাসিনী। নবকুমার আমার স্বামির বিয়-নয়নে পড়িবে বলিয়া তাহার নিকট মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, নবকুমার আমার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

ভবানী। তার পর।

বিলাসিনী। তার পর তিনি, এই কথা শুনে নবকুমারকে বাটীর ভিতর আসিতে দেখিয়া ক্রোধে তাহার রূপে সজ্ঞেরে এক চাপড় মারেন, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

ভবানী। নবকুমারকে তিনি বাটীর ভিতর আসিতে দেখিয়া মারিলেন, তবে কি সে যথার্থই বাটী হইতে পলাইয়াছিল?

বিলাসিনী। হেঁ, দুই দিন বাটীতে আইসে নাই।

ভবানী। বাটীতে না আসার কারণ কি?

বিলাসিনী। নিরন্তর, তাহার চক্ষু দিয়া শ্রবণ বেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সেই ভীষণ মূর্ত্তি ভৈরব গঙ্গার দ্বারে বলিল এখন ক্রন্দন করিবার সময় নহে, বাহা বলিবার তাহা মত্যা করিয়া বল, নচেৎ এই ত্রিশূল্যাঘাতে তোর প্রাণদণ্ড করিব।

বিলাসিনী। আমি নবকুমারের মনে কষ্ট দিবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলাম চল্লিশটি হইতে এক জন লোক আসিয়া বলিল বৌমার সপ্নাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, সে তাহা শুনিয়া মনের মধ্যে দুই দিন বাটী আইসে নাই।

ভবানী। আচ্ছা, নবকুমারের যেন চপেটাঘাতে মৃত্যু হইল, তবে তার মৃত দেহ তদন্তে কিরূপে বিষপ্রয়োগ দ্বারা খুন প্রমাণ হইল?

বিলাসিনী। যে মৃত্যু দেহ তদন্তে বিষ খাওয়াইয়া খুন প্রমাণ হয় ~~নবকুমারের~~ মৃত দেহ নয়।

ভবানী। সে মৃত দেহ কোহার।

বিলাসিনী। রাতিকালে আমি ও আমার স্বামী দুই জনে নবকুমারের খুন গোপন করিবার নিমিত্ত তাহার মৃত দেহ গঙ্গায় তাসাইয়া দিয়া

হাড়ী এসে তাবিলাম যদি লোকে ছুদিন পরে নবকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে কি বলিব, আমার স্বামী এই কথার উত্তরে বলিলেন লোকের নিকট বলিব যে ঘোমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান পাইতেছি না, আমি বলিলাম এই মুক্তি মন্দ হয় নাই। কিন্তু ইহার সাহস আর এক কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়, সেই যে গঙ্গা-তীরে একটি মৃত দেহ দেখিয়া আসিলাম সেইটা আনিয়া বাটীর খিড়কীর পুকুরে ডুবাইয়া রাখি, তাহার পর যখন সেটা বিকৃতি হইয়া আসিলে সেই সময় তাহা ভাসাইয়া দিয়া লোকের নিকট বলিব যে নবকুমার মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে। এই তাহার মৃত দেহ পুকুরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাহা দেখিলে লোকের মনে আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি আমার এই কথা শুনিয়া বলিলেন এ মন্দ মুক্তি নয়। তারপর আমরা সেই মৃত কার্য্য করিলাম। কিন্তু এমন অদ্ভুতের ফের আর ভগবানের হৃদয়বিচার যে, সেই মড়াটা তদন্তে বিষ খেয়ে মরা প্রমাণ হলো।

ভবানী। তার পর, তার পর।

বিলাসিনী। তার পর গ্রামের বত লোকে নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল। এমন সময় বৈবাহিক মহাশয় আসাতে প্রকাশ হইল, ঘোমার সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়াই মিছে কথা, তিনি জীবিত আছেন। ইহা শুনিয়া তখন আমার উপর লোকের সন্দেহ হইল।

ভবানী। তার পর তোমরা কি বলিলে ?

বিলাসিনী। তার পর এই গোলবোণ হওয়াতে আমরা সেই দিনেই বাটা হইতে পলাইয়া বাইলাম।

ভবানী। কোন স্থানে পলাইয়া গেলে ?

বিলাসিনী। তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না কারণ সেই দিন হইতেই আমি উদ্ভাদিনী। তার পর বাহা বাহা ঘটয়াছিল, আমাদের এই দাসী কৈলাসী সমস্তই বলিতে পারে। আমি আর কোন বিষয়

জানিনা। এই বলিয়া বিলাসিনী বাটার চাকরানী কৈলাসী দাসীকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল ।

এই ব্যাপার দৃষ্টে ভবানী দেবী ও সভাহ সমস্ত লোক কৈলাসীর প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কৈলাসী বৃদ্ধা বয়ঃক্রম প্রায় ৬০-৬২ বৎসর, ধর্ম্মাকৃতি, শ্যামবর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, কিন্তু ডগাঘোটা, চক্ষু স্বয়ং কৃষ্ণ, বড় বড় কর্ণ, স্বর গম্ভীর, হস্তপদাদি অঙ্গুলি বিহীন, মহাব্যাধি গ্রস্ত, তাহাকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত । ভবানীদেবী অনেক পর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি" সে বলিল "আমার নাম কৈলাসী" ।

ভবানী । তুমি বিলাসী দাসীকে চেন ? উনি কে ।

কৈলাসী । তিনি, উনি অমরচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ।

ভবানী । তুমি উঁদের বাটতে কত দিন ছিলে ?

কৈলাসী । প্রায় ত্রিশ বৎসর ?

ভবানী । অমরচাঁদ মিত্রের পুত্র নবকুমারকে চিনিতে ?

কৈলাসী । হেঁ, তাকে চিনিতাম, সে ছেলেকে আমিই মানুষ করিয়াছিলাম ।

ভবানী । অচ্ছা তুমি বলিতে পার তাহার কিরূপে মৃত্যু হইয়াছে ?

কৈলাসী । বিলাসিনী বাহা বলিল ঐ ঘটনা সমস্তই সত্য ?

ভবানী । অচ্ছা বন দেখি তোমরা ধাত্রী গ্রাম হইতে পলাইয়া কোথায় বাইলে ।

কৈলাসী । আমরা যে দিন ধাত্রীগ্রাম হইতে পলাইলাম সে দিন রাত্রে পথে বাবুর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়, বিলাসিনী পথে আসিতে আসিতে উরাদিনী হস্তে কি করি, লোকের নিকট উহাকে আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়া এদেশ ওদেশ ভিক্ষা করে বেড়াইতেছি ।

ভবানী । এখনও বিলাসিনীকে পাগলের মত বলিয়া বোধ হয় না ।

কৈলাসী । এই কয়েক দিন হইল একটা সন্ন্যাসীর ঔষধে  
আরাম হয়েছে ।

ভবানী । সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইল ?

কৈলাসী । এই গ্রামে ।

ভৈরবী । যদি এমন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তবে  
তোমার ঐ রোগের কেন একটু ঔষধ লইলে না ।

কৈলাসী । মা, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু আমার  
পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

ভৈরবী । কেন, তুমি এত কি পাপ করিয়াছ যে তাহার প্রায়-  
শ্চিত্ত নাই ।

কৈলাসী । তাহা বলিবার নয় ।

ভবানী । যদি আমার নিকট তাহা সত্য করিয়া বল, তবে আমি  
তোমার ঐ রোগ আরোগ্য করিয়া দিব ।

কৈলাসী । আমি আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব  
ইহাতে আমার অদৃষ্টে বাহা আছে তাহাই হইবে ।

ভবানী । আচ্ছা তুমি এ জন্মে কি গুরুতর পাপ করিয়াছ  
তাহা বল ।

এবার কৈলাসী নিরন্তর, সে সন্তক অবনত করিয়া সভা মধ্যে  
দণ্ডায়মানা, সত্যাহঁ সকলেই তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।  
এমন সময় হঠাৎ রজনীকান্তের মাতা বাস্পাকুল নয়নে শিবির হইতে  
বহির্গত হইয়া ভবানীদেবীর সম্মুখে কর ধোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া বলি-  
লেন মা—ভগবতি ! স্বর্গীয়কর্তা, মৃত্যুকালীন আমাকে বলিয়া যান  
যে, যদি কৈলাসী নামে কোন স্ত্রীলোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়  
তবে তুমি তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে “মৃতপুত্রটি কাহারি” তাহা  
এই প্রশ্নের অর্থ আমি কিছুই অবগত নহি । কিন্তু গুরুজনের আজ্ঞা  
প্রতিপালনের নিমিত্ত যে স্থানে কৈলাসী নামে রমণীর সহিত আমার



সাক্ষাৎ হয় তাহাকেই এই প্রথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। যে দুই চারি জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা আমার এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর দেয় নাই এবং আমিও তাহাদিগকে আর এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। অতএব মা ! যদি অনুমতি করেন, তবে এই কৈলাসীকে আমি একবার ঐ প্রথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া মনের বেগ দূর করি।

ভবানী। বৎসে ! ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

ভবানীদেবীর এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে আসন্ন কৈলাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিল মা ! ও প্রহরের উত্তর এই মহাপাতকী কৈলাসী তির আর কেহই বলিতে পারিবেনা। স্বর্গীয় কস্তী ওরফে বলিত বাবু আয়ায় লক্ষ্য করিয়া আপনাকে ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখন আপনার সেই শুভ দিন উপস্থিত। এই পাপীয়সী কৈলাসী মুক্ত কণ্ঠে মতা মধ্যে বলিতেছে, মৃত পুত্রটি আপনার নয় সে অমর চাঁদ মিত্রের আত্মা ডেকেছে।

কৈলাসীর এই কথা শুনিয়া সত্যাহ সমস্তলোক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্রহ্মনীরাস্তের মাতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন উঃ কৈলাসী !! তোরা কথা শুনিয়া আমার হৃদকম্প হইতেছে। তোকে এখন সত্যি চিনিতে পারিয়াছি। এই অল্প সময় আমার দাইয়ের কার্যে নিযুক্ত ছিলি। হায় ! তবে কি দুই আমার সেই অঞ্চলের নিধি পুত্রটিকে কোথায় লুকাইয়াছিলি ?

কৈলাসী। মা ! আমি রাজসী, সে কথা বলিতে এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি কেবল অর্থশোভাতে আপনার সেই অঞ্চলের নিধিকে ~~কিন্তু~~ চাঁদের স্রীর আত্মা রাধিয়া তাঁহার মৃত পুত্রকে জোয়ার নিকটে আনিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আপনার পুত্রটি নষ্ট হইয়াছে।

রজনী বহুদূর এতাই হইয়া বাপ্পাকুল নগরে বলিলেন, বাছা কৈলাসি ! আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার এত আরাধনার নিধিকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছিলে ? হায় ! আমি কি হতভাগিনী ! কত দেবতার পূজা করিয়া কুলতিলক এক পুত্র নিধি পাইয়াও বিপাকে হাবাইয়াছি । কৈলাসী ! তুই পাপীয়সী ! জগতে তোর স্থান কৈধাও নাই । ভগবান তোর পাপের দণ্ড হাতে হাতে দিয়াছেন । রাক্ষসি ! কুহকিনি ! অর্থলোভিনি ! তুই আমার জীবনসর্ব্ব্ব ধনকে কোল হইতে অপহরণ করিয়া পরের মৃত পুত্র আমার কোলে দিয়া বঞ্চনা করিয়াছিস ? ধিক্ তোরে ধিক্ ! তোর অর্থলোভে ধিক্ । আর তোব এই নারী জন্মে ধিক্ ! হা ভগবান । তোমাব মনে এই ছিল । আমাষ সেই অমূল্য নিধি দিয়া, কি দোষে বঞ্চিত করিলে । হা স্বামিন্ ! তুমি কোথায় ? তুমি এই সমস্ত অদগত হইয়াও ঘূর্ণাকরে আমার নিকট একটী কথাও ব্যক্ত কর নাই । হা নাথ ! তোমার দম্ব হৃদয়ের ব্যথা এ অধীনীর নিকট প্রকাশ করিলে পাছে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, এই ভাবিয়া কি ঐ সকল বিষয় আমার নিকট গোপন রাখিয়াছিলে ? হায় কৈলাসি ! মা— তুমি সত্য করিয়া বল, অমরচাঁদ মিত্রের সেই পুত্র কি ঐ বিলাসিনীর কুহকে হত হইয়াছে ? তবানীদেবী রজনীকান্তের মাতাকে গুরুতর শোকে কাতর দেখিয়া ভাবিলেন আর আমার চুপ করিয়া থাকা উচিত নয় । এখনি বিশদ খটিবার প্রয়োজন নাই । তিনি এই ভাবিয়া হাস্য বদনে রজনী বাবুর মাতাকে বলিলেন, বৎসে ! ক্ষান্ত হও । আর কাহাকে কৈলাসী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আশঙ্ক নাই । আমি পুণ্যপুণ্যক্রমে একে একে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিতেছি । তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ কর ।

যখন বারানসী ধাম হইতে তুমি ও ললিত বাকু হৃদয়ে দেশে প্রত্যগমন কর । তোমাদের নৌকা, ধাত্রী গ্রামে পৌঁছিয়া সন্ধ্যা হয়, এবং সেই সময় তোমার প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়াতে ললিত বাবু অনেক অশ্রুসন্ধানে এই কৈলাসী এবং উহার এক ভগ্নীকে পাইয়া ধাত্রী

কার্যে নিযুক্ত করেন। সেই বাত্রে ঐ গ্রামে অমরচাঁদ শিত্তের পরীক্ষণে এসব বেদনা হয়। উহাবা দুই ভাষী দুই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিল। অমর চাঁদ পূর্ব হইতে উহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যদি আমার পুত্র সম্ভান হয় তবে তোমাদিগকে ভালরূপে পারিতোষিক দিব। কৈলাসী ললিত বাবুকে তখন সামান্য কৃতিত্ব জানে মনে মনে এই স্থির করিয়াছিল, অমর বাবুর পুত্র হইলে অনেক অর্থ পাইব, যদি তাঁহার স্ত্রী হয় এবং এই অপরিচিত ব্যক্তির অর্থাৎ ললিত বাবুর পুত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ কোশলে বদলাইয়া অতীষ্ট সিদ্ধ করিব। কিন্তু ঈশ্বর হুঁচকার উভয়ের পুত্র সম্ভান হইয়াছিল। হুঁচকাপত্রমে অমর চাঁদের পুত্রটীর প্রসবের রাত্রেই স্ত্রীকাগৃহে মৃত্যু হয়। কৈলাসী এই সংবাদ পাইয়া অর্থ লোভে তোমার গুরুজাত পুত্রটিকে কোশলে হরণ করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিল এবং অমরচাঁদের মৃত পুত্র আনিয়া তোমার নিকট রাখিল। তখন তুমি নিমিত্ত। তাহার অনেক পর তোমার জ্ঞাপরিত করিয়া মৃত পুত্র দেখাইল। তখন রাজি গভীর, সকলেই স্তম্ভ, কেহ তাহাদের এই বড়বড় জানিতে পারিল না। রংসে! তুমি সেই পুত্রলোকে অধীর হইয়াছিলে। কিন্তু দেখ ধর্মের কি সূক্ষ্ম গতি। কৈলাসীর সেই ভগ্নীকে আর অমরচাঁদের নিকট পুরস্কার লইতে হয় নাই। সে তাহার পর দিনেই সর্পাঘাতে জীবন ত্যাগ করিয়াছে। এই ঘটনায় কৈলাসী চৈতন্য হইল, ও সেই অবধি গৃহ ত্যাগ করিয়া অমরচাঁদের বাটীতে দাসীকৃত্তি অবলম্বন করিল। পুত্র হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট এক পরসাত পুরস্কার লইল না। হুঁচকাবশতঃ অমরচাঁদের স্ত্রী পুত্রটিকে এক মাসের রাবিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। কিছু কাল পরে অমরচাঁদ দ্বিতীয় বার দ্বারপরিগ্রহ করিয়া এই বিলাসিনী দাসীকে বর্ষভাণ্ডার করিল এবং উহার কুহকে পড়িয়া পুত্রটিকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল। কৈলাসী নবকুমারকে সহস্র লালন পালন কবায় তাহার গাঢ় স্নেহের সঞ্চার হয়। কিন্তু কি করিবে, ও এই ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়া

উদর পূরণের জন্য আর কোথায় যাইবে, সুতরাং ভয়ে নবকুমারের পক্ষে কোন কথা বলিতে পারিত না। পাণের ভোগ হাতে হাতে পাইয়াছে তাবিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিত। তাহার পর অমর চাঁদ নবকুমারের প্রতি সেই নির্ভর ব্যবহার করিয়া সর্ব্ব স্বস্ত হইল। পুত্র হত্যা গোপন করিতে যাইয়া এক বিষ ভক্ষিত শবদেহ খিড়কীর পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়া আপন-পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছিল। ঐ বুদ্ধিটা কেবল তাহাদের পাণের প্রতিকূল ভোগ করিবার নিমিত্ত ষটিয়াছিল। বৎসে। তুমি পুণ্যবতী, তোমার শ্রায় সৌভাগ্য শালিনী এ জনতে অতি বিবল। শিশুকে তুমি হতিকা গৃহে হারাইয়াছিলে, সেই পুত্রই নবকুমার। এখন সে তোনার রজনীকান্ত বলিয়া পরিচিত। নবকুমারের মৃত্যু হয় নাই। ললিত বাবু ঐ নবকুমারকেই জাহ্নবীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৎসে! ধর্ম্মের চারিদিকেই জয়! তোমার পুত্র তোমারি হইয়াছে। তুমি আর বৃথা আক্ষেপ করিও না। আমি এই সকল ঘটনা পূর্বেই হুঁতেই অবগত আছি এবং ললিত বাবুও ইহার সমস্ত ঘটনা আমার নিকট শুনিয়াছিলেন। আর আমারই অনুরোধে তিনি এতাবৎ কাল কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। আজ আমার সেই নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের পরিচয় দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে এই সভা ক্রান্ত করিতে আদেশ করিয়াছিলাম। রজনীকান্ত পূর্বেই এই ঘটনা জানিতে পারিয়া লজ্জায় এ স্থানে আসেন নাই। ভবানীদেবীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে বসন্তকুমারী, মাধবীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক শিবির হইতে বাহির হইয়া ভবানীদেবীর নিকট আসিয়া করণোভে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা! এই আপনার কুমুদিনীকে নেন, মাধবীকে দেধিবারাত্র দেওয়ানজির মুখ শুকাইয়া গেল। রজনীকান্তের মাতা তাহাকে দেধিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, কুমুদিনী মা! ঐ দিন চন্দ্রনাথকে ফেলিয়া কোথায় ছিলে মা! চন্দ্রনাথ মাতার নাম শুনিয়া শিবির হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং মাধবীকে দেধিয়া বলিল মা ও মা!

আমায় কোলে নে মা । তুই কাদিতেছিস কেন ? মাধবীর সেই সময় শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল । সে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুষন করিল । প্রিয়নাথ ক্রতগতি যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন । চন্দ্রনাথ অনেক দিন মার মুখ দেখে নাই সে অন্য তাঁহার মাতাকে পাইয়া মুখের উপর মুখ দিয়া মা ও মা বলিয়া ডাকের উপর ডাকিতে লাগিল । সভাস্থ সকলে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । দেওয়ানজি করয়োডে ভবানীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা ! ভগবতি ! আমায় ক্ষমা করুন । আমি আপনার নিকট ষাণ্মার্থই মিথ্যাবাদী হইয়াছি । একপ অর্পক খটনা আমি আব কখন চক্ষে দেখি নাই । পবে তিনি মাধবীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, মা কুমুদিনী ! আমি মিথ্যাবাদী হইয়াছি, সে জন্য আমি দণ্ডিত নহি, কিন্তু অন্য তোমার প্রিয়পুত্র চন্দ্রনাথকে ক্রোড়ে লইতে দেখিয়া আমার সকল দুঃখ নিবারণ হইল । মা ! তুমি মানবী নহ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি হুমি দেবী, শ্রবেন্দ্রনাথ এই ঘটনা দেখিয়া পুঙ্খলিকাবৎ এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমিতে লাগিলেন এ কি ! মাধবীকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ মাতৃ সন্দোহন করিয়া ক্রোড়ে উঠিল । রজনী বাবুর মাতা মাধবীকে কুমুদিনী বলিয়া আহ্বান করিলেন । প্রিয়নাথ যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । এবং দেওয়ানজীও মাধবীকে কুমুদিনী সন্দোহন করিয়া কত অহুনয় নিয় করিতেছেন, আর নিজে যে মিথ্যাবাদী তাহাও ভবানীদেবীর নিকট স্বীকার করিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! আমিও ইহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । শ্রবেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দৃষ্টে কবয়োডে ভবানীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন মা ভগবতি ! আমিও অমিরচাঁদি মিত্রের পুত্র নবকুমার গুরু রজনীকান্ত, তাঁহার পরিচয় অবগত হইলাম । রজনী বাবুর জন্ম বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য এবং তাহাকে স্বর্গীয় ললিত বাবু ধ্বংসে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় । হায় ! ধর্ম্মের কি ক্ষমতা !! ভগবান্ যে কত কৌশলেই রজনী

বাবুকে রক্ষা করিয়া যাহার ধন তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন । ইহা শুনিয়া আমবা সভাস্থ সকলেই হতবুদ্ধি হইয়াছি । কিন্তু আমাব এই প্রিযভগ্নী মাধবীকে এঁরা সকলেই কুমুদিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ইহাব ভাব কি ?

সুবেন্দ্র বাবুর এই কথা শুনিয়া ভবানীদেবী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ করিলেন । তাহার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস সুবেন্দ্রনাথ । তোমাব প্রিযভগ্নী মাধবীতে ও কুমুদিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । কুমুদিনী ও মাধবী দুই বমজভগ্নী, মাধবী কনিষ্ঠা আর কুমুদিনী জ্যেষ্ঠা । উহাদের অবয়ব দুই জনারই সমান । এমন কি, মাধবী ও কুমুদিনীকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দিলে, কে কুমুদিনী ও কে মাধবী তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিবেনা । তাহাব প্রমাণ তুমি স্মৃষ্টকৌই দেখিতে পাইতেছ, ঐ দেখ বালক চন্দ্রনাথ মাধবীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া মধুব বচনে কত কথা কহিতেছে । মাধবী বজ্রনীকান্তের যথার্থ বিবাহিতা স্ত্রী, বৎস । তোমাব কি এই সকল বিষয় স্মরণ হইতেছে না ।

সুবেন্দ্র । আজ্ঞা হাঁ আমার এখন সমস্ত বিষয় স্মরণ হইতেছে ।

রজনীকান্তের মাতা ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন মাতা ভগ্নমুতি । কুমুদিনী তবে এখন কোথায় । ভবানীদেবী বাপ্পাবু লক্ষ্যনে ও ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন বৎসে । কুমুদিনী যথার্থই রজনীকান্তের বিচ্ছেদে জীবন ত্যাগ করিয়াছে । এ কথা শুনিলে তোমরা এখন প্রত্যগ করিবে না । কারণ মাধবীকে দেখিয়া তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ ; কুমুদিনী এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়াও তোমরা তাহাব বিচ্ছেদ জনিত শোক অনুভব করিতে পারিতেছ না এবং পারিবেও না । কারণ কুমুদিনীৰ অনুরূপ মূর্তি মাধবী তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে । অতএব এখন তোমরা যাহা শুনিলে, তাহা আব রজনীকান্তের নিকট এখন প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই ।

ক্রমে তিনি মাধবীর প্রমুখ্যৎ সমস্ত ঘটনাই অবগত হইবেন। বজ্রনীকাস্তকে পুনঃ প্রাপ্তেব কারণই মাধবী। মাধবীকে নবকুমার গুরুকে বজ্রনীকাস্ত বড় ভাল বাসিত। তাঁহার ঐ বিমাতা মাধবীর মৃত্যু ঘটনা রটাইলে বজ্রনীকাস্ত মনের দুঃখে দুই দিবস বাটী না আগাতে সেই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিল। তাহার পর নৈবেদ্য ইচ্ছায় ললিত বাবু উইঁকে জাহ্নবী-কূলে পুনঃ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে বৎসে। আমি দুর্ভাগ্যে বলিতেছি মাধবী তোমার গৃহলক্ষ্মী। মাধবী হইতেই তুমি হতামার হাবানিধি পাইয়াছ। মাধবী সাক্ষীসত্যী, উহাব পদার্পণে তোমার সংসারে আরও শ্রীলক্ষ্মি হইবে, এবং মাধবীকে পাইয়া তোমরা কেহই কুমুদিনী বিরোধশোক অনুভব করিতে পারিবে না।

প্রিবনাথ এই কথা শুনিয়া সীললক্ষীকৃতবাসে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন দেবি। কুমুদিনী জীবিতা নাই, এ ভ্রম ত আমাদের এখন ঘুচিতেছে না। কারণ আমরা বার বার মাধবীকে নিবীৰ্ণ কবিয়া দেখিতেছি, কুমুদিনীতে আর উইঁতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। সেই নাসিকা, সেই চক্ষু, সেই ললাট, সেই অধন, সেই গুষ্ঠ, সেই মুক্তপাঁতি দন্ত, সেই লাবণ্য, সমস্তই উইঁতে বিবাহিত রহিয়াছে। তবে আমরা কিঁকপে জানিব কুমুদিনী জীবিতা নাই।

ভবানী। বৎস! তাহা তোমাদের জানিবাবও আবশ্যক নাই। মনে কর তোমরা সেই কুমুদিনীকেই প্রাপ্ত হইয়াছ। বজ্রনীকাস্তের মাতা এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্বক মাধবীর বিবুকে ধরিয়া মুখ চুষন করিলেন এবং বার বার আলিঙ্গন বৃত্ত বলিলেন মা! তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, এস বাছা তুমি এত দিনের পর তোমার হারানিধি পাইয়া মনের দুঃখে পতি পুত্র লইয়া আমার সংসারে উজ্জ্বল কর। আমি মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে বলিতেছি, তোমার পাইয়া কুমুদিনী বিরোধ শোক আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। এবং কুমুদিনী জীবিতা নাই, একথা সত্য হইলেও আমাদের অলোক বলিয়া বোধ হইতেছে।

স্বর্গীয় কর্তার মুখে আমি কুমুদিনীর জীবন-বৃত্তান্ত সবস্বই শুনিয়াছিলাম । কিন্তু তোমরা যে দুইজন বমজ ভয়ী ছিলে তাহা জানিতাম না । অন্য মা ভবানীদেবীর শ্রীমুখ হইতে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যভিত হইলাম । এক্ষণে তোমাতে আর তাগাতে কিছুই প্রভেদ ভাবি না । বাছা ! কুমুদিনীর ভোগ দুরাইয়াছে । সে সেই জন্ত তোমার ধন তোমার দিবা চলিয়া গিয়াছে বৎসে ! এত দিন তুমি কর্ম্মদোষে পতি থাকিতে পতিধনে বঞ্চিতা ছিলে । এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তুমি সেই ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া মনের সুখে কালাতিপাত কর । আমি তাহা দেখিয়া চক্ষের আর্দ্রক কবি ।

মাধবী বাম্পাকুল নবনে বজ্রনীকান্তের মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল । বসন্তকুমারী আনন্দাশ্রী ভগ্ন করিতে ক্লান্ত মাধবী কব-  
নয় বজ্রনীকান্তের মাতার হস্তে সংযোগ করিয়া বলিলেন মা । মাধবী আমার বাল্য সহচরী । আমি উহাকে সহোদর্য্য ভ্রাতৃ জ্ঞান করি এবং মাধবী যে বিধবা হয় নাই তাহা আমি পূর্বে হইতেই জানিতাম । সেই নিমিত্ত আমি উহা হস্তের অলঙ্কার ত্যাগ করিতে দিই নাই । কারণ মাধবীর পিতা মৃত্যুর পূর্বে বাবাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, এক সন্ন্যাসী গণনা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে মাধবীর পিতা জীবিত আছে । এবং কিছু দিন পর তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু সাবধান, যেন এ কথা প্রকাশ না হয় । মাধবী অন্ধুশে ইহা জানিতো পাবিলে উদ্ভাদিনী হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে । আমি ইহা শুনিয়া মাধবীকে নিজের নিকট রাখিয়াছিলাম । হাঃ । এত দিনের পর আজ আমার সেই শুভদিন উপস্থিত । কিন্তু মা । আমি মাধবীকে ছাড়িয়া কিকপে থাকিব ! তাহা ভাবিসা হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । ভবানীদেবী এই কথা শুনিয়া বলিলেন বৎসে বসন্ত । তাহার জ্ঞান তোমার চিত্তা কি ? তুমি ইচ্ছা করিলেই মাধবীকে বাটীতে আনিতে পাবিবে । এখন মা হিন্দমস্তার কৃপায় এত দিনের পর আমি বিবম দায় হইতে মুক্ত



লাভ করিলাম। আমি কুমুদিনীকে ভাগীরথীগর্ভে পাইয়া জ্যোতিষের দ্বাৰা এই সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছিলাম। এবং সেই অবধি এতাবৎকাল এই মিলন স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত কতদূর ব্যস্ত ছিলাম তাহা আর বলিতে পারি না। মাধবীর পিতার নিকট আমি এই কাল তৈরবকে সম্রাসী বেশে পাঠাইয়া ঐ সংবাদ দিই। বিলাসিনীর নিকট কাল তৈরবকে সম্রাসী বেশে পাঠাইয়া উহাকে বাহ্যিক হইতে মুক্ত করি। আবার রজনীকান্তের নিকট উহাকেই গণকায় সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলাম। আর ইতিমধ্যে মাধবীর মনে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারিয়া একদিন গভীর নিশিতে এই বাটীতে আসিয়া তাহাকে আশস্ত করিয়া যাই। এক্ষণে মা তারার কৃপায় মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। তবানোদবীর এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে রজনীকান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন সুবেল বাবু। সৰ্ব্বনাশ হইল। বাগানের পুকুরীতে দুইটা ক্রীলোক ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিল। নীল আত্মন, নীল আত্মন। তাঁহার মুখে এই ঘটনা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই চমকিত হইলেন এবং দেখিলেন আসানি বিলাসিনী ও কৈলাসী তথায় নাই। কুবাসাদেবী তদন্তে বসন্তের আব তোমরা ব্যস্ত হইতেছ কেন? আমি জানিতেছি বিলাসিনী ও কৈলাসী আত্মহত্যা হইবার নিমিত্ত পুকুরীতে ঝাঁপ দিয়াছে। আর ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। তাহাদের নিয়তিতে অশেষ দুঃখই আছে, তাহা আমি দুঃখ হইতেই অবগত আছি, আব তথায় যাওয়া বুঝা। এখন এই সমস্ত ঘটনা আব পূর্বক লিখিয়া তোমরা নবাব কাসিম খাঁর নিকট প্রেরণ কর। এই বলিয়া তিনি সিংহাসন হইতে পাত্তোথান পূর্বক বজনীকান্তের নিকট যাইয়া অমিয় বচনে বলিলেন বৎস, রজনীকান্ত। তুমি এই সভামধ্যে যে আশঙ্কায় আঁস নাই তাহা তোমার সমস্তই দর্ম মাত্র। এখন আমি তোমায় এই বলিতেছি তুমি ললিত বাবুর ঔনসে এবং এই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কেবল খোর চক্রে পড়িয়া

অমরচাঁদের পুত্র বলিয়া পবিচিত ছিলে। এই সমস্ত ঘটনা আনুশঙ্গিক ভূমি তোমার-মাতার নিকট শুনিতে পাইবে। এক্ষণে আমার এই জিজ্ঞাস্য, তুমি এই সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির সন্মুখে বল দেখি, যখন আমার কুটীরে তুমি কুমুদিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে তখন তাহাকে তুমি কে ভাবিয়া হস্তবদনে মালা বিনিময় করিয়াছিলে ?

রজনী। মা ভগবতি। আশ্বিনার কিছুই অবিস্মিত নাই আমার রক্তাশ্রু বাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলাম। বধি, কি আমি আপনার কুটীরে কুমুদিনীকে মাধবী জ্ঞানে পুনর্জন্ম বর-বিনিময় কবিয়াছিলাম। তাহার পর 'কুমুদিনীকে আমি অনেক তাঁহাব পূর্ব পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কুর্গ-আমায় কিছুই প্রকাশ কর্বে নাই। 'ভবানীদেবী তাঁহার এইকথা শুনিয়া ক্রোড়স্থ চন্দ্রনাথের গহিত মাধবীকে তাঁহার সন্মুখে আনিয়া বলিলেন বৎস। এই তোমার মাধবী ওবক্ষে কুমুদিনীকে গ্রহণ কর। বঙ্গনীকান্ত এত দিন পবে অন্য কুমুদিনীর পূর্ব পরিচয় পাইলাম ভাবিয়া হর্ষেৎফুল্ল নয়নে মাধবীর প্রতি ঐষৎ বস্তু কটাক্ষে চাহিয়া তাহার হস্ত-পূর্বক বলিলেন 'প্রিয়ে !' এত দিনেব পব কি তোমার ব্রত উদ্ঘা-হইল ? মাধবী সজল নয়নে ঐষজ্জ্বল কবিয়া নতমুখী হইলেন।

কুমারী শঙ্করাণি কবিত্তে করিতে তাঁহাদের সন্মুখে আসিয়া ক্রোড় হইতে চন্দ্রনাথকে আঁপন ক্রোড়ে লইলেন এবং রজনী ও মাধবীর বস্ত্রে একটী গাঁট্‌টিলী বাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। <sup>মণি</sup> <sup>বধন</sup> এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে স্তম্ভভূত প্রাণ একস্থানে দণ্ডায়মান র' ইতোমধ্যে অটলবিহারি ওবক্ষে নবাব বায়ু নৃত্য কবিত্তে কবি- <sup>নয়</sup> মণ্ড্য আসিয়া বিকট চীৎকার কবিত্তে লাগিল। ভবানীদেবী তাহাকে দেখিয়া স্রোজে বায়ুকে বলিলেন, বৎস সুরেন্দ্রনাথ তুমি অটলকে ছাড়িয়া দাও। ও নির্দোষি, তাহার পর ভবানীদেবী সকলকে যথাযোগ্য আশী-র্কাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন দেখ, নবকুমার যেমন রজনীকান্ত

সকলেব নিকট পরিচিত হইয়াছেন, আর আমার মাধবীও  
 পুষ্কিনী বলিয়া সকলেব নিকট পরিচিতা হইল। এক্ষণে তোমরা  
 মনে কালোতিপাত কর আমি বিদায় হই, এই বলিয়া ভবানী-  
 ক হকারববকরতঃ সভা হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

---

সম্পূর্ণ ।

## বিজ্ঞাপন ।

কুমুদিনী—মূল্য—১ একটাকা ।

ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত নিম্ন লিখিত—

পুস্তক সকল সোমপ্রকাশ ও সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে  
লাহরিতে, চীনাবাজার পঞ্চচলু নাথর দোকান ও কুদা  
পাধ্যায়েব লাহরিতে, কলিকাতা ন্যাশনাল স্কুলে; বঙ্গালি ও  
পাওয়া-বারা

সরোজ বাসিনী ১ এক টাকা, কনক-নলিনী  
তাপসী ১ প্রথম-কানন ২০, সীতা-নির্বাসন ৮, সত্য  
১/০ আনা, কুমুদিনী ১ ।

এই সকল নভেল অতি জনপ্রিয়, ইচ্ছাশ্রদ্ধা অর্জন  
ইহা বা জীজ্ঞাতিকে সত্যিকার এবং পতি ভক্তি শিক্ষা দিতে  
পারদর্শিনী; যেমন কেন, মুখরা দুর্ভাগা, অনভিজ্ঞা, ইত্যাদি  
হউননী, ইহা পক্ষে অবশ্য অবশ্যেই জানে যাহা পড়া  
বেনই হইবে। কারণ ইহা দুর্ভাগার মনোবৃত্তি স্বপ্ন, কল্পনা  
বিশুদ্ধ পূর্ণ, সত্য প্রত্যেক যুবক যুবতীর বিশেষ আদর্শ  
পাঠকালে যাহা যাহা পাষণ হৃদয় ও বিগলিত  
সীতা-নির্বাসন, বাসীকর সর্বস্বধন, কল্পনাসেব টাঙ্গ  
হের বেতন, ভাতপ্রেমের কুহুম্বি, পিতৃ মাতৃ ভক্তির  
এবং মুহুর পরম মন। ইহাতে সত্য মোক উভয়ই আছে  
যেখানেই পাঠ করুন, কখনই নশন বা বিধ্বংস করিতে পারি  
ইহাকে একটু অভিনবভাবে লেখা হইয়াছে। অমরোক্তি  
পাঠ করুন। সমস্ত কখনই বুঝুনট হইবে না।

কলি অবতারণা—(হাস্যরসোদীপক প্রহসন) মূল্য ১০  
পাঠকালে হাসির চোটে মাটিতে বেদনা করে।